উপন্যাস সিরিজের সপ্তদশ সংখ্যা

# লক্ষ্মী।

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী।

১লা মাঘ, ১৩২৭।

শিশির পাবলিশিং হাউস,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশক।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র মিশ্র,

শিশির পাবলিশিং হাউস্

কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট,

কলিকাতা।

প্রিণ্টার—আবদুল গফুর,

নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস

২৪২-১, অপার সারকিউলার রোড,

কলিকাতা।

# লক্ষ্মী।

[ ১ ]

বৈশাখ মাস—বেলা প্রায় চারিটার পর হইতেই হুগলী জেলার অন্তর্গত বকুনাহাটী গ্রামের উপরিভাগের আকাশের গায়ে একখানি একখানি করিয়া মেঘ আসিয়া জমা হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সন্ধ্যা হইবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ঝড় উঠিল। গ্রামের ছোট-বড় ছেলে মেয়েরা কোচড় ভরিয়া আম কুড়াইবার জন্য উচ্চ কলরব করিতে-করিতে দলে-দলে বাহির হইয়া গ্রামের বিভিন্ন আম-বাগানের উদ্দেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল।

মিত্তিরদের বার-তের বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট গোকুল এবং তাহারই সমবয়সী আরও জনকয়েক এপাড়া ওপাড়ার ছেলে-মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া যে বাগানটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার নাম বেল-বাগান। বাগানটির এরূপ নাম-করণ হওয়ার একটী বিশেষ কারণ আছে। এই বাগানের মধ্যে অনেক দিনের পুরাতন একটী বেলগাছ আছে। গাছটি কোন একটী শান্তশিষ্ট ব্রহ্মদৈত্যের বাসস্থান, এমনিই একটা জনশ্রুতি বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে।

বাগানে প্রবেশ করিয়া বালকেরা যে যাহার স্ ্যমত আম কুড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় সহসা,—সেই বেলগাছটির শাখা প্রশাখা ভেদ করিয়া যে জাম-গাছটি উঠিয়াছিল, তাহারই একটা ডাল যেমন 'মড়-মড়' শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল অমনি তাহারা প্রায় সকলেই—'বাবারে; ভূত্ রে' বলিয়া কোচড়ের আমের ভার ফেলিয়া দিতে-দিতে ছুটিয়া বাগান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহাদের ধাক্কা খাইয়া ও-পাড়ার সত্যচরণ সরকারের ভাগিনেয়ী আট বৎসরের লক্ষ্মী বাগানের সঙ্কীর্ণ পথের উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া গেল। সে কতক ভয়ে, কতক বা পড়িয়া যাওয়ার আঘাতে —"মাগো, মলুম গো" বলিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। ঘোষ-কৃষকের পুত্র সুরো ও গদাই, গোকুলের এই অনুচরদ্বয় এবং গোকুল নিজে তখনও লক্ষ্মীর পশ্চাতে ছিল। তাহাদের কেহই তখনও আমগুলি ফেলিয়া দেয় নাই বটে, কিন্তু বাহির হইয়া পড়িবার জন্য তাহারা তিন জনেই ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিছুদূর পশ্চাৎ হইতে লক্ষ্মীকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া গোকুল তাহার দিকে ছুটিয়া আসিয়া একহাতে লক্ষ্মীকে ধরিয়া উঠাইয়া দাঁড় করাইল; দেখিল যে, তাহার হাত পায়ের স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং ঠোট কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে। ইহা ভিন্ন, পথের ধারের কতকগুলি আগাছার 'খোঁচে' জড়াইয়া গিয়া তাহার অর্দ্ধমলিন ডুরে কাপড়খানিও খানিকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। দেখিয়া গোকুলের মনে ভারি মায়া হইল।

পায়ের হাঁটুতে একটু বেশী রকম আঘাত লাগায় লক্ষ্মীর উঠিয়া চলিবার শক্তি ছিল না। সেই জন্য গোকুল, জ্যেষ্ঠ গদাইকে তিন জনের আমের বোঝা লইতে আদেশ দিয়া, কনিষ্ঠ সুরোকে, লক্ষ্মীর একটী হাত ধরিতে

বলিয়া নিজে তাহার অ রে হাতখানি অতিশয় যত্নের সহিত ধরিয়া বাগান হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে সমবেদনা পরিপূর্ণ কণ্ঠে লক্ষ্মীকে প্রশ্ন করিল,—"খুব লেগেচে, নারে লক্ষ্মী?" লক্ষ্মী গুন্ গুন্ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে 'হাঁ' বলিল কি 'না' বলিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝা গেল না।

বাহিরে আসিয়া একটী পুষ্করিণীর ধারে গিয়া গোকুল নিজের কাপড় ভিজাইয়া অতি সন্তর্পণে লক্ষ্মীর ঠোঁটের রক্ত মুছিয়া দিতে লাগিল। ইহার পর তাহাকে লইয়া যখন তাহাদের বাড়ীর সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন, ঝড় থামিয়া গিয়াছে; সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার ধীরে-ধীরে ঘন হইয়া উঠিয়াছে;—পাখীরা গাছে-গাছে তাহাদের স্বাভাবিক সন্ধ্যা-স্তোত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। লক্ষ্মীর বিধবা মা সরস্বতী তখন মেয়ের আসা-পথ চাহিয়া সদর দরজায় বসিয়াছিলেন এবং বাড়ীর ভিতর দাওয়ায় বসিয়া সত্যবাবু গাঁজার কলিকায় আগুন ধরাইবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। এমনি সময়ে মেয়েকে ঐ অবস্থায় পাইয়া এবং গোকুলের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া সরস্বতী গোকুলকে শত সহস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সহসা ছর্-ছর্ করিয়া বৃষ্টি আসিয়া পড়িতেই সরস্বতী তাহা-দের চারজনকেই বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইলেন।

[ ২ ]

মিস্তিরদের এই গোকুল ছেলেটি ওপাড়ার বোস-গিন্নী মনোরমার পিত্রালয়ে কলিকাতায় থাকিয়া হেয়ার ইস্কুলে পড়ে। এ সম্বন্ধে যে একটু খানি পূর্ব্ব-ইতিহাস আছে তাহা এইখানেই বলিয়া লই।

অভাগী মা কুসুম আর তাহার একমাত্র পিসিমা নারায়ণী ভিন্ন সংসারে গোকুলের আর আপনার বলিতে কেহই নাই। গোকুল যখন এগার বছরের তখন তাহার পিতা পরাণ মিত্তির একটা সর্বনেশে মামলা-মকদ্দমার গ্রাস হইতে কোন গতিকে যে বাস্তু-ভিটাটুকু ও যৎসামান্য নাখরাজ জমিজমা অবশিষ্ট রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, তাহারই আয় হইতে, তাঁহার বিধবা ভগিনী ও তাঁহার অভাগী স্ত্রী যে কি করিয়া গোকুলকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিতেন, তাহা সেই অন্তর্য্যামীই জানেন।

স্বামীর চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিবার পর হইতে একটা ধারণা নারায়ণীর মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। ধারণাটি এই যে, লেখাপড়া না শিখিলে মানুষ 'মানুষ' হইতে পারে না; বিশেষতঃ, পুরুষ মানুষ যদি লিখিতে পড়িতে না শিখে, তাহা হইলে সে জীবনেও উন্নতি করিতে পারে না। এই জন্যই তিনি পাঁচ বৎসর পার হইতে না হইতেই গোকুলের হাতে খড়ি দিয়া নিজেই তাহার শিক্ষয়িত্রীর পদ অধিকার করিয়া দিন রাত্রি ছেলেকে লইয়া এক প্রকার মত্ত হইয়া ছিলেন।

এই ভাবে গোকুলের যখন শিক্ষা চলিতেছিল, তখন নারায়ণী আশ্চর্য্য হইয়া প্রায়ই ভাবিতেন, যে—বিদ্যা অর্জ্জন করিতে তাঁহাকে অত বড় বয়সেও কত বৎসর ধরিয়া কত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, এই দুধের বাছা এত অল্প দিনের মধ্যেই তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলিল কেমন করিয়া!

তারপর গোকুল যখন লেখাপড়া হিসাবে পিসিমাকে ঠকাইতে সুরু করিয়া দিল, তখন বিধবার আনন্দ ও গর্ব্বের অবধি রহিল না।

এদিকে গোকুল ভাবিল শিক্ষা-বিষয়ে সে কৃতকার্য্য হইয়াছে। আর

তাহাকে উপরের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া পিসিমার সুমুখে বসিয়া পড়া করিতে হইবে না; কেন না, মুখস্থ করিবার মত সংসারে তাহার আর কিছুই বাকী নাই। কিন্তু যেদিন দেখিল ও-পাড়ার পাঠশালার অবিনাশ পণ্ডিত তাহাদের বাড়ী আনাগোনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেদিন তাহার ভুল ভাঙ্গিল। যাহা হউক, পরে পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়া প্রথম-প্রথম সে সব ছেলের অপেক্ষা ভাল পড়া বলিতে পারিত বলিয়া বৃদ্ধ গুরুমহাশয় প্রায়ই বাড়ী ফিরিবার পথে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া গোকুলের পিসিমার 'কাছ' হইয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে গোকুলের প্রশংসা শুনিয়া-শুনিয়া নারায়ণীর আনন্দ-চঞ্চল চিত্ত বার-বার বলিয়া উঠিত যে, আরও ত কত লোকের কত ছেলে রহিয়াছে, কিন্তু কৈ, তাঁহার গোকুলের মত পড়া বলিতে আর ত কেউ পারে না!

সংসারে অত্যধিক গর্ব্বেরও যে পরিতাপ আছে, জানিনা বিধবা কেন তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কেন না, আর একটী বৎসর যাইতে না যাইতেই, অর্থাৎ গোকুল শত্রুর মুখে ছাই দিয়া আপদ্ বালাইয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া দশ পার হইয়া এগার বৎসরে পা দিয়াই পিতৃহীন হইল।

এই সময়, দাদা মরিলেন সে জন্য ত বটেই, তা ছাড়া আরও একটী বিশেষ কারণের জন্য নারায়ণীর মাথার উপর যেন বজ্রাঘাত হইল। কারণটী, ছেলের পড়াশুনার একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া। অবিনাশ পণ্ডিতের পাঠশালায় ছেলের আর অধিক শিক্ষালাভের সম্ভাবনা না থাকায় এবং বকনাহাটী হইতে দু'তিনখানি গ্রামের মধ্যেও অন্য কোন ভাল স্কুল না থাকায় নারায়ণী কিছু দিন হইতে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শেষটা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেক দিন ধরিয়া মনের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া এই স্থির করিয়াছিলেন যে, দাদাকে ধরিয়া কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় ছেলেকে পাঠাইয়া দিবেন; খাওয়া পরা ও পড়ার খরচ পাঠাইবেন, শুধু ছেলে তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিবে এবং স্কুলের ছুটী হইলে বাড়ী আসিবে। আবেদনটী দাদার নিকট 'করিব-করিব' করিয়াও করা হইল না—দাদা গত হইলেন। কাজেই নারায়ণী যেন অকুল পাথারে পড়িয়া গেলেন।

আর একটা কথা। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে পরাণ মিত্তিরের যে মকদ্দমা চলিতেছিল, তিনি তাহা গরিব মানুষের উপর অত্যাচার হওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া নিস্বার্থ ভাবেই চালাইতেছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে এম্‌নিই আরও অনেক গুণ থাকায়, এই বক্‌নাহাটী গ্রামে এমন লোক খুব কমই ছিল, যাহারা মনে-মনে পরাণ মিত্তিরের প্রশংসা না করিত। বিশেষতঃ তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার অতিশয় দূর সম্পর্কীয়া ও-পাড়ার বোস্‌-গিন্নী মনোরমা যখনি নারায়ণীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তখনি তাঁহার কাছে বলিতেন,— "তুমি যাই বল দিদি, পরাণ দাদা যা' কিছু ক'রেচেন, তা' পরের জন্যেই ক'রেচেন—পরের দায়ে মাথা পেতে দাঁড়াতে ওঁর জোড়া আমি জীবনে দেখিনি;—আমাদের ওঁয়ার জন্যেই কি কম ক'রেচেন—" ইত্যাদি।

এই জন্যই মনোরমা যেদিন নিজের ছোট ভাই রেবতী মোহনকে ডাকিয়া আনিয়া পিতৃহীন গোকুলকে কলিকাতায় আপনার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন, এবং তাহার কিছুদিন পরেই শুনা গেল যে, তাঁহার মেজ ভাই বিনয় বাবু হেয়ার স্কুলের মধ্যম শিক্ষক মহাশয় গোকুলকে

নিজেদের স্কুলেই ভর্ত্তি করিয়া লইয়াছেন, সেদিন সংবাদটা গ্রামের লোকের পক্ষে ততটা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল না।

তখন হইতেই গোকুল আজ প্রায় দুই বৎসর হইল, কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছে। নারায়ণী একবার তাহার খাওয়া ও পড়ার খরচ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বোস্-গিন্নী সে কথার বিরুদ্ধে এম্‌নিই সব বলিয়াছিলেন যাহার উপর তিনি আর কোন কথা বলিতে পারেন নাই।

[ ৩ ]

চার বৎসর পরের কথা বলিতেছি।

এই চারি বৎসরের ভিতর গোকুল ও লক্ষ্মীর মধ্যে অতিশয় হৃদ্যতা জন্মিয়াছে। তাহারা যে দুই মায়ের পেটের, এ কথা গ্রামের লোক অনেকটা বিস্মৃত হইয়াছে বলিলেই হয়। তবে ইদানীং কিছুদিন হইতে লক্ষ্মী ও গোকুলকে বড় একটা এক সঙ্গে থাকিতে দেখা যাইত না। আর তাহার কারণ, গোকুল আজকাল বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া অনেক সময় নিজের লেখা পড়া লইয়া থাকিতেই ভালবাসে। আর লক্ষ্মী? সেও ওদিকে বয়সে ও বুদ্ধিতে অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। তবে তাহাকে দেখিলে মনে হয় না যে, আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসে সে তের বৎসরে পদার্পণ করিবে। খেলা সে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ত্যাগ করিয়াছিল, এবং বসিয়া সময় কাটেনা দেখিয়া বুদ্ধি করিয়া বই শ্লেট লইয়া মামার কাছে নিয়মিত পড়িতে বসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং সেও আজকাল তাহার 'গোকুল দা'র সঙ্গে দেখা-শুনা করিবার জন্য বড়

একটা চেষ্টা চরিত্র করে না। এ সকল কারণ ব্যতীত পূর্ব্বের মত বেশী মেশামেশি না হওয়াটার আরও একটী সূক্ষ্ম কারণ এই ঘটিয়াছে যে, কিছু দিন হইতে লক্ষ্মী তাহার গোকুল দা'কে দেখিয়া মনের মধ্যে কেমন যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করিতে শিখিয়াছে।

এ বৎসর দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে বাৎসরিক পরীক্ষা দিয়া আজ প্রায় আট দশ দিন হইল গোকুল বাড়ী আসিয়াছে। ইহার মধ্যে একটি বারও সে লক্ষ্মীদের বাড়ী আসে নাই। জানি না ইহার জন্য লক্ষ্মী তাহার উপর কোনরূপ রাগ-অভিমান করিয়াছে কি না; সে কিন্তু মায়ের পালা-জ্বরের দোহাই দিয়া লোকের মুখেও নিজে যাচিয়া গোকুলের কোন সংবাদ লয় নাই। আর তাহা লইবেই বা কেমন করিয়া? সে যে আজ প্রায় দুই তিন মাস হইতে নিজেদের সংসার লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। বাসন মাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দু'বেলা ভাত রাঁধিয়া মামার পাতে বাড়িয়া দেওয়া, সাগু করিয়া মাকে খাওয়ান ইত্যাদি তাহার নিত্যকর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে বলিলেই হয়। তবে ঈশ্বরের কৃপায় একটানা পাঁচ ছ'দিনের বেশী তাহাকে এ সব করিতে হয় না। মা একটু সারিয়া উঠিলেই মেয়ে আবার দিন কতকের জন্য ছুটী পায়। অর্থাৎ কিছুদিন হইতে সরস্বতীর কি এক প্রকার জ্বর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কোন' মাসে একবার কোন' মাসে বা দু'তিন বারও হইয়া থাকে।

আজ ভাত খাইয়া দাদা বাহির হইয়া যাইবার পর বেলা প্রায় এগারটার সময় সরস্বতী ডাকিলেন,—"ওমা লক্ষ্মী—এ দিকে একবার আয় ত মা।"

মেয়ে রান্না-ঘর হইতে বলিল,—"কেন মা, যাই। এই সাবুটা ঢেলে রেখে যাচ্ছি।"

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—"কি বল্‌ছ মা—সাবু আন্‌বো ?"

"না মা, তুই এখানে এসে বোস্‌।"

"ব'স্‌বো কি মা, আমার যে এখন কাজ রয়েছে" বলিতে-বলিতে মায়ের মাথার কাছে বসিয়া পড়িয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

শীতকাল—ঘরের জানালা খোলা ছিল। রৌদ্র আসিয়া রোগিনীর গায়ে মাথায় পড়িতেছিল। সরস্বতী বলিলেন,—"হ্যাঁরে—গোকুল নাকি এসেচে ?"

"হ্যাঁ—শুন্‌চি তো।"

"তা কৈ—আমাদের বাড়ী এল'না যে !"

"কি জানি কেন এল না।"

ঠিক্‌ এই সময় গোকুল উঠান হইতে ডাকিল—"ও লক্ষ্মী—কোথারে তুই ?"

সরস্বতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে-করিতে বলিলেন,—"এস' বাবা এস'—আমি এই এতক্ষণ তোমার কথাই ব'ল্‌ছিলুম গোকুল—বলি, আজ ক'দিন হ'ল বাড়ী এসেচে, এখন' এল না কেন—তবে বুঝি তা'র মাসি-মাকে ভুলে গেল—"

গোকুল হাসিতে-হাসিতে দাওয়ায় উঠিয়া বলিল—"সে কি কথা মাসি-মা—ওকি ! তোমার জ্বর হ'য়েছে বুঝি ?"

"হ্যাঁ বাছা—জ্বরের আর কি বল—এমন ক'রে আর পারিনে।"

"তা' জ্বরের ওপরেই কষ্ট ক'রে রাঁধ্‌তে হ'চ্ছে ত ?"

"না মাণিক ; তা' হ'লে কি বাঁচতুম এতদিন—দুর্ব্বলে উঠ্‌তেই পারিনে তা' রাঁধ্‌বো—"

"তবে যে উনুনে আগুন রয়েচে দেখ্‌লুম।"

"আমার অসুখ হ'লে লক্ষ্মীই রাঁধাবাড়া সব করে কিনা বাবা। ও ছিল ব'লেই এখনও বেঁচে রয়িচি বাছা, নৈলে এতদিন কবে ম'রে যেতুম।"

"ও—তুই রাঁধিস্ বুঝি লক্ষ্মী?—তাই বুঝি চুপ করে রয়েচিস্?—দেখ দেখ মাসিমা, লজ্জা দেখ—তা' এ তো ভাল কাজ, এতে আর লজ্জা কি?"

লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ, লজ্জা কর্‌চে!"

"করিস্ নি—দেখো দেখো মাসিমা, ওর মুখ দেখো—"

মাসিমা কোন জবাব করিলেন না। কেবল একটু হাসিলেন। ইহার পর দু'একটা বাজে কথা কহিয়া গোকুল বলিল—"মাসি মা, একবার উঠে বস' না।"

সরস্বতী বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"থাক্ বাবা, আমাকে আর প্রণাম ক'রতে হবে না—বেঁচে থাক' সুখে থাক,' সোণার দোত কলম হোক্" ইত্যাদি আরও অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন। লক্ষ্মী ইতিপূর্ব্বেই গোকুলকে পাশ কাটাইয়া রান্না-ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছিল।

গোকুল সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া বাটির বাহির হইতে-হইতে দেখিল যে, লক্ষ্মী পাকা গিন্নীর মত রান্না-ঘরে বসিয়া জলন্ত উনানে কড়াটা চাপাইয়া দিয়া সাগু ঢালাঢালি করিতেছে। দেখিয়াই হাসিয়া বলিল—"বারে লক্ষ্মী—বেশ ত গিন্নী হয়েচিস্‌রে।"

লক্ষ্মী চোখের উপর হইতে চুলগুলি সরাইয়া দিয়া তাহারই মত ছেলে মানুষি করিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল,—"আর তুমি?" ভাবটা এই যে,

সেও বুঝি আর মোটা কোর্ট-জামা পরিয়া জুতা পরিয়া হোম্‌রা চোম্‌রা বাবুর মত হয় নাই?

গোকুল হাসিতে-হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

[ ৪ ]

বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল, তাহাও বটে, তা' ভিন্ন, এণ্ট্রান্সের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে বলিয়া আগামী বৎসর কোনও ছুটীতেই তাহার আর বাড়ী আসিবার বিশেষ সুবিধা হইবে না ভাবিয়া গোকুল এবার কিছুদিন থাকিয়া যাইবার মানস করিল।

উপরি উক্ত ঘটনার মাসখানেক পরে একদিন দুপুর বেলা আহারাদির পর নারায়ণী ও কুসুম উভয়েই নীচের কাজ সারিয়া উপরে গিয়া বসিয়াছিলেন। আর গোকুল নীচেকার তাহার সেই পড়িবার ছোট ঘরটির মধ্যে বসিয়া আপন-মনে গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতেছিল;—

"আর কবে দেখা দিবি মা
( ওমা ) হররমা—"

এমন সময় হঠাৎ লক্ষ্মী আসিয়া দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল। গোকুল উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"কিরে, কার সঙ্গে এলি?"

"মা আর আমাদের পাড়ার সেই দিদিমার সঙ্গে—"

'কেন এসেচেরে?"

"জানিনে;—ওটা কি গোকুল-দা—ওযে তুমি, বা-রে-বা! দেখিনা-দেখিনা, পাড়না—"

"ওটা আমার ফটো" এই বলিয়া সে দেওয়াল হইতে খুলিল। "ফটো কি?" বলিয়া লক্ষ্মী হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। তারপর ফটো যে কি, তাহা শুনিয়া তাহাতে খুঁৎ বাহির করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু যখন দেখিল, বাম-চক্ষুর উপরকার সেই পড়িয়া গিয়া কাটিয়া যাওয়ার দাগটী পর্য্যন্ত তাহাতে স্পষ্ট উঠিয়াছে, তখন হার মানিয়া বলিল—"তাইত বটে,—বেশ ত।"

গোকুল ফটোটী যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া পুনরায় কহিল—"কেন এসেচেরে মাসি-মা?"

"ব'ল্‌তে পারব তো—জানিনে।" এই বলিয়া কেন আসিয়াছে ভাবিতেই লজ্জায় লক্ষ্মীর মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল।

গোকুল বলিল,—"আমি জানি।"

অনিচ্ছা সত্বেও লক্ষ্মী বলিয়া ফেলিল,—"কি?"

গোকুল সহজ কণ্ঠে বলিয়া দিল,—"তোর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে বলে।"

লক্ষ্মীর মুখ চোখ আরক্ত হইয়া উঠিল। বলিল "যাঃ!"

গোকুল এখন ১৭।১৮ বৎসরের শিক্ষিত যুবক হইলে কি হয়, তাহার স্বভাবটি কিন্তু এখনও অনেকটা ছেলে মানুষের মতই আছে। এবং সময় সময় সে যাহা করিয়া বসে, বোধ করি অনেক ছেলে মানুষেও তাহা করিতে লজ্জা পায়। তাই এখন সে বেশ সহজ কণ্ঠে বলিল—"সত্যি সত্যি ব'লচি—তুই দেখিস্; মাতে আর পিসি-মাতে বলাবলি ক'চ্ছিল, আমি শুনিচি। তাই তো তোর মা আমাদের বাড়ী এসেচে;—তা' হ'লে বেশ হবে কিন্তু, না লক্ষ্মী?"

লক্ষ্মী এবারেও আরও অধিকতর বিরক্তির কণ্ঠে "যাও:" বলিয়া চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া গোকুল আরও জিদের সহিত বলিল,—"আচ্ছা তুই কি বলতে চাস্, বেশ হবে না—ওকি না, তোকে বলতেই হ'বে" বলিয়া সরিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল।

লক্ষ্মী মহামুস্কিলে পড়িল। এ 'পাগলের' কথায় সে কি উত্তর দিবে? কিন্তু উপায়ন্তরও নাই দেখিয়া লজ্জায় মাথা খাইয়া কহিল,—হাঁ—হাঁ যাও—"

গোকুল খুসি হইয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিল,—"তবেরে দুষ্টু—এতক্ষণ 'না' বলছিলি; আচ্ছা লক্ষ্মী তুই আমার বউ হবি তো?"

কথাটি গোকুলের মুখ দিয়া বাহির হইতেই লক্ষ্মীর বুকের ভিতর কি যেন দুলিয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন সমস্ত শরীরের রক্ত তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সে তাড়াতাড় গোকুলের দৃষ্টি হইতে মুখখানি ফিরাইয়া লইল। দেখিয়া গোকুলের চমক ভাঙ্গিয়া গেল,—তাই তো, এসব কথায় যে লজ্জা করিতে হয়; সে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"যা লক্ষ্মী যা—তুই আমার ঘর থেকে পালা—আমরা যে এখন বড় হ'য়েছি—ছিঃ তুই কিরে—"

লক্ষ্মীর একবার ইচ্ছা হইল, তাহার সম্মুখ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়; অথচ, কে যেন তাহাকে ঐরূপ আড়ষ্ট ভাবেই মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেই বাধ্য করিল।

ইহাতে গোকুল অতিশয় অস্বস্তি অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিল,—"কৈরে, এখনও দাঁড়িয়ে রইলি যে—যা ব'লচি শীগ্‌গির—"

লক্ষ্মী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

. দিন পাঁচ ছয় পরে, এক বৎসরেরও অধিক কালের জন্য কলিকাতায় রওনা হইবার পূর্ব্ব-দিন বৈকালে গোকুল আপনার ভাবী শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর আশীর্ব্বাদ লইবার জন্য লক্ষ্মীদের বাড়ী আসিল। লক্ষ্মী কিন্তু দূর হইতে তাহাকে প্রণাম করিয়াই সরিয়া মার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল।—একটীও কথা বলিল না। ইহাতে গোকুল হাসিয়া উঠিয়া সরস্বতীকে সাক্ষী মানিয়া বলিল,—"আচ্ছা মাসি-মা, লক্ষ্মীটা কি ছেলে মানুষ বল তো—আমাকে দেখে লজ্জা করে।"

সরস্বতী এক মুখ হাসিয়া বলিলেন,—"তা তো করবেই বাবা—ভগবান্ করুন, তুমি আমার ভালয়-ভালয় পাশ দিয়ে এস'—ও যে তোমার মায়ের ঘরের বউ হ'বে বাবা;—তোমার পিসিমার সঙ্গে সেদিন একথা একেবারে পাকা হ'য়ে গেছে বল্লেই হয়।"

[ ৫ ]

কথাটি সত্য। যেমন করিয়াই হউক সম্বন্ধটী কিন্তু অনেকটা পাকাপাকিই হইয়াছিল। নারায়ণীর মনের মধ্যে কুল করিবার বাসনা থাকা সত্বেও কেন যে তিনি এই নিঃস্ব ঘরের মৌলিকের মেয়েকেই ঘরে আনিতে রাজী হইয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন।

সে যাহা হউক, কল্পনার চক্ষে লক্ষ্মীর ভবিষ্যত জীবনের সুখশান্তিপূর্ণ দিনগুলি যে কতই উজ্জ্বল, তাহাই নিরীক্ষণ করিয়া সরস্বতীর হৃদয়ে যে আনন্দের উদয় হইত, তাহা সত্যই অবাক্য। তবে যতদিন চার-হাত-এক-করিতে না পারিতেছেন, ততদিন তিনি কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। কি জানি, তাঁহার কপাল যে ভাঙা!"

আজ ছয় মাস হইল গোকুল কলিকাতায় গিয়াছে; এই ছয়মাস কাল সরস্বতী যে কি করিয়া কাটাইয়াছেন, তাহা তাঁহার অন্তরে যিনি আছেন তিনিই জানেন।—দিন যেন আর কাটে না!—কবে বৎসর ঘুরিবে, কবে তিনি শুনিবেন—গোকুল পাশ দিয়া বাড়ী ফিরিতেছে!

জানিনা বিধবাকে ঐভাবে দিন শুনিতে দেখিয়া তাঁহার ভাগ্য-বিধাতা মুখটিপিয়া হাসিতেছিলেন কি না; কেননা যে আশাটি এতদিন বিধবার মনের মধ্যে ধীরে-ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাই একদিন সহসা খান্-খান্ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

একদিন দুপুর বেলা নারায়ণী তাঁহাদের বাড়ী আসিয়া যে ভাবে যে-সব কথাগুলি বলিয়া গেলেন, তাহাতে বিধবা বুঝিলেন, এ দোষ কাহারও নয়—দোষ তাঁহার ভাগ্যের। তিনি কাহারও প্রতি একটুকু রাগ অভি-মান করিলেন না; কেবল একটীবার অস্ফুটে বলিয়া উঠিলেন—"এই যদি তোমার মনে ছিল ঠাকুর, তবে আশা কেন দিয়েছিলে প্রভু?"

সত্যই নারায়ণীর নিজের কোন দোষ ছিল না। সংসারে কৃতজ্ঞতার মুখ চাহিয়া কাহারও হৃদয়ে ব্যথা দিতে বাধ্য হওয়ায় যদি কোন দোষ থাকে, তবে, একমাত্র তাহাই হইয়াছিল নারায়ণীর দোষ। ইহা ভিন্ন, এ কথাটিও ভুলিলে চলিবে না যে, নারায়ণী মানবী ভিন্ন দেবী নহেন।

কথাটী খুলিয়া বলি।

ও পাড়ার বোস-গিন্নি মনোরমার মধ্যম ভ্রাতা বিনয় চন্দ্র ঘোষ মহাশয় অনেক দিন হইতে আপনার কনিষ্ঠা কন্যা অমিয়া সুন্দরীর জন্য একটী সৎপাত্রের সন্ধান করিয়া রাখিয়াছিলেন। কথা ছিল, এই বৎসর সে ছেলে এফ্, এ-পাশ করিলেই শুভ বিবাহ, কার্য্য সম্পন্ন হইবে। আজ

মাস দুই হইল, সহসা তিন দিনের জ্বরে সে-ছেলে মারা গিয়াছে। এমন সৎচরিত্র সুপাত্র হাত-ছাড়া হইয়া যাওয়ায় প্রথমটা বিনয়বাবু অস্থির হইয়া পড়িলেন। তারপর আর একটী সৎপাত্রের জন্য অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তেমন মনের মতন আর পাওয়া গেল না। তখন একদিন—বোধ করি সরস্বতীর ভাগ্য-দোষেই এমন অসম্ভবও সম্ভব হইল—তিনি মনে মনে গোকুলকেই মনোনীত করিলেন। তারপর একদিন কন্যা লইয়া তিনি স্বয়ং বকুনাহাটীতে আসিয়া ভগিনী মনোরমার সাহায্যে নারায়ণীকে ধরিয়া বসিলেন।

নারায়ণী অস্বীকার করিতে পারিলেন না; আর তাহা করিবার কোন সঙ্গত কারণও খুঁজিয়া পাইলেন না। এবং সত্য কথা বলিতে হইলে, ইহাও বলিতে হইবে যে, পাইলেও অস্বীকার করিতেন কি না সন্দেহ। কেন না, মেয়ে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন—মানুষের মেয়ের এত রূপ হয় নাকি? তারপর বংশ ও অবস্থা; তা' সে আর নূতন করিয়া খবর লইবেন কি? ইহার পর দেনা-পাওনার কথা;—অধর মিস্ত্রির বংশে ছেলের বিবাহে কেহ কখনও পণ লয়েন নাই, তাই গোকুলের বিবাহেও তাহা গ্রহণ করা হইবে না। তা' না হোক্, কিন্তু বিনয়বাবু যে-সকল গহনাদির নাম করিলেন, তা' সে বড় অল্প টাকার খবর নয়!

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নারায়ণীর মনে হইল, তিনি হয় ত স্বপ্ন দেখিতেছেন—ইহাও কি সম্ভব?—তাঁহাদের নিজেদের অবস্থার কথা না হয় না-ই ধরিলেন, কেন না, কথায় বলে, বিজ্ঞ লোকে ছেলে দেখিয়া গাছ তলায়ও মেয়ে দিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের গোকুলই বা এমন

কি, যাহার জন্য তিনি এমন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন? সুতরাং ইহার পর তিনি যে কেবল রাজি হইলেন তাহা নহে, তাঁহাদের দুই বিধবার ভাগ্য নিতান্ত সুপ্রসন্ন বলিয়াই যে, এমন অসম্ভবও সম্ভব হইল, এ কথাটাও বারংবার উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না। তবে এই সময় অভাগী সরস্বতীকে মনে পড়ায় তাঁহার দুই চক্ষু ছল্-ছল্ করিয়া উঠিল। তিনি মনে-মনে বলিলেন—"না' বলি কেমন ক'রে—গোকুলের যা' কিছু হ'য়েছে, এঁরাই ত তার গোড়া।"

* * * *

বহুদিন হইতে গোঁদলপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত মদন মোহন রায় হালদার আপনার গ্রামের কাছাকাছি একটা ভাল স্কুলের অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। এতদিন কেন যে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই তাহা বলা সুকঠিন। আজ প্রায় তিন মাস হইল বক্না-হাটার পূর্ব্ব-দিকের শেষ সীমায়, পাশাপাশি তিন চারি খানি গ্রামের মাঝামাঝি যে-মাঠটা পড়িয়াছিল তাহারি উপর বেশ একটা লম্বা-চওড়া পাকা বাড়ী আপনার মাথাঝাড়া দিয়া উঠিবার আশ্বাস দিয়াছে। এই স্কুল-বাড়ী তৈয়ারী হওয়ার সঙ্গে সত্যবাবুর বিশেষ একটু সম্বন্ধ আছে। গাঁজাখোর হইলেও তিনি খুব বিশ্বাসী লোক ছিলেন। সেই জন্য সুশিক্ষিত জমিদার মদনবাবু ছোট সরকার হইলেও তাঁহাকেই ইট-কাঠের হিসাব রাখার বড় সরকারের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি প্রতি-দিন বেলা দশটায় যাইয়া সন্ধ্যার প্রারম্ভে বাড়ী ফিরিতেন।

সেদিনও সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়া সংবাদ শুনিয়া তাঁহার মনের অবস্থা ঠিক্ কিরূপ হইয়াছিল জানিনা,—বাহির দিক হইতে তাঁহাকে

কিন্তু এতটুকুও বিষণ্ণ হইতে দেখা যায় নাই। তিনি বরং বলিয়াছিলেন—"তার জন্তে আর কান্না কাটি কেন দিদি—তের বছর?—তা' হ'লেই বা, আমি একমাসের মধ্যেই ওর চেয়ে ভাল পাত্রের যোগাড় কর্‌বো—তুই কাঁদিস্‌নে বোন্‌—ওতে যে আমি বিরক্ত হই তা' ত' জানিস্?"

সরস্বতী নিজেও বুঝিয়াছিলেন—মিছামিছি কাঁদিলে আর কি হইবে। কিন্তু তথাপি তাঁহার মন যে থাকিয়া-থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল—কোন উপদেশই সে মানিতে চাহিতেছিল না। মেয়ে যে এত বড় হইয়াছে, গোকুলের আশায়-আশায় থাকিয়া জননী যেন এতদিন তাহা দেখিয়াও দেখেন নাই; আজ তাহাকে হঠাৎ এতটা বাড়িয়া উঠিতে দেখিয়া তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইয়াছে। তিনি কাঁদিতে-কাঁদিতে অগ্রসর হইয়া দুই হাতে দাদার হাত দু'টী চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"কি করবো দাদা, যতদিন আর একটী ভাল ছেলের যোগাড় না হচ্ছে ততদিন আমি যে আর——"

সত্যবাবু বাধা দিয়া ক্লান্ত স্বরে বলিলেন—"আচ্ছা ভাই, তুই এখন একটু থাম্।"

লক্ষ্মী সকলি শুনিয়াছিল ও সকলি বুঝিয়াছিল; তাহার মনের অবস্থার কথা আর বলিব না—বলিলেও হয় ত' ঠিক করিয়া বলা হইবে না। সে মাকে থামাইবার জন্য অনেকক্ষণ হইতে চেষ্টা করিতেছিল, কোনই ফল হয় নাই। মায়ের এই কাটা পাঁঠার মত ছট্‌ফটানি দেখিয়া-দেখিয়া বড় একটা লজ্জা-সরমও তাহার তখন ছিল না। মামার কথা শুনিয়া মায়ের উপর রাগ করিয়া বলিল—"হ্যাঁ থাম্‌বে, থাম্‌বার

জন্যে ওর দায় প'ড়েচে ;—এবার একবার, অসুখে প'ড়লে হয়—আমি কিছু করতে পারবো না, তা' ব'লে রাখ্‌চি—"

সরস্বতী উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—"অসুখ কেন মা, বল্‌, এখুনি আমার মরণ হোক—আমার সকল যন্ত্রণা জুড়িয়ে যাক্‌—" কণ্ঠস্বর নামাইয়া আনিয়া কতকটা কথা কহিবার মত বলিলেন—"আর তা না হয় ত তুই যমের বাড়ী যা' মা,—আমি নিশ্চিন্ত হই।"

এই কথায় মেয়ে, জননীর হৃদয়ের ভিতর দিকটা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া কাপড়ে মুখ ঢাকিল।

* * * *

'একমাস' ও গোকুলের অপেক্ষা ভাল পাত্র ত দূরের কথা আজ প্রায় তিন মাস হইতে চলিল, তথাপি যাহা হউক একটা কাঁনা-খোঁড়া পাত্রেরও যোগাড় হইল না। ইতি পূর্ব্বে যাহা দু'একটী জুটিয়াছিল, তাহাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাজেই সত্যবাবু ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলেন। দাদার এইরূপ নিরাশ ভাব ভগিনীর হৃদয়ে যে কি ভাবে প্রবেশ করিতে লাগিল, সে কথা আর না-ই বা বলিলাম।

তারপর একদিন হঠাৎ তিনি এমনি একটা ভীতিকর প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, যাহা শুনিয়া সরস্বতী বোধ করি বা আপনার অদৃষ্ট বিধাতাকে জীবনের শেষ প্রার্থনা জানাইয়া মনে-মনে বলিলেন—"দেখো প্রভু, আজ যেন আর দাদাকে নিরাশ ক'রোনা ঠাকুর। কাঁনা হোক্‌ খোঁড়া হোক্‌ আর যেমনই হোক্‌, কিন্তু পাওয়া যেন যায়—"

বিধবার এই মর্ম্মান্তিক করুণ প্রার্থনা বিধাতা বোধ করি কাণ পাতিয়া শুনিলেন। তিন ঘণ্টার মধ্যেই দাদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে,

পাত্র জুটিয়াছে, এবং তাহার সম্বন্ধে মাত্র একটী কথা বাদ দিলে, বোধ করি এমন সুযোগ সব সময় সকলের ভাগ্যে জুটে না। খাওয়া পরার জন্য লক্ষ্মীকে তো একটী দিনের জন্যও ভাবিতে হইবে না—খাশুড়ী ননদের গঞ্জনার সহিত লক্ষ্মীর পরিচয়ও হইবে না, ইত্যাদি আরও যে কত কি হইবে না, সে বিষয় নিশ্চিন্ত করিয়া তিনি যখন জানাইলেন যে, ও-পাড়ার শরৎ ঘোষ-ই জামাই হইবেন, তখন এ কি হইল?—সরস্বতী যে বলিয়াছিলেন, যাহা হয় একটি জুটাইয়া দাও দেবতা, সে কথা প্রায় বিস্মৃত হইয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে সুরু করিয়া দিলেন। দাদা অস্থির হইয়া বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"না দিদি, এতে আর অমত করিস্‌নে সরো—যা' হ'য়েছে ভালই হ'য়েছে; বরং ভেবে দেখ্, এও যদি না জুটতো, তা হ'লে, আর কি তোরা আমার মুখ দেখ্‌তে পেতিস্ বোন্? কি কর্‌বো দিদি, একে মেয়ে বেড়ে উঠেচে, তা'তে আবার পাড়ার পাঁচ ব্যাটা জুটে শত্রুতা কর্‌চে—বুঝিস্ তো সব। তা'ছাড়া অনেকেই তো এমন দেয়, না আমরাই কেবল আজ নতুন দিচ্চি বোন্?" ইত্যাদি আরো অনেক সান্ত্বনার বাক্য শুনিয়া-শুনিয়া এবং নিজেও সমস্ত বুঝিয়া সরস্বতী চুপ করিলেন। তারপর মুখ তুলিয়া দেখিলেন, দাদার চোখেও দু'ফোঁটা জল টল্-টল্ করিতেছে।

] ৬ ]

ছেলেদের আন্তরিক ধন্যবাদ লইয়া আবিনাশ পণ্ডিত আজ বৈকালে একটু সকাল-সকাল পাঠশালা বন্ধ করিলেন। তারপর অনেকটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া লক্ষ্মীদের উঠানে পা দিয়াই ডাকিলেন—"লক্ষ্মীর মা কোথায় গো!" লক্ষ্মীকে রান্না-ঘর হইতে বাহির হইতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন

—"এইযে লক্ষ্মী—বা'রে, তুই এত বড় হ'য়েচিস্—তোর মা কোথায় রে,—মামা বুঝি বেরিয়েচে ?"

লক্ষ্মী দাদা-ঠাকুরের পায়ে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া—"হাঁা, মামাবাবু বেরিয়েচে ; মা ঘাটে গেছে, এখুনি আসবে—বলিতে-বলিতে ঘরে ঢুকিয়া একটী পিঁড়া আনিয়া দাওয়ার উপর পাতিয়া দিল। তিনি আসন গ্রহণ করিতে-করিতে কতকটা আপন মনে বলিলেন—"তা' মানাবে ভাল—আমাদের শরৎ বাবুকে দেখতে এখনো অমন আঁট্-সাঁট্ হ'লে কি হ'বে—বয়েসটা নেহাত কম নয় কিনা—তিরিশের কম তো কথন-ই—এই যে, আমি তোমার জন্তেই—থাক্-থাক্ জয়স্তু কল্যাণ হোক্—তারপর লক্ষ্মীর মা—সত্যচরণের তো খুব ই মত দেখলুম, তুমি কি বল ?"

"আমার আর বলাবলি কি বাবাঠাকুর--যা'র সঙ্গে যা'র হ'বার আছে সে তো মানুষে কেউ রদ্ করতে পারবে না—নৈলে অমন কথা ভেঙ্গে যাবে কেন ?"

"কা'দের কথা ব'লছ—হরিপুরের গোষ্ট——"

"না-না, এই মিত্তিরদের কথা ব'লচি, ব'লি—"

"ও—গোকুলের কথা ব'লচ ?—তা' দেখো লক্ষ্মীর মা, বললে তুমি হয় ত রাগ ক'রবে বাছা,—আমি তো বলি, তার চেয়ে এ তোমাদের ঢের ভাল হ'ল। ওদের আর কি আছে বল'—ঐ বাড়ী খানি, তা' সে তো নামেই দোতোলা, তারপর ঐ কোঁটা দুই জমি, আর দু'চার ঘর প্রজা ; এই তো ? কিন্তু শরৎ ঘোষ পাটের দালালি করে কি কম টাকাটা জমিয়েচে গা ? তা হ'বেই যে, খরচ তো বড় একটা ছিল না কি না ; তবে হাঁ, লোকের নামে মিথ্যে কথাও ব'লতে নেই বাছা ;—

খরচ-খরচা নেই ব'লছি বটে, কিন্তু বাজে খরচাই ও কি কম ক'রেচে—এই ধরনা কেন, বছর-বছর মা-বাপের বাৎসরিক শ্রাদ্ধে গ্রাম শুদ্ধ লোককে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়ান, জানতো সব ? এছাড়া ফি-রবিবারে আধ-মোণ ক'রে চা'ল গরিব দুঃখিদের দেওয়া , এসব কি সোজা কথা ? একটা বড় জমিদারে যা' না পারে—তবে আর ব'লছি কেন, যে, এত খরচ-খরচা ক'রেও ওর কি কোনও দিন অভাব আছে—মা লক্ষ্মী যেন ওর ঘরে বাঁধা হ'য়ে র'য়েচেন।" একটানা এতগুলি কথা বলা আজ তাঁহার নূতন নয় ; বিশেষ আবশ্যক হইলে তিনি অক্লেশে আরও পনের মিনিট ঠিক এম্‌নি ভাবেই বকিয়া যাইতে পারেন। তাই মাত্র একটী ছোট নিশ্বাসেই এতগুলি কথা বলার ক্লেশটা উড়াইয়া দিলেন।

লক্ষ্মী এতক্ষণ চুপ করিয়া একধারে বসিয়াছিল ; ইতিপূর্ব্বে একবার তাহার উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল বটে কিন্তু দাদা ঠাকুরের কথা গুলির মধ্যে যে অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাহাই তাহাকে বসিয়া থাকিতে বাধ্য করিয়াছিল। এবং ইহা ভিন্ন, আরও একটা কারণ ঘটিয়াছিল। সে যখন লজ্জায় উঠিয়া যাইতে চাহিল, তখন তাহার মন যেন বলিয়া উঠিল যে, সে ঘরে গিয়া বসিবে কেন ? শরৎ ঘোষ তাহার কে, যে, সে তাহার দাদাঠাকুরের মুখে তাহার ধন-সম্পত্তির ইতিহাস শুনিয়া লজ্জায় পলাইয়া যাইবে ? ইহাতে তাহার কিসের লজ্জা ?

বাবাঠাকুরের সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হইলে সরস্বতী ধীরে-ধীরে বলিলেন —"এসব তো আমিও কিছু-কিছু জানি বাবাঠাকুর, কিন্তু তাঁর এখন বয়েস কত ?" বলিয়া ফেলিয়াই একটু লজ্জা পাইলেন। মনে হইল লক্ষ্মী যে পশ্চাতে বসিয়া আছে।

"বয়েস আর এমন কি" বলিয়াই হঠাৎ লক্ষ্মীর পাণে চাহিয়া বলিলেন— "ও লক্ষ্মী, তুই কেন এখানে ব'সে দিদি? যাও নিজের কাজ করোগে—" লক্ষ্মী বহু চেষ্টা সত্বেও মুখের ভাব ঠিক রাখিতে পারিল না; উঠিয়া কল্‌সীটা তুলিয়া লইয়া একটু পা চালাইয়া পুকুর ঘাটে চলিয়া গেল।

মেয়ে দৃষ্টির বাহির হইয়া গেলে সরস্বতী বলিলেন,—"শুন্‌তে পাই পঞ্চাশের নাকি কাছাকাছি—" বলিতে-বলিতে তাঁহার চক্ষু ছল্‌-ছল্‌ করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই আঁচলে মুখ ঢাকিলেন।

বাবাঠাকুর ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"না-না, এ কথা কে ব'ল্লে তোমাকে?—বড় জোর চল্লিশ হবে;—এর বেশী একদিনও না;—এই জন্যই তো বলে বাছা,—মানুষের বড় শত্রু নেই।' বাবা! কোথায় চল্লিশ আর কোথায় পঞ্চাশ—যা'কে বলে সেই আকাশ পাতাল তফাৎ।"

খানিকক্ষণ পরে লক্ষ্মী বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল, দাদা ঠাকুর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি তাহাকে আসিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই যে এসিচিস্‌, আমি এই এতক্ষণ তোর কথাই ব'ল্‌ছিলুম, ব'লি, রাণী হ'য়ে ব'সে এই বুড়োটাকে যেন ভুলিস্‌নে দিদি—এই কাজটি করিস্‌; 'কি গো দিদি কেমন আচিস্‌' বলে গেলে, আর কিছু না করিস্‌ তো দু'দণ্ড ব'সে একটু জিরোবার জায়গা দিতে যেন বিরক্ত হোস্‌নে।" বলিয়া কাষ্ঠ হাসি মুখে টানিয়া আনিয়া মুখের কেমন একপ্রকার ভঙ্গী করিয়া হেঁট হইয়া উঁকি মারিয়া লক্ষ্মীর মুখপাণে চাহিলেন; তারপর ঘাড় তুলিয়া লক্ষ্মীর মার দিকে চাহিয়া যে কয়েকটী দাঁত অবশিষ্ট ছিল, তাহাই বাহির করিয়া 'হা-হা' হাসিয়া উঠিলেন।

লক্ষ্মী মনে-মনে "ভিমরতী আর বলে কাকে" বলিয়া ভিজা কাপড়ে ঘরে ঢুকিল।

[ ৭ ]

বিগত রাত্রে লক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর দেখিয়া কেহ হাসিয়াছে, কেহ কাঁদিয়াছে, কেহ বা এ দু'য়ের কোনটাই করে নাই ; পরিতোষে আহার করিয়া চুপ্-চাপ ঘরের মানুষ ঘরে ফিরিয়াছে। ঘটা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছে,—"তা' হ'বে না কেন বল—অমন জামাই পায় কটা লোক? যাই হোক্ ছুঁড়ীর কপালটা কিন্তু খুব ভাল হে।" এ বিষয় যে তিলমাত্র সন্দেহ নাই তাহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য দুই তিন জন একবাক্যে বলিয়া উঠিয়াছে—"সে কথা আর ব'লতে ; নৈলে অত গয়না ওরা কখনও চোখে দেখেচে?" ইত্যাদি যাহার যাহা প্রাণ চাহিয়াছে সে তাহা-ই বলিয়াছে।

বর দেখিয়া লক্ষ্মীর যেমন কোন আনন্দও হয় নাই, তেম্‌নি কোনরূপ দুঃখ কষ্টও সে অনুভব করে নাই। এবং ইহা ভিন্ন, একজন ব্যতীত কাহারও উপর এতটুকুও রাগ-অভিমান করিতে সে পারে নাই। তা' ছাড়া, যাহার উপর করিয়াছিল মাত্রায় তাহাও অতি অল্প। এ সকলের কারণ এই যে, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত সহিয়া-সহিয়া লক্ষ্মীর জীবনের বয়স অপেক্ষা তাহার মনের বয়সটা ঢের বেশী বাড়িয়া গিয়াছিল ; উপরকার দেহের বয়স যোটে চৌদ্দের কাছাকাছি হইলে কি হয়, তাহার বুকের মধ্যে কিন্তু যে মানুষটি আপনার অকালপক্ক বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ভারে ক্লান্ত হইয়া ধীর স্থির এবং গম্ভীর ভাবে বসিয়াছিল, তাহাকেই লক্ষ্য

করিয়া লক্ষ্মীকে নব্বই বছরের বুড়ী বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না।

লক্ষ্মী যাহার উপর এতটুকুও রাগ-অভিমান করিয়াছিল সে তাহার সেই গোকুল দাদা। ১৩ই অগ্রহায়ণ শনিবারে তাহার বিবাহ স্থির জানিয়া ৭-দিন পূর্ব্বে লক্ষ্মী তাহার গোকুল দা'কে কেবল তাহার বিবাহ হইবে, এই মাত্র জানাইয়া একটিবার আসিবার জন্য বিশেষ করিয়া তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু কই, সে তো আসিল না! তাহার পাশ দিবার সময় খুবই কাছে আসিয়াছে মানি, আর সেই জন্যই সে যে আসিতে পারিল না তাহাও না হয় স্বীকার করা গেল; কিন্তু পত্রের যাহা হয় একটি জবাব লিখিয়া দিবার সময়ও সে কি পায় নাই? নাকি, সে সংবাদ সে নিজের পড়ার ভিড়ে গ্রাহ্যও করে নাই? গ্রাহ্য সে করুক আর নাই করুক, লক্ষ্মীর তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে কেন না বুঝিয়া তাহার কাছে এমন যাচিয়া মান লইতে গেল? বাল্যকালে গোকুল তাহাকে মুখে একটু আদর দিয়াছিল বলিয়া সে কেন সেই সব কথা স্মরণ করিয়া আজিও তাহার কাছে কিসের একটা দাবী করিতে গিয়া তাহার কাছে নিজেকে এমন হাস্যাস্পদ করিয়া বসিল?—ইহাতে গোকুলের তো কোনই দোষ নাই। কেননা, এমন কথা সে লক্ষ্মীকে একদিনও বলে নাই যে, সে থাকিতে লক্ষ্মীর বিবাহ আর কাহার ও সহিত হইতে সে দিবে না, কিম্বা যদি কেহ তাহার অসাক্ষাতে একাজ ঘটাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সংবাদ পাইয়া সে যেখানেই থাক না কেন ছুটিয়া আসিয়া সে-কাজে বাধা দিবে। সে যখন এ সব কথা বলে নাই, তখন তাহাকে লক্ষ্মী এ সংবাদ দিতে গেল কেন?

এইরূপে শেষটা গোকুলকেও ছাড়িয়া দিয়া কেবল নিজেরই উপর নিরতিশয় ক্ষোভে অভিমানে লক্ষ্মী নিজের হৃদয়ের মধ্যে প্রবল ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল।

আজ বৈকালে কা'শে লইয়া বর বিদ্যালয়ে শুভ-যাত্রা করিবেন স্থির হইয়াছে। তাই আজ দুপুর বেলা মা ও পাড়ার সেই বুড়ী দিদি-মা উভয়ে মিলিয়া নানা অলঙ্কারে লক্ষ্মীর সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিয়া বাড়ী-বাড়ী যাইয়া লক্ষ্মীর দ্বারা গুরুজনদের প্রণাম করাইয়া সকলের আশীর্ব্বাদ কুড়াইয়া ফিরিতে লাগিলেন। অবশেষে বেলা আন্দাজ তিনটার সময় মেয়ে লইয়া তাঁহারা গোকুলদের বাড়ীর দিকে চলিলেন। অলঙ্কারের ভারে ও এতগুলি দণ্ডবৎ করার উঠাবসার পরিশ্রমে লক্ষ্মী বোধ করি বিরক্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।—এ যেন ছাই ফুরায় না! গোকুলের বাড়ীর সুমুখে আসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "বাবারে আর পারিনে!"

দিদি মা বলিয়া উঠিলেন—চুপ্ চুপ্ কেউ শুন্‌তে পাবে ছিঃ, আজ কি একথা বল্‌তে আছে দিদি?"

লক্ষ্মী সহজ অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"কেন, আজ কি?"

দিদি মা স্নেহের তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"তোর এক কথা ভাই —ছিঃ, ও কথা কি—"

এইবার মাও বলিয়া উঠিলেন—"তাই বটে, ও কি লক্ষ্মী?"

ইহার পর উপরে গিয়া লক্ষ্মী দিদি-মায়ের নির্দ্দেশ মত প্রথমেই নারায়ণীর পায়ে গড় হইয়া প্রণাম করিল। নারায়ণী সস্নেহে লক্ষ্মীর মাথার উপর একটী হাত রাখিয়া বিড়্-বিড়্ করিয়া কি সব বলিলেন—কিছুই স্পষ্ট বুঝা গেল না। ক্রমেই তাঁহার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। এবং

শেষটা ফোঁটা কয়েক তপ্ত অশ্রু নারায়ণীর চক্ষু হইতে ঝরিয়া লক্ষ্মীর মাথার উপর পড়িয়া গেল। সরস্বতী দিদির মনের অবস্থাটা বুঝিয়া আপনাকে আর সাম্‌লাইতে পারিলেন না; উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং অস্পষ্ট স্বরে যাহা বলিয়া গেলেন তাহার ভাবার্থ এই যে, প্রথমে নারায়ণী অমত কেন করেন নাই। এই সময় গোকুলের মাও আঁচলে মুখ ঢাকিলেন এবং বৃদ্ধা 'দিদি মা' ও আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিলেন। হঠাৎ মুখ তুলিয়া লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"যা দিদি, তুই নীচে গিয়ে দাঁড়াগে—আমি সরোকে নিয়ে যাচ্ছি।"

লক্ষ্মী সুযোগ পাইয়া ধীরে-ধীরে নামিয়া আসিল। তারপর একবার এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া গোকুলের পড়িবার ঘরটির দিকে অগ্রসর হইতে-হইতে তাহার মনে পড়িল, সে-ঘর যে তালাবন্ধ; তথাপি আশার ক্ষীণ রশ্মি বুকে লইয়া আর একটু যাইয়াই তাহার বুকের ভিতরটা ধড়াশ্ করিয়া উঠিল। সে দেখিল, তালা নাই, কেবল শিকল দিয়া বন্ধ। শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা টানিয়া বন্ধ করিল। তারপর গলায় কাপড় দিয়া গোকুলের উদ্দেশে তাহার সেই ফটোগ্রাফ্‌টীকে গড় হইয়া প্রণাম করিতে-করিতে অস্ফুটে বলিল,—"তুমি যে কি ভেবে এলে না গোকুল দা', তা' আমি জানিনে আর তা' জান্‌তেও চাইনে; কিন্তু এ কথা আমি বেশ জানি যে, পাশ দেওয়া হ'য়ে গেলে, মুখে না হোক, মনে মনেও আমার কথা ভেবে একটী দিনের জন্যেও নিশ্চয় তোমাকে কাঁদ্‌তে হ'বে। কিন্তু তাই ব'লে আমার উপর রাগ কর্‌তে পাবে না,—এতে আমার নিজের কোন দোষ নেই।" তারপর উঠিয়া আর একবার দুই

হাত কপালে ছোঁয়াইয়া উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া পুনরায় শিকল দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ দেখিতেছে কি না—কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। উপরে সরস্বতী তখন জামাইয়ের কথা পাড়িয়াছিলেন।

প্রায় উঠানের মাঝামাঝি আসিয়াছে এমন সময় লক্ষ্মী দেখিল, তাহার বৃদ্ধ হরিপদ দা' এই বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য বাড়ী ঢুকিতেছে। লক্ষ্মীকে দেখিয়া বৃদ্ধ অগ্রসর হইতে-হইতে হাসি মুখে বলিল,—"এই যে দিদিমণি —বেশ বেশ—"

লক্ষ্মী আগাইয়া আসিয়াই বৃদ্ধকে হঠাৎ অবাক্ করিয়া দিল। কেন না, সে যে তাহাকে শুধুই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল তাহা নহে, টপ্ করিয়া একটি হাত তাহার ধূলামাখা পায়ে ঠেকাইয়া সেই হাত নিজের মাথায় ছোঁয়াইল। বৃদ্ধ শশব্যস্তে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ওকি দিদি-মণি—আমি যে গোয়ালার ছেলে—"

লক্ষ্মী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, যে-আশিষ্ এতক্ষণ সে কাহারও কাছে যাচ্ঞা করে নাই, তাহাই জানি না কেন, অতি সহজ অথচ মিনতির স্বরে এই বৃদ্ধের নিকট প্রার্থনা করিল। সে তাহাকে বাধা দিয়া বলিল,—"তা'তে কি হরিপদ দা',—ছোট বেলা থেকেই আমরা যে তোমার কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী—অনেক খোট-আব্দারের অত্যাচার তোমায় সহ্য করতে হ'য়েছে—তুমি যে আমার গুরুজন হও।—আজ যে আমার এম্‌নি ক'রেই তোমাকে প্রণাম করবার দিন হ'য়েছে হরিপদ দা'! —এখন তোমরা সব আমাকে এই ব'লে আশীর্ব্বাদ কর,—আমার যা' হ'য়েছে তা'ই নিয়েই আমি যেন সুখী হ'তে পারি—" এই বলিয়া

নিরতিশয় করুণ দৃষ্টিতে হরিপদর মুখপানে চাহিল। হরিপদ একেবারে আশ্চর্য্যে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল—কিঁ বলিতে গেল, কিন্তু কোন কথাই বাকস্ফূট হইল না—ফ্যাল্-ফ্যাল্ দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

[ ৮ ]

এণ্ট্রান্স পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে ফাল্গুনের শেষাশেষি গোকুল বাড়ী আসিয়া, তিন মাস পূর্ব্বে ও-পাড়ার শরৎ ঘোষের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া সত্য সত্যই যুগপৎ গভীর বিস্ময় ও মনঃ-কষ্টের আতিশয্যে কেমন যেন মুষ্ড়াইয়া পড়িল। লক্ষ্মীর পত্র পাওয়া তো দূরের কথা, ইতিপূর্ব্বে ঘুণাক্ষরেও এ-সবের কিছুই সে শুনিতে পায় নাই। পাছে পাশের পড়ার কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে, এই ভয়ে সুবিজ্ঞ বিনয় বাবু বিশেষ সতর্ক ছিলেন। এমন কি, তিনি-ই যে তাহার শ্বশুর হইবেন,—অর্থাৎ তাঁহার যে-মেয়েটী তাহাদের নিজেদের কলুটোলার বাড়ীতে না থাকিয়া বাল্যকাল হইতেই শ্যামবাজারের দিদিমার কাছে থাকে, এবং মাঝে-মাঝে এ বাড়ী বেড়াইতে আসে, সেই টুক্টুকে মেয়েটী যাহার নাম 'অমিয়া',—তাহার-ই সহিত তাহার যে বিবাহ হইবে এ সংবাদটীও ইতিপূর্ব্বে গোকুলের কর্ণগোচর হইতে দেন নাই। কাজেই বাড়ী আসিয়া সে যখন এই সকল কথা শুনিতে পাইল, তখন প্রথমটা কোনও কথাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। এবং শেষটাও যাহা বলিল তাহাও অতি অল্প; কেননা হিঁদুর ঘরের বিবাহ যে ছেলে খেলা নহে এবং হাজার চেষ্টা করিলেও সে যে এখন আর লক্ষ্মীর সে

বিবাহ 'না' করিয়া দিয়া তাহাকে ঘুরাইয়া আনিতে পারিবে না, এ জ্ঞান এখন তাহার যথেষ্ট হইয়াছিল। এবং সে ইহাও বুঝিল যে, এখন তাহার জন্য লোক জানাইয়া—'হা হুতাশ' করাটাও তাহার পক্ষে নিতান্ত ছেলেমানুষী ভিন্ন আর কিছুই হইবে না—কেন না তাহাতে কোনরূপ সুফল হওয়া তো দূরের কথা, বরং চারিদিকে শত্রু হাসিবে।

এই সকল ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে কেবল এই মাত্র বলিল যে,—"তা' এ তো আমার ভালই হল; অমন ভগ্নী পাওয়া কি মুখের কথা, ভবিষ্যতে আমার পানে চাইবার ও ছাড়া আমার আর আপনার লোক কে আছে?" কথাটি সে যে কেবল লোক শুনাইয়াই বলিল তাহা নহে, নিজের মনকেও সে এই বলিয়াই সান্ত্বনা দিল।

তাহার এই কথায় নারায়ণী হইতে আরম্ভ করিয়া পাড়ার আর সকলেও মনে-মনে বিস্মিত হইলেন। নারায়ণী ধর্ম্মের উদ্দেশে বারংবার প্রণাম করিলেন। কেন না তিনি মনে করিয়াছিলেন, যে, এই অতিশয় অচিন্তনীয় সংবাদটা গোকুলের হৃদয়ে যে-আঘাত করিবে, তাহার টালটা সাম্‌লাইয়া লওয়া গোকুলের পক্ষে বড় সহজ কাজ হইবে না।

আজ প্রায় ছয় দিন হইল গোকুল বাড়ী আসিয়াছে। ইস্কুল বাড়ী প্রায় তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে শুনিয়া 'যাবো-যাবো' করিয়া এ কয়দিনের মধ্যে তেমন সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। আজ ভোর বেলা উঠিয়া বরাবর চলিল।

বকুনাহাটা হইতে এই ইস্কুলে যাইবার পথের দক্ষিণ দিকে অবিনাশ পণ্ডিতের খট্‌-খটে উঠানযুক্ত মেটে-বাড়ীটি বেশ দেখা যায়। সদর

দরজা খোলা থাকিলে, বার-বাড়ীর উঠানে কি হইতেছে না হইতেছে তাহাও দেখা যায়। এবং এই বাড়ীর দক্ষিণ পাশ ঘেঁসিয়া যে মেটে রাস্তাটী চলিয়া গিয়াছে সেই রাস্তাটী ধরিয়া খানিক যাইলেই লক্ষ্মীর শ্বশুর বাড়ী পাওয়া যায়।

এ কয় দিনের মধ্যে গোকুল কেন যে শরৎ ঘোষের বাড়ী গিয়া লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করে নাই, তাহা ঠিক্ করিয়া বলা সুকঠিন। তবে সম্ভবতঃ না যাওয়ার বিশেষ কোন হেতু ছিল না—এম্‌নিই যায় নাই। আজ সঙ্কল্প করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল—ইস্কুল দেখিয়া ফিরিবার পথে লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবে।

একটি কালো ছড়ি ঘুরাইতে-ঘুরাইতে আপন মনে শিশ্ দিতে-দিতে গোকুল যখন অবিনাশ পণ্ডিতের বাড়ীর ঠিক্ সুমুখে আসিয়া পড়িল, তখন ভিতর হইতে দেখিতে পাইয়া অবিনাশ পণ্ডিত ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন—"ও গোকুল, বুড়োটাকে কি এম্‌নি ক'রেই ভুল্‌তে হয় বাবা?"

গোকুল সত্য-সত্যই তাঁহার কথাটি ইতিপূর্ব্বে ভাবে নাই; তাই এই কথার উপর বিশেষ কোন উত্তর করিতে না পারিয়া "আজ্ঞে-আজ্ঞে" বলিতে-বলিতে টপ্ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইল। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে-ঢুকিতে বলিলেন—"হ্যাঁরে, বাবা, ও আমি তোর সঙ্গে তামাসা ক'রে বল্লুম, নৈলে, আমি কি আর জানিনেরে;—পণ্ডিত ম'শাই ব'লে তুই আমায় কতটা ভক্তি ক'রে চলিস্!—তারপর বাবা, কেমন লিখ্‌লি তাই বল্—আমার মুখ রাখ্‌তে পার্‌বি তো?"

গোকুল তাঁহার অনুসরণ করিতে-করিতে সংক্ষেপে জানাইল যে, মন্দ লিখে নাই।

বাড়ী ঢুকিয়া চাটুয্যে ম'শাই মেয়ের নাম ধরিয়া ডাকিলেন—"ওমা বিন্দি—বাইরে একবার শুনে যা' তো মা।" ভিতর বাড়ী হইতে পাঁচ বছরের বিন্দু—"কেন বাবা, যাই" বলিতে-বলিতে বাহিরে আসিল। তিনি বলিলেন—"বাড়ীর ভেতর থেকে টুলটা নিয়ে আয় ত মা। গোকুল বলিয়া উঠিল—"আজ্ঞে, আমি এই দাওয়াতেই—"পণ্ডিত ম'শাই বাধা দিয়া বলিলেন—"না রে বাবা না—তুই না হয় গুরুমশাইয়ের বাড়ী ব'লে উঠোনে ব'সতেও লজ্জা ক'রবিনে তা' জানি, আমি কিন্তু তা'—এই যে এসেচে—দে মা ঐখানে পেতে দে—নে গোকুল ব'স্; অনেক দিনের পরে আমাদের বাড়ী এসিচিস্ বাবা—দু'টো কথাবার্ত্তা কই তোর সঙ্গে—" গোকুল বসিল। মেয়েটী অদূরে একটী কোন্ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া এই নবাগত বাবুটিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

পণ্ডিত ম'শাই কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কিরে বিন্দি, তুই অমন ক'রে ওখানে গিয়ে দাঁড়ালি যে বড়—এঁর সঙ্গে কথা কইলি না?" মেয়ে লজ্জায় মাথা হেঁট করিতেই তিনি পুনরায় বলিলেন—"ওকিরে—তুই বুঝি চিন্‌তে পারচিস্ নে?—এঁ্যা পার্‌চিস্‌নে? বলিস্ কিরে—ও যে তোর সেই গোকুল দাদারে। এ্যাঃ।—তবে ও তোকে তা' দেবে কেন? "গোকুল দাদা পাশ দিয়ে এলে আমায় দু'হাতে দুটো টাকা দেবেখনি বাবা, দেখো'—এই বলিয়া গোকুলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'আবার যা' তা' টাকা হ'লে চ'লবে না জান বাবা, মেয়ের চকচকে টাকা চাই—অথচ গোকুলদাকে তো চিন্‌তেই পারলে না।"

মেয়ে বাপের কথাটী বুঝিয়া লজ্জা পাইয়া ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল —"যাঃ—আমি নাকি বলিচি ?"

তিনি গোকুলের অলক্ষ্যে কট্-মট্ করিয়া মেয়ের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন—"না তা' কি আর বলিচিস্ ?—মেয়ের আবার লজ্জা দেখেচ গোকুল ? বলেনি, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে, কতক্ষণে পকেট থেকে 'এই-নে বিন্দু' ব'লে বা'র ক'রে দেবে—"এই বলিয়া কেমন এক প্রকার স্বরে বলিলেন—"নারে না বিন্দি, তুই পালা, টাকা নিয়ে কি ক'র্‌বি—" বলিয়া গোকুলের বাকশূন্য মুখপানে চাহিয়া বলিলেন—"ও কিন্তু মনে-মনে বাপকে গাল দিচ্চে, জান, বাবা, ব'ল্‌ছে—'হাঁ টাকা নিয়ে কি ক'রবি—আমি সন্দেশ খাবো জাননা বুঝি ?" এই বলিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, মেয়ে ইতিমধ্যেই সরিয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"ওরে ঐ, চলে গেলি নাকিরে"—বলিয়া অল্প ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন—"তা যাক্ যাক্—ভালই হ'য়েছে—"

"না-না, যা'বে কেন—সত্যিই তো, একথা ও ব'ল্‌তে পারে বটে—আপনি ওকে ডাকুন" এই বলিয়া গোকুল পকেটে হাত দিয়া দেখিল দুইটা টাকাই আছে, তবে দুঃখের বিষয় তেমন চক্‌চকে নয়। তাহাই বাহির করিল।

গোকুল সত্যই এমন ছেলে-মানুষি করিবে জানিলে তিনি যে তাহার সুমুখে একথা মুখেও আনিতেন না, এই কথাটী পণ্ডিত ম'শাই অনুতাপের স্বরে বার দুই তিন জানাইয়া দিয়া অবশেষে গোকুলের উপর্য্যুপরি পীড়া-পীড়িতে যেন কতকটা বাধ্য হইয়াই মেয়েকে ডাকিলেন। মেয়ে কিন্তু আর আসিলনা দেখিয়া বলিলেন—"ও কি এখন আর আস্‌বে,—সে-

মেয়েই ও নয়। আর তুমিও তো ছাড়্‌বে না—তা দাও আমিই এখন রেখে দিই।" ইহার পর টাকা দুইটী ট্যাঁকে গুঁজিতে-গুঁজিতে বলিলেন "তারপর এখন কোথায় যাওয়া হ'বে—লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে বুঝি ?"

"আজ্ঞে হাঁ, তা'ও একবার যাবো বটে, তবে সে ফের্‌বার সময়, এখন উপস্থিত ইস্কুল বাড়ীটা কেমন হ'ল তা'ই দেখ্‌তে যাচ্চি।"

"ও, তা এস'—তবে কি জান, বাবা, লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে যাচ্চ বটে, কিন্তু মেজাজটা বিশেষ ঠাণ্ডা ক'রে যেও—সে কি আর এখন সে-লক্ষ্মী আছেরে বাবা ; তিন মাস হয়নি এর-ই মধ্যে সে যেন বুড়োটাকে মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলে, নিজেই মস্ত গিন্নী হ'য়ে ব'সেচে—চক্ষুলজ্জার মাথা একেবারে খেয়েচে—"

"তাই নাকি—আচ্ছা শরৎবাবুর বয়েস ঠিক্ কত হ'বে, আন্দাজ ক'র্‌তে পারেন ?"

"কি জানি বাবা—কখনও ব'লে, পঁয়তাল্লিশ,—কখনও বলে পঞ্চাশ—তা' সে যতই হোক্, বুড়ো কিন্তু খাটতে এখনও কসুর করে না বাবা ;—মতিচ্ছন্ন মতিচ্ছন্ন ! নৈলে ও বয়সে, আর অত থাক্‌তে, এমন লোক কটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় বল্‌ত, যে ইচ্ছে ক'রে বেলা সেই দশটার সময় খেয়ে বেরিয়ে পাঁচ-পো-পথ হেঁটে গিয়ে, সমস্ত দিন পাটের দালালি ক'রে সেই সন্ধ্যের সময় বাড়ী আসে। হাঁ, সে তুমিও তো জান'—ব'ল্‌লে আবার আমাকে কি বলা হয় জান' ? বলে, 'কি জান দা'ঠাকুর—আমি আর কদ্দিন, শেষটা ওটার যাতে খেতে-পর্‌তে কষ্ট কখনও না হয়, তার একটা হিল্লে ক'রে রেখে যাওয়া তো উচিত আমার"—এই

পর্য্যন্ত বলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দম লইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"হ্যাঁ, আর এক কথা, সেদিন আমি তোমার নাম ক'রে লক্ষ্মীকে ব'ল্লুম যে—'লক্ষ্মী, গোকুল তো পাশ দিয়ে বাড়ী এসেচে, তা' তুই তা'কে লোক দিয়ে ডেকে পাঠা।' এই কথায় ও কি উত্তর করলে জান, বাবা ?—ঐ উপরি-ই কেবল হাত মুখ নাড়তে খুব শিখেচে কি না, নৈলে, এতে যে লোকের অপমান হয়, সে জ্ঞানও নেই, তা'তে গ্রাহ্যও করেনা—পষ্ট আমার মুখের ওপর জবাব ক'র্‌লে—'তা' আসুক না, আমি কি আস্‌তে তা'কে বারন করিচি—এলেই তো পারে।' আমি তো বাবা অবাক্ হ'য়ে ব'ললুম, বলি, সে কি কথা লক্ষ্মী, শরতের সঙ্গে তার হাজার কেন জানাশোনা থাক্ না, তবু তুই তা'কে নেমন্তন্ন না ক'র্‌লে সে কি আস্‌তে পারে ?' ও ব'ল্লে—'কেন পারে না, সে যদি না পারে, তা' হ'লে আমিই বা নেমন্তন্ন ক'র্‌তে পারি কি ক'রে ? কবে আর আমি ওকে নেমন্তন্ন ক'রেচি, তবে ও আমাকে দেখ্‌তে গেচে ? তাই এবার আর তা' ক'রিনি ব'লে, আস্‌তে পার্‌চে না ?'—আমিও ব'ল্‌তে ছাড়িনি বাবা, ব'ল্লুম, 'ও কি কথা বলিস্ দিদিমণি—তখন আর এখন ?' এই কথায় ও আমায় অবাক্ ক'রে দিয়ে কি ব'ল্লে জান গোকুল, ব'ল্লে 'কেন তখন কি আর এখন-ই বা কি ? এখন কি আমার চারটে হাত বেরিয়েচে, না তার অম্‌নি-ই কিছু হ'য়েচে ?' এর ওপর আমি আর কি ব'লবো বল—চুপ ক'রে রৈলুম। তাই দেখে হঠাৎ আমার ওপর রাগ ক'রে ব'ল্লে কি—'সে যা' হয় তা' হ'বে চাটুয্যে ম'শাই' ঠিক্ এম্‌নি ক'রে বাবা—'সে যা' হয় তা' হ'বে চাটুয্যে ম'শাই, তুমি এখন নিজের কাজ দেখ'গে যাও'—ছুঁড়ির আস্পদ্দার কথা শুনলে বাবা, আমায় ব'?

কিনা 'চাটুয্যে ম'শাই'—তা' হ'বেই যে, সেই কথায় আছে না, "কাঙ্গা-লের বেটী পড়্লো দানাদারের ঘরে—'তারপর আর কি বলে যে, তাই হ'য়েচে ওর—কিন্তু এত তেজ বেশী দিন থাক্‌বেনা বাবা, এ তুমি দেখে নিও—"বলিয়া সত্যই একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গোকুলের মুখ-পানে চাহিলেন। গোকুল কুন্ঠিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"না না পণ্ডিত মশাই, আপনি ওটার কথায় মনে কষ্ট ক'র্‌বেন না—ওটা ঐ রকম-ই, নেলে ছেলে বেলায় ও আমার হাতে কি কম মারটা খেয়েছে!"

"হাঁরে বাবা—তা' কি আর তুই আমায় ব'লে দিবি—আচ্ছা বাবা, অনেক দেরী হ'য়ে গেল—এস'—"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া মাথা হেঁট করিয়া পণ্ডিত মশাইকে প্রণাম করিল। তারপর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তায় আসিয়া ভাবিল যে, প্রথমে-ই লক্ষ্মীর বাড়ী যাওয়া উচিত—কেননা ফিরিবার সময় হয়ত শরৎবাবু বাড়ী থাকিবেন না। এই ভাবিয়া লক্ষ্মীর বাড়ীর দিকেই অগ্রসর হইল।

[ ৯ ]

"আজ্ঞে না—লজ্জা আর কি" বলিতে-বলিতে গোকুল প্রশস্ত একতলা পাকা বাড়ীর প্রাঙ্গনে পা দিয়াই দেখিল, দালানে বসিয়া লক্ষ্মী এক-মনে কুটনা কুটিতেছে। দুইজন পুরুষ যে বাড়ী ঢুকিল, সে তাহা টেরও পাইল না। গোকুল ডাকিল—"কিরে লক্ষ্মী—কেমন আছিস্?" লক্ষ্মী চাহিয়া দেখিয়াই শশব্যস্তে মাথায় কাপড়টি টানিয়া দিতে-দিতে

ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। গোকুল হাসিয়া বলিল—"ও কিরে—আমি যে তোর গোকুল দাদা—আমায় চিন্‌তে পার্‌লি নে ?"

লক্ষ্মী ঘরের ভিতর হইতে বহু কষ্টে বাক্যস্ফুট করিয়া বলিল—"তা' ব'ল্‌বে বৈকি।" তারপর যথাসাধ্য মুখের ভাব বদ্‌লাইয়া একখানি আসন হাতে লইয়া হাসিতে-হাসিতে ঘরের বাহিরে আসিল। দালানে পাতিয়া দিয়া বলিল—"বোসো।" তারপর স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিল—"তুমি তো বেশ মানুষ দেখ্‌ছি গা ?"

শরৎবাবু সহজ কণ্ঠে বলিলেন—"কেন বল' দিকি ?"

"এমন হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে না ঢুকিয়ে বাইরে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়ে আমাকে কোন্ খবর দিলে !"

"ওঃ—এই জন্যে ?—তা'তে কি হ'য়েছে ; গোকুল তো আমাদের কাছে বাইরের লোক নয়।"

"তা' নাই-বা হ'ল—আর তা' নয়-ই-বা কেমন ক'রে বল'।"

এইবার শরৎবাবু পরাজয় স্বীকার করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা আচ্ছা, তুমি এখন এক কাজ কর—ভায়াকে জলটল খেতে দাও—আমি ততক্ষণ ঘুরে আসি। বোস' গোকুল, আমি বেরুচ্ছিলুম কিনা—" বলিতে বলিতেই বাহির হইয়া পড়িলেন।

এই অবসরে আমরা শরৎবাবুর সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলিয়া লই। বয়স ইঁহার পঞ্চাশ-ই বটে ; অনেক দিন হইতেই গোঁফ দাড়ি রাখেন। মাথার মাঝামাঝি একটি মাঝারি রকমের টাক। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। অবিনাশ চাটুয্যের একটা কথা বিশেষ ভাবে মিলিয়াছে—তিনি এখনও সত্যই বেশ শক্ত-সমর্থ আছেন, ইহা ভিন্ন, তিনি ইঁহার সম্বন্ধে আরও

যাহা-যাহা বলিয়াছেন, সে সমস্ত-ই সত্য, তবে কোনও কিছু রঞ্জিত করিয়া এবং কোনও বিষয় বা সংক্ষেপে বলিয়াছেন, এই মাত্র জানা থাকিলেই চলিবে।

আর এক কথা, আজকাল তাঁহার মানসিক অবস্থাটি খুবই যে ভাল-এ কথা জোর দিয়া বলিতে পারা যায়; কেননা, ইঁনি এমন আশা কখনই করেন নাই যে, এ-বয়সে বিবাহ করিয়া স্ত্রীর হতশ্রদ্ধা ব্যতীত এক ফোঁটাও যত্ন ভক্তি লাভ করিতে পারিবেন। তবে যে বিবাহ করিলেন কেন, সে কথা যিনি তাঁহার অবস্থায় না পড়িয়াছেন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করাই ভুল। সে যাহা হউক, এই তিন মাসের মধ্যেই লক্ষ্মী যে তাঁহার হৃদয়ের শূন্য আসনখানি জোড়া করিয়া বসিয়া তাঁহাকে সদা-সর্ব্বদা কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ-সাগরে ভাসাইয়া রাখিবে, এই অত্যল্পকালের মধ্যেই সে যে তাঁহাকে এতটা আপনার করিয়া লইবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। আজকাল তাই তিনি স্বেচ্ছায় একটী-একটী করিয়া সংসারের প্রায় সকল ভার-ই তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে দু'বেলা সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বসিতে পারেন এবং কায় মনোবাক্যে এই বলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন যে, লক্ষ্মী যেন একদিনের জন্যও মনের মধ্যে অশান্তি ভোগ না করে, স্বামী ভক্তির পুরস্কার হইতে সে যেন বঞ্চিত না হয়। এই সময় টপ্ করিয়া দু'এক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়া কোশার জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়; লক্ষ্মী দৈবাৎ দেখিতে পাইলেই বৃদ্ধ স্বামীকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়া উঠে—"ওঃ—খুব তোমার ভক্তির জোর যা হোক্।" স্বামী কখন, চুপ করিয়া ঠাট্টাটি হজম করিয়া ফেলেন, আবার কখনও বা আহ্নিক শেষ করিয়া উঠিয়া

হাসিতে-হাসিতে বলেন—"না হ'লে কি বুড়ো বয়সে তোমার মত স্ত্রী পেয়েছি ?" এম্‌নি করিয়াই এই দম্পত্তিটীর দিনগুলি বেশ আমোদ আহ্লাদেই কাটিয়া যায়।

শরৎবাবু বাহির হইয়া গেলে গোকুল বলিল—"কেমন আছিস্ লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী পুনরায় আনাজ কুটিতে বসিয়াছিল, বলিল—"ভালো—"

মুখ গুঁজিয়া মাত্র 'ভালো' বলিয়াই চুপ করিতে গোকুল মনে-মনে কেমন একপ্রকার অস্বস্তি অনুভব করিয়া কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল,—"বুড়ো কেমন মানুষরে—বেশ ভাল মানুষ না ?—তোকে খুব ভালবাসে, নারে লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী কোন-ই জবাব করিল না—চুপ করিয়া আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে পণ্ডিত ম'শাইয়ের কথাটাই গোকুলের মনে পড়িতে লাগিল। সে আহত কণ্ঠে বলিল—"চুপ ক'রে রৈলি যে লক্ষ্মী ?"

এইবার লক্ষ্মী কথা কহিল, বলিল,—"তা' থাক্‌বো না তো কি কর্‌বো বল ?"

এইবার গোকুলের ভুল ভাঙ্গিল। সে বুঝিল, লক্ষ্মী তাহার উপর অভিমান করিয়াছে। মনে-মনে বলিল, হাঁ তা' সে পারে বটে। তাহার জন্যই তো লক্ষ্মীর এ-সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে; কেননা, সে যদি সে সময় এ বিবাহ কোন মতেই হইতে না দিত, তাহা হইলে তো তাহার এমন সর্ব্বনাশ ঘটিত না। তারপর ভাবিল, সে যাহা হউক, কিন্তু তাহার জন্য তাহার উপর রাগ করা তো লক্ষ্মীর উচিত নয়। বলিয়া

উঠিল—"আমার ওপর রাগ করিচিস্ বুঝি লক্ষ্মী? কিন্তু এ তোর ভারি অন্যায়, আমি যদি সে সময়"—" 'খবর পাইতাম,' একথা বলিতে তাহার লজ্জা হইল, ভাবিল, বোধ হয় খবর রাখে নাই বলিয়াই পায় নাই; সুতরাং ঐ পর্য্যন্ত বলিয়াই চুপ করিল।

লক্ষ্মী তাহার পদ পূরণ করিয়া মনে-মনে বলিল—"পাশের পড়ায় ব্যস্ত না থাকৃতুম্, তা' হ'লে নিশ্চয়ই এসে যা' হয় একটা বিহিত ক'রতুম্।" —তাহার এই ধূর্ত্ততায় লক্ষ্মীর ভারি রাগ হইল। 'বেয়ারিং'এ পত্র দিয়াছিল বলিয়া পত্র যে মারাও যাইতে পারে এ ধারণা লক্ষ্মীর মনে এক দিনও উদয় হয় নাই। মনে-মনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—"সে সব পুরোণো কথায় আর কাজ কি গোকুল দা—আর তোমার ওপর রাগ কিসের জন্যে কর্'বো বল?"

"রাগ করিস্ নি তো কি? কথা বল্চি, তা'র উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে থাকৃচিস্" এই সময় পণ্ডিত মশাইয়ের কথাগুলি আর একবার মনে পড়িতেই কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"তোর বাড়ী বয়ে অপমান হ'তে এসিচি ব'লে, এর চেয়ে বেশী অপমান আর কি ক'র্‌বি বল্?"

কথা শুনিয়া লক্ষ্মী কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিল। ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিতে-করিতে কহিল—"তুমিই তো আমার অপমান ক'র্‌ছ গোকুল দা—নৈলে, 'বুড়ো আমায় ভালবাসে কি না'—এই পাগ্‌লামো কথাটার উত্তর দিই-নি ব'লে এত কথা শুন্‌তে হ'বে কেন?"

গোকুল আর সহ্য করিতে পারিল না। অসহ্য ব্যথায় তাহার মুখখানি বিকৃত হইয়া উঠিল। হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোড় হাত করিয়া বলিল—"আমায় ক্ষমা কর্ লক্ষ্মী—আর যদি তোর কাছে কখনও

কোনও দাবী ক'র্‌তে আসি, তখন তুই যেমন ক'রে পারিস্‌ অপমান করিস্‌। আর আজও তা' আস্‌তুম না,—'লক্ষ্মী এখন আর সে লক্ষ্মী নেই'—লোকের মুখে শুনে একথা আমি কোন মতেই বিশ্বাস ক'র্‌তে পারিনি, সেই জন্যেই ভগবান্‌ আজ ভাল ক'রেই তা' দেখিয়ে দিলেন। নৈলে, আজ ব'ল্‌লি পাগল—তারপর দু'দিন পরে আবার আরো যে কি ব'ল্‌বি তা' তুই-ই জানিস্‌—" বলিয়া কণ্ঠস্বরে আরও খানিক বিষ ঢালিয়া দিয়া বলিল—"ভাগ্‌গিস্‌ লক্ষ্মী তুই সেসময় আমায় চিঠি দিয়ে কোন কথা জানাস্‌নি, আর আমিও খপর পেয়ে বাড়ী এসে এ বিয়েতে কোন রকম বাধা দিতে চেষ্টা করিনি, তাই না আজ তুই টাকার ওপর ব'সে, মানুষকে 'মানুষ' ব'লে গ্রাহ্য ক'র্‌চিস্‌নে—" এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া অতি দ্রুতগতি বাহির হইয়া গেল।

লক্ষ্মীর ভুল ভাঙ্গিল—এ্যাঁ, তবে কি সেসময় গোকুল সত্যই এ বিবাহের সংবাদ পায় নাই? লক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মিনিট তিন চার পরে বাড়ীর বাঁধা-ঝি খেঁদীর মা বাড়া ঢুকিয়া রক্তে আনাজ ভাসিয়া গিয়াছে দেখিয়া "ও মাগো—কি সর্ব্বোনাশ গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেই লক্ষ্মী রক্ত দেখিয়া "মাগো" বলিয়া সেই খানেই লুটিয়া পড়িল।

## [ ১০ ]

মাস চারেক পরে একদিন সকাল প্রায় আটটায় সময় রুক্ষমাথায়, খালি পায়ে, মলিন উত্তরিয়টা গায়ে জড়াইয়া গোকুল লক্ষ্মীদের প্রাঙ্গনে পা দিয়াই লক্ষ্মীকে সুমুখের দালানে পাইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়াই ভারি

গলায় বলিল—"লক্ষ্মী, আমি নিজে ব'লতে না এলে তুই তো যাবনে বোন, কিন্তু আরো আমার ওপর রাগ কেন ভাই ?" বলিতে বলিতেই ঝর্-ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া আর্ত্তস্বরে বলিল—"গোকুল দাদা গো— তুমি যে সত্যিই এমন হয়ে গেছ' তা' যে বিশ্বাস ক'র্তে পারিনি গো—" বলিয়া সেও কাঁদিয়া ফেলিল।

তারপর তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া দালানে বসাইল। গোকুল প্রকৃতিস্থ হইয়া মুখ তুলিল। তারপর ভিজা গলায় বলিল—"আমার শরীর খারাপ হওয়া তো আশ্চর্য্য নয় বোন্—তুই কেন এমন হয়ে গেচিস্ লক্ষ্মী ? কোন অসুখ-বিসুখ করে নাকি ?

না বুঝিয়া যাহার মনে ব্যথা দিবার পর হইতে এই চারি মাস কাল অনুতাপে দগ্ধ হইয়া নীরবে আপনার দেহ কালী করিয়াছে, তাহারই চোখে আজ এমনভাবে ধরা পড়িয়া লক্ষ্মী মনে-মনে আপনার এই দগ্ধ হওয়াটার সার্থক হইয়াছে ভাবিয়া ঈষৎ আনন্দ লাভ করিল। মুখে কিন্তু সে ভাব মোটেই প্রকাশ না করিয়া বলিল—"ও তোমার দেখার ভুল গোকুলদা—অনেক দিন আসনি কিনা। সে যা' হোক, তোমার কিন্তু এমন অবুঝের মত কাজ কর্‌লে তো চল্‌বে না গোকুলদা—এতদিন যা' ক'রেচ, তা'র তো আর উপায় নেই—কিন্তু এখন থেকে আমি আর তা' কোন মতেই হ'তে দোবো না—আচ্ছা এর জন্যে পিসি-মা তোমায় বকেন না ?"

গোকুল মাথা হেঁট করিল। লক্ষ্মী বলিল—"সে তো জানি—তোমার সঙ্গে বুড়ী মানুষ কি পেরে ওঠে ?—না গোকুল দা, তুমি নিজে না বুঝ্‌লে

আমিও তো তা' পার্‌বো না। আচ্ছা, তুমি-ই বল, ক'ার মা-বাপ চির-দিন বেঁচে থাকে ;—কিন্তু তোমার মতন এমন ক'রে না খেয়ে-খেয়ে কে নিজের অমঙ্গল টেনে আনে বল ?" গোকুল মুখ তুলিয়া দেখিল, লক্ষ্মীর চোখে জল। দেখিয়া গোকুলেরও কাঁন্না পাইল। আর্দ্রকণ্ঠে বলিল—"তা' মানি বোন, কিন্তু আমার মতন অভাগা সংসারে আর ক'জনকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় বল্‌ দিকি লক্ষ্মী ?—'গোকুলের বিয়ে হবে'—মায়ের যে কত বড় সাধ ছিল, সেকথা তুই যেমন জানিস্‌ তেমন তো অপরে আর কেউ জানেনা ভাই ; কিন্তু বিয়ে তো দূরের কথা, দশ টাকা বৃত্তি পেয়ে পাশ হওয়ার কথাটাও মা আমার শুনে যেতে পেলে না—একি কম দুঃখের কথা বোন—" গোকুল আবার কাঁদিল।

এই সময় গোকুলের মড়ার মত পাংশু মুখখানি দেখিয়া লক্ষ্মীর বুকের ভিতরটা কি যে করিতে লাগিল বাহির হইতে অন্যে তাহা বুঝিবে কেমন করিয়া ? সে নিজের আঁচল দিয়া তাহার মুখখানি মুছিয়া দিতে-দিতে বলিল—"চুপ কর' গোকুল দা—আমারও তো বাপ নেই গোকুল দা—"

শরৎবাবু বাড়ী ছিলেন না ; এখন বাড়ী ঢুকিয়া আজ অনেক দিনের পরে দু'জনকে এই ভাবে বসিয়া কাঁদিতে দেখিয়া লক্ষ্মীর এতদিনকার কথাটা ভাবিয়া মনে-মনে স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলিলেন এবং মুখে কুসুমের মৃত্যুর কথাটা স্মরণ করিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তার-পর লক্ষ্মী উঠিয়া ও-ঘরে চলিয়া যাইবার পর কথা-প্রসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—"তা' এতদিন আসনি কেন গোকুল ? সেই যে কি ঝগ্‌ড়া ক'রে বেরিয়ে গিছ্‌লে তারপর থেকে ও কি আমায় কম জ্বালাতন ক'রেচে—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া একবার দেখিয়া লইলেন, লক্ষ্মী ও-ঘর হইতে বাহির

হইয়াছে কিনা, তারপর আবার বলিলেন—" স্বীকার ক'র্বে, তা'র কোন, দোষ নেই—নিজের-ই দোষ, অর্থচ আমি যদি বলি, বেশ তো, তুমি কেন ডেকে পাঠাও না; তা হ'লেই আমার ওপর জ্বলে উঠে যা' নয় তাই শুনিয়ে দেবে—তারপর আবার কোথাও কিছু নেই, থপ্ ক'রে পায়ে হাত দিয়ে অপরাধের ক্ষমা চাইবে। ঐ যে বল্লুম, ওঠা যে কি রকম মানুষ তা' আমি ভেবেই পাইনে—" এই বলিয়া স্ত্রীর প্রতি স্নেহের আধিক্যে হাসিতে লাগিলেন। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে লক্ষ্মী হাসি-টিপিয়া বলিল—"তা' তো বটেই—লোকের কাছে আমার মিথ্যে গ্লানি গেয়ে হাস্‌বে না তো আর হাস্‌বে কিসে বল?"

ধরা পড়িয়া গিয়া শরৎবাবু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন—"মিথ্যে ক'রে আবার কি, আমার সঙ্গে ঝগড়া তুমি করোনি?"

লক্ষ্মী বৃদ্ধকে ঠিক্ কিসের চক্ষে দেখিত জানিনা, তবে সে যে তাঁহাকে উঠিতে বসিতে আনন্দে ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এখন হাসিতে-হাসিতে বলিল—"ক'রিনি কেন, কিন্তু কেন যে ক'রতুম, তা' তো আর সত্যি ক'রে বলা হ'ল না;—আমার যখন মাথাটাতা ধ'রে কষ্ট হ'ত, ও তখন কোথাও কিছু নেই, অম্‌নি কি ব'লে আমায় রাগাতো জান গোকুল-দা—আমি যেন, তুমি আসনি ব'লে দুঃখু ক'র্‌চি, গায়ের জোরে এম্‌নি বুঝে নিয়ে, ব'ল্‌তো—তোর গোকুল-দা……আমিও তেম্‌নি খুব ক'রে ঝগ্‌ড়া ক'র্‌তুম।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"হ্যাঁ, তা' আমি বল্‌তুম বটে ভায়া, বল্‌তুম,—তোর গোকুল-দা মরে গেছে—" বলিয়া স্ত্রীর মুখপানে কেমন এক প্রকার দৃষ্টিতে চাহিয়া নিজের কথায় নিজেই হাসিতে লাগিলেন।

[ ১১ ]

ছয় দিন পরে 'মহা' না হইলেও 'বেশ' সমারোহে গোকুলের মা'র শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। তা' ত গেল, কিন্তু বিনয়বাবুরও এদিকে যে মাথা ঘুরিয়া গেল।—তাহার উপায় কি?—মেয়ে যে এগার পার হইয়া বারোয় পা দিয়াছে,—এখন আরো এক বৎসর গোকুলের মুখ চাহিয়া তাহার বিবাহ না দিয়া রাখা যায় কি করিয়া! তিনি এখন কেবলি এই বলিয়া অনুতাপ করিতেছেন যে, গোকুলের পরীক্ষা দেওয়া শেষ হইয়া গেলেই তিনি কেন বিবাহ দেন নাই? পুরুষ মানুষ হইয়া তিনি কেন মেয়েদের কথায় ভুলিয়াছিলেন? মেয়েকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে—মাঝে মাঝে জ্বর হইতেছে, তাই বলিয়া তাহার বিবাহ কেন বন্ধ রাখিলেন? ইত্যাদি ভাবিয়া কখনও নিজের উপর, কখনও বা মেয়েদের উপর রাগে ফুলিতে লাগিলেন।

মায়ের শ্রাদ্ধ হইয়া গেলে একদিন ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের পত্র পাইয়া গোকুল আরও পড়িতেই মনস্থ করিয়া কলিকাতায় গিয়া কোন কলেজে ভর্ত্তি হইয়া পড়িবার ইচ্ছা করিল। নারায়ণীও ইহাতে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া ব্যতীত কোনরূপ অমত করিলেন না। কিন্তু বাড়ীতে কেবল তিনি ও বৃদ্ধ ভৃত্য হরিপদ ভিন্ন আর কেহই ছিল না; কাজেই, পিসি-মার একা থাকিতে বড়ই কষ্ট হইবে ভাবিয়া, গোকুল এমন একটী স্বজাতিয়া বিধবাকে নিযুক্ত করিয়া গেল, যে, সর্ব্বদাই নারায়ণীর সঙ্গে এ বাড়ীতেই থাকিবে এবং সকল কাজেই তাঁহার সহায়তা করিবে।

মায়ের অসুখের জন্য লক্ষ্মী তখন মামার বাড়ী আসিয়াছিল। কলিকাতা রওনা হইবার পূর্ব্ব-দিন গোকুল তাহাদের বাড়ী গিয়া লক্ষ্মী ও

তাহার মা সরস্বতী, গ্রামের মধ্যে তাহাদের এই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী রমণী দু'টীকেও পিসি-মার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার বিষয় অনেক করিয়া বলিয়া যাইতেও বিস্মৃত হইল না। আর তাহার খুড়িমা মনোরমা; তিনি তো তাহাদের আপনার কেহ বলিলেই হয়, সুতরাং এ বিষয় সে তাঁহাকে আর অনুরোধ করিয়া যাইবে কি!

সে যাহা হউক, দেখিতে-দেখিতে বৎসর ঘুরিয়া গেল। তারপর একদিন বেলা প্রায় দশটার সময়, বোসেদের বাড়ীর গাড়ী যখন বর ক'নে লইয়া বাড়ীর সদরে আসিয়া থামিল, তখন বাড়ীর ভিতর হইতে শঙ্খধ্বনি ও জনকয়েক রমণী কণ্ঠের মিশ্রিত হুলুধ্বনি শূন্যে উত্থিত হইয়া গ্রামের অনেক দূর পর্য্যন্ত গোকুলের মা কুসুমের দুঃখটা সে দিন আবার নূতন করিয়া ঘোষণা করিয়া দিল।

ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট নব-বধূ অমিয়াকে সেই দিন প্রথম দেখিয়া লক্ষ্মীর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে কি যেন কেমন-কেমন করিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহা ঠিক্ কেন এবং কি রকম যে করিয়াছিল, তাহা সে নিজেও ঠিক্ করিয়া বলিতে পারে না।

তারপর একদিন বিনয়বাবু আসিয়া মেয়ে লইয়া গেলেন। কলেজের গ্রীষ্মের লম্বা ছুটী শেষ হইতে তখনও কিছুদিন বাকী ছিল বলিয়া গোকুল বাড়ীতেই রহিয়া গেল।

কিছুদিন হইতে সরস্বতীর প্রকৃত রোগ ধরা পড়িয়াছিল—উহা যক্ষ্মা। স্বামীর অনুরোধে লক্ষ্মী হুগ্‌লি হইতে ভাল ডাক্তার আনাইয়া মায়ের উপযুক্ত চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছিল। গোকুল প্রতিদিন আসিয়া সরস্বতীর পাশে বসিয়া আপনার নিরতিশয় সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা অনুসারে

মাঝে-মাঝে তাঁহার নাড়ী টিপিয়া, কাশির শব্দ শুনিয়া এবং কফের বর্ণ পরীক্ষা করিয়া যাইত। আজ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়াছে শুনিয়া, ভোর হইতেই এ বাড়ী আসিয়া ডাক্তার বাবুকে সকাল-সকাল আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া লোক পাঠাইয়া দিয়াছিল।

সরস্বতী গোকুলকে কাছে বসিতে বলিয়া, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন—"আর জন্মে তুমি আমার পেটের ছেলে ছিলে গোকুল।" বলিয়াই খুক্-খুক্ করিয়া দুইবার কাসিলেন। গোকুল বলিয়া উঠিল,—"ও-কথা আজ তো তুমি নতুন ব'লছ না মাসি-মা!"

তিনি বলিলেন,—"তা' জানি বাবা। কিন্তু আজ আমার মন এ-কথা ঠিক যেমন ক'রে ব'লছে গোকুল, এমন সত্যি ক'রে বোধ করি আর কখনও বলিনি—ব'লতে পারিনি; এ তুমি বেশ জেন বাবা।" বলিয়া আবার কাসিলেন।

গোকুল কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—"ও-কথা থাক্ না মাসি-মা।"

"না বাবা, আরো তুমি থাক্‌তে বল? আমি আর কতক্ষণ গোকুল; জানি, তোমরা সব এ কথা মুখ দিয়ে ব'লতে আমায় মানা ক'র্‌বে, কিন্তু মুখে 'ম'র্‌বো না' 'ম'র্‌বে না' ব'ল্‌লেই মানুষ যে না মরে তা' তো নয় বাছা।" বলিয়া কাশি আসিতেই চুপ করিলেন। কাশি হইল না। এতগুলি কথা বলার পরিশ্রমে হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন; একটু জিরাইতে লাগিলেন। এই অবসরে গোকুল বলিয়া উঠিল—"সে যা' হোক্ মাসি-মা তুমি এখন বেশী বোকোনা।"

"না বাবা, আর তার শক্তিও বড় আমার নেই, তাই কথাগুলো শেষ ক'রে ব'ল্‌তে পাল্লেই নিশ্চিন্ত হই। ছাখ' বাবা, এই একটী কথাই আমি

অনেকদিন থেকে ভেবে আস্‌চি, যে, মানুষ যা' আশা করে, যেমনটি হ'লে তার মনে শান্তি হয়, এ জগতে তা' হ'বার জো নেই ;—তাই এখন আর সেজন্যে আমি কোন দুঃখ করিনে গোকুল। ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি বাবা, লক্ষ্মী আমার যা' পেয়েচে, তা'তেই ও-যেন শান্তি পায়।" তিনি থামিলেন, বোধ করি মনের আবেগ-উচ্ছ্বাস সংযত করিবার মানসেই, থামিলেন। তাঁহার চোখের কোণে দুই ফোঁটা অশ্রু আসিয়া পড়িল। চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—"যাক্, ও যে খেতে পর্‌তে কখনও কষ্ট পাবে না, এও একটা ভাগ্যের কথা।" এই সময় গরম দুধের বাটি লইয়া লক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়া মাকে বলিল—"ও কি মা, অমন ক'রে ব'ক্‌চ কেন ?" বলিয়া গোকুলের মুখপানে চাহিল। গোকুল অপরাধীর মত বলিয়া উঠিল—"আমি কি ক'র্‌বো লক্ষ্মী—এত ক'রে বারন ক'চ্ছি, মাসি-মা যে আমার কথা শুন্‌চেই না।"

লক্ষ্মী সে কথার কোন জবাব না দিয়া বলিল—"ওঠ' মা দুধ এনেচি খাও।"

"না বাছা, এখন আর খেতে ইচ্ছে নেই ; আমার মাথা খাস্ লক্ষ্মী, ও নিয়ে আমায় আর বিরক্ত করিস্‌নে মা ; বরং তুইও একটু আমার মাথার কাছে ব'স্—" বলিয়াই কাসিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীও আর বেশী পীড়াপীড়ি না করিয়া মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। বসিয়া গোকুলের মুখপাণে চাহিয়া বলিল—"ডাক্তার বাবুকে খুব শীগ্‌গীরি আস্‌তে লিখে দিয়েচ তো গোকুল দা ?"

সরস্বতী বলিয়া উঠিলেন—"আরও ডাক্তার কেন লক্ষ্মী স্বয়ং মহাদেব এলেও যে আর আমার কিছু ক'র্‌তে পার্‌বে না, তা' কি তোরা বুঝতে

পারিচিসনে বাছা—না না, অষুধ আর আমি খা'ব' না—শেষ সময় আমায় আর জালাতন করিস্‌নে লক্ষ্মী—" লক্ষ্মী "ও কি কথা বল মা ?" বলিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সরস্বতী মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বলিলেন,—"দেখিস্‌ বাছারা, মরবার সময়েও আমি যেন এম্‌নি ক'রেই তোদের দু'জনকে দু'পাশে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মর্‌তে পাই। এ আমার বড় সাধ গোকুল, দেখিস্‌ বাছারা, এ সুখে তোরা যেন আমায় বঞ্চিত করিস না!—হ্যাঁরে, দাদাকে আজ সকাল থেকে দেখ্‌ছিনে কেনরে ?"

লক্ষ্মী ভিজা গলায় বলিল—"কি জানি, বাবুরা কি জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিল,—সেই ভোর বেলা গোকুলদা'কে ডেকে দিয়ে গেছে—এখনও তো এল না।"

সরস্বতী বলিলেন—"এল না, আস্‌বেই এখন—আহাঃ!—তা'র মনে যে কি হ'চ্ছেরে, তা' তোরা কি বুঝ্‌বি বাবা"—বলিতে বলিতেই ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে, সরস্বতী বলিলেন —"ছাখ্‌ বাবা গোকুল, এর পর আর হয় তো বলায় সময় পাবো না, হয় তো বলবার শক্তিও থাক্‌বে না—তাই এখুনি তোকে আর একটী শেষ কথা ব'লে রাখি মাণিক—আমার এই কথাটী কখনও ভুলিস্‌নে গোকুল;—লক্ষ্মীকে-আমার ফেলিস্‌নে—মেয়ের-আমার বড় অভিমান বাছা, তাই ব'ল্‌ছি, ও যদি তোর কাছে এসে কখন কোন' খোট আব্দার করে, তুই বাবা সাধ্যমত বিরক্ত হোস্‌নে—বল্‌ বাবা, তোর মাসিমায়ের

এই কথাটি চিরদিন মনে রাখ্‌বি ?" এই বলিয়া আপনার শীর্ণ হস্তে তাহার একটী হাত চাপিয়া ধরিলেন। গোকুল বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"রাখ্‌বো বৈকি মাসি-মা—আর ও ছাড়া আমারই বা তেমন আপনার লোক আর কে রৈল বল ?"

"তা' যা' ব'লেছ গোকুল—ও যে তোমার কত বড় আপনার, সে কথা আমি যেমন জানি, তেমন জানা সংসারে আর তো কেউ জানেনা বাবা"—বলিতে-বলিতে ডুগ্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

[ ১২ ]

সরস্বতী সত্য কথাই বলিয়াছিলেন, তাঁহার আর সময় নাই। সেই দিন-ই রাত দু'টার সময় তাঁহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছিল; ওদিকে কয়েক দিন পূর্ব্বে কলেজ খুলিয়া গিয়াছিল, ইহা ভিন্ন আর বাড়ী বসিয়া থাকিবার-ই বা আবশ্যক কি, এই ভাবিয়া গোকুল আজ প্রায় পঁচিশ দিন হইল, কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিল। আজ আবার মাসিমার শ্রাদ্ধোপলক্ষে বাড়ী আসিল।

শরৎবাবু খুব ঘটা করিয়া শাশুড়ীর শ্রাদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন। দাদা সত্য চরণ বেশ করিয়া গাঁজায় দম দিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিলেন। গোকুল অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মত আসিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াই পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সে যাহা হউক, এদিকে কিন্তু বড়ই একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই হইয়াছে যে, ভগিনীর দেহ সৎকার করিয়া আসিয়া সেই যে দাদা ঘণ্টা

খানেক কাঁদিয়াছিলেন সেই কান্নাই তাঁহার শেষ কান্না হইয়া গিয়াছে; তাহার পর এই এক মাসের মধ্যে কেহই আর তাঁহাকে ক্ষণেকের জন্যও ভগিনীর উদ্দেশে কাঁদিতে দেখে নাই। তবে তফাতের মধ্যে এই হইয়াছে যে, আজ কাল যতই দিন যাইতেছে, গাঁজা তাঁহার পক্ষে ততই প্রিয়তর হইতে প্রিয়তম হইয়া উঠিতেছে। লক্ষ্মী মানা করিতে গেলে তিনি কখনও শান্ত ছেলেটির মত মাথা হেঁট করিয়া থাকিতেন আবার কখন বা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিতেন,—"যা বাপু যা; ভ্যান্-ভ্যান্ করিস্‌নে আমার কাছে। গাঁজা কি আজ আমি নতুন খাচ্চি নাকি?" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই হঠাৎ চোখ মুখের ভাব কেমন একপ্রকার করিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিতেন,—"ছাখ্ গাঁজা আমি খাই বটে, কিন্তু লোকের মত খাওয়া আমি একদিনও খাইনি, একথা আমি বড় গলা ক'রে বল্‌তে পারি, তা জানিস্? আর, গাঁজা যত খারাপ জিনিসই হোক, আমার কিন্তু ভালই ক'রেছে; তুই বলিস কিরে? রাঙা বৌয়ের মরার বছরটা না ঘুর্‌তেই পুটীও যখন মল', তখন আমি বলে তাই, আর এই গাঁজা খেতে ধ'রেছিলুম ব'লেই তাই টিঁকে গিছ্‌লুম—অন্য কেউ হ'লে তা'দের মরণের সঙ্গে সঙ্গেই গলায় দড়ি দিয়ে মরত,'—তোদের মা বেটীর মুখ চেয়েও দু'দিন থাক্‌তে পার্‌তো না—" ইত্যাদি আরও কত কি অনর্গল বলিয়া যাইতেন। আর ইহার ফলে লক্ষ্মীর শোক সন্তপ্ত হৃদয়ের মধ্যে এমনি একটী নিবিড় ব্যথা ধীরে-ধীরে ঘনাইয়া উঠিতেছিল যাহার জ্বালায় সে দিন-দিন অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। মায়ের শোক তাহার হৃদয়ে ক্রমেই সহিয়া যাইতেছিল বটে, কিন্তু তাহার এই পিতৃতুল্য মামার এইরূপ ভাবান্তর তাহার মনের মধ্যে যে অপূর্ব্ব ভীতির সঞ্চার করিতে

লাগিল। তাহাতে সে দুই চক্ষে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিল

অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আজ ধীরে-ধীরে মামার সুমুখে গিয়া ভয়ে-ভয়ে বলিল,—"মামাবাবু, আমি একটা কথা বল্‌বো; বল রাখবে?"

মামাবাবু এখন বাড়ীর উঠানের শিউলি গাছের তলায় বসিয়া অতি সন্তর্পণে গাঁজা সাজাইয়া কলিকায় ভরিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন—"কি বল্‌না।"

"তোমার আর এ বাড়ী থাকা হ'বে না—আমি তোমায় সঙ্গে ক'রে ও-বাড়ী নিয়ে যাবো—ও-খানেই তোমাকে থাকতে হবে।"

তিনি হাসিতে-হাসিতে বলিলেন,—"দূর পাগ্‌লী—সে তুই বল্‌বি, আমি জানি; তোদের টাকা আমি কেন খাব, মা? তবে যে তোর বিয়ের সময় আর সরোর জন্যে, শরৎ বাবাজির টাকা নিতে রাজি হয়েছিলুম কেন, গ্রামের লোক তার কি বুঝ্‌বে লক্ষ্মী? লোকে নিন্দে কর্‌'বে ব'লে, আমি তো আর সেই ভয়ে নিজের জামাইয়ের মনে কষ্ট দিতে পারিনে। তুই সরে যা—ধোঁয়া লাগ্‌বে।" বলিয়া সোঁ করিয়া কলিকায় টান দিয়া খক্ খক্ করিয়া কাসিতে কাসিতে মুখ রাঙা করিয়া ফেলিলেন। কাশির বেগ কম পড়িলে লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া পুনরায় বলিলেন,—"কিরে, তুই যে এখনও দাঁড়িয়ে রৈলি?—না মা না, সে তুই যা-ই বল্, আমি কিন্তু কোন মতেই তা' পার্‌বো না; আর তা' ছাড়া পরশু রবিবারে আমি যে কাশী যাবো ঠিক ক'রিচি—আর তা' যাবোও নিশ্চয়-ই।"

লক্ষ্মীর কাঁদিয়া ফেলিবার ইচ্ছা হইল। অতি কষ্টে কান্না চাপিয়া বলিল,—"সে আবার কি? না-না তুমি বল, আমার সঙ্গে যাবে কি না; আর যাবে না-ই বা কেন? আমাদের পয়সা তোমায় তো খেতে বল্‌চিনে—আর এমন কথা বল্‌তেই বা হ'বে কেন বল?"

আত্ম-প্রশংসায় পুলকিত হইয়া মামাবাবু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন,—"হ্যাঁ মা, আমার হ'য়ে বল্‌তো—আমি কি অরোজগারী যে তোদের পয়সা খাবো?" বলিয়া কণ্ঠস্বর অল্প পাল্টাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"তা আমি জানিরে জানি। লোকের যা'র যা ইচ্ছে বলে না কেন, তোরা কিন্তু মা'বেটীতে এ বেইমানি কোনদিন যে কর্‌তে পার্বিনে, তা' আমি জানি লক্ষ্মী। এঃ!—নিভে গেল যে—"বলিয়া পুনরায় আগুন ধরাইয়া আর একটী টান মারিলেন। তারপর আবার বলিতে লাগিলেন,—"সরো আমার স্বর্গে গেছে মা; সে কিন্তু সেখানে দেবতাদের কাছে আমার নাম ক'রে কি সব ব'লে বেড়াচ্চে জানিস্?" বলিয়া উজ্জ্বল চক্ষে লক্ষ্মীর মুখপানে চাহিলেন, বলিলেন,—"নাঃ, তুই এখনও ঢের ছেলে মানুষ আছিস লক্ষ্মী। সে সব কথা তুই বুঝ্‌বিনে; মনে মনে ব'ল্‌বি, মামা অহঙ্কার কর্‌চে।" বলিয়া আবার একটী দম দিলেন।

লক্ষ্মী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিল। মামাবাবু মুখের ধোঁয়া ফেলিয়া আর একটা কি বলিতে যাইতেছিলেন, লক্ষ্মী বিরক্ত ভাবে বাধা দিয়া বলিল,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি,—তুমি এখন কবে যাচ্ছ তাই বল?"

"কোথা, তোর বাড়ী?—দুর, সে আমি পার্‌বো না।"

ইহার পর লক্ষ্মী তাঁহার পা ধরিয়া কত কাঁদিল কত বুঝাইয়া বলিল,

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে লক্ষ্মী যখন কাঁদিতে-কাঁদিতে রাগভরে বলিল,—"এ তোমার ভারি অন্যায় কিন্তু মামা।" তখন মামাও বলিয়া উঠিলেন,—"তা' তো ব'লবি-ই রে তোরা! সে দিন নারাণও ঐ কথা ব'ল্‌ছিলো। সরোর শ্রাদ্ধ হ'য়ে যা'বার পরেও যে এতদিন এই বকনাহাটীর মধ্যেই বাস করলুম, তা'র জন্যে আমাকে সব ভাল বলা চুলোয় গেল, উল্টে আমি অন্যায় করলুম বৈকি!"

ইহার পর হঠাৎ যে দিন শুনা গেল যে, সত্যবাবু কাশীবাস করিয়াছেন, সেদিন গ্রামের লোক পরস্পর মুখ চাহাচাহি করিল এবং কেহ কেহ বলিল, "এত দিন যে ছিল, এইটেই আশ্চর্য্য—যাওয়াটা ওর পক্ষে কিছু আশ্চর্য্য নয়।

[ ১৩ ]

আজ দুপুর বেলা লক্ষ্মী তাহার হরিপদ দা'র আগমন প্রতিক্ষায় অতিশয় উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়াছিল বলিয়াই বোধ করি রৌদ্রক্লান্ত বৃদ্ধের প্রথম ডাক তাহার কাণে গেল না।

তাহার পর' দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। এফ, এ, পরীক্ষা দিয়া গোকুলের বাটী আসিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে নারায়ণী বধূমাতাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবার কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু মেয়ে তখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে নাই বলিয়া ডাক্তারের অমতে বিনয় বাবু মেয়ে পাঠাইতে সাহস করেন নাই। বলা বাহুল্য, সেবার গোকুলের সস্ত্রীক বাটী আসা হয় নাই।

গোকুল এখন বি, এ, পড়িতেছে। আজ কয়েক দিন হইল,

বাড়ীর পত্র পাইয়া সে জানিয়াছে যে, পিসিমার সহিত যে বিধবা স্ত্রীলোকটী বাস করিতেছিল, সে আর নাই; এ বাটীর কাজ ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। লোক রাখার সুখ নারায়ণী যথেষ্ট পাইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার আর বাজে লোক রাখিবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি জানাইয়াছেন, বৃদ্ধ হরিপদ ও তাঁহার চোদ্দ বৎসরের বধূমাতাকে লইয়াই তিনি বেশ থাকিতে পারিবেন। ইহা ভিন্ন গোকুলও কোন্ না বৎসরের মধ্যে দুই তিন বার বাড়ী আসিবে? সে যাহা হউক, এবারেও বৈবাহিক মহাশয় মেয়ে পাঠাইতে আর যেন কোনরূপ অন্যথা না করেন ইহাই তাঁহার নিকট তাঁহার একান্ত প্রার্থনা।

ওদিকে মেয়েও বেশ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া গতকল্য রাত্রি আটটার সময় বিনয়বাবু নিজে আসিয়া মেয়ে রাখিয়া গিয়াছেন। গোকুলের আসার বিশেষ সুবিধা হয় নাই।

নারায়ণীর আদেশমত গতকল্য রাত্রি ন'টার পর হরিপদ আসিয়া লক্ষ্মীকে বলিয়া গিয়াছিল যে, আজ দুপুর বেলা আসিয়া সে তাহাকে লইয়া যাইবে। সেই জন্যই লক্ষ্মী আজ একটু সকাল-সকাল আহারাদি শেষ করিয়া হরিপদর অপেক্ষায় বসিয়াছিল এবং আপন মনে কি যে মাথামুণ্ডু ভাবিতেছিল তাহার ঠিকানা ছিল না—কেবলি আয়নায় মুখ দেখিতেছিল মুখের ভাব ঠিক্ আছে তো! কিন্তু আছে কি না, বারবার দেখিয়াও দু'য়ের কোনটিই স্থিরিকৃত হইতেছিলনা বলিয়া মাঝে মাঝে অসহ্য বিরক্তিতে হৃদয় তাহার ভরিয়া উঠিতেছিল।

লক্ষ্মী হঠাৎ চকিত হইয়া শুনিল—"খট্—খট্—খট্—ও লক্ষ্মী, ওগো ও খেঁদীর মা দরজাটা—"

লক্ষ্মী ছুটিয়া উঠানে আসিতে আসিতে বলিল—"কে, হরিপদ দা ?"

বাহির হইতে হরিপদ হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিল—"হ্যাগো দিদি-মণি—শীগ্‌গীর দরজা খোল—কি ঘুম বাপ্‌—"

দরজা খুলিয়া দিয়া বৃদ্ধের মুখখানি রাঙা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া লক্ষ্মী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ঘরে আনিয়া তাহাকে নিজে হাতে পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। বৃদ্ধ বাধা দিতে গেল, লক্ষ্মী এক কথায় তাহাকে পরাস্ত করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে হরিপদ লক্ষ্মীর একটা কথার প্রত্যুত্তরে বলিল—"না দিদিমণি—এখন আর সে চেহারা নেই—তা' হ'বেই যে, অনেক দিন ভুগেছিল কি না—এখন কিন্তু বেশ হ'য়েচে—"

বৃদ্ধের হাঁক-ডাকে ওদিকে তখন গেঁদীর মায়ের কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে মুখখানি 'হাঁড়ি' করিয়া দালানে আসিয়া বসিয়াছিল। বৃদ্ধের কথাটা তাহার গায়ে সহিল না। বলিয়া উঠিল—"হ্যাগো হ্যা—আজ আমিও হাটে যাবার সময়ে দেখে এসেচি—কিন্তু যাই বল বাবু—আমাদের মা'র কাছে সে কিন্তু লাগে না!" হরিপদ কুণ্ঠিত হইয়া কি একটা বলিতে গেল। লক্ষ্মী উভয়কেই বাধা দিয়া ঝিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"তুই আর জ্বালাস্‌নে হেমা—থাম্‌।"

হেমা হঠাৎ যেন হাতাহাতি করিবার উপক্রম করিয়া বলিল—"কা'র ভয়ে থাম্‌বো মা ?—তুমি নিজের রূপ দেখ্‌তে পাওনা ব'লে, অন্য লোকেও তা' কি পাবে না ব'ল্‌তে চাও ; তুমি যেমন দেহের অযত্ন কর মা, এমন আর কোথাও কোন মেয়েমানুষকে ক'র্‌তে দেখিনি, মাইরি।"

লক্ষ্মী তাহার এই ঝিটার স্বভাব ভালরূপেই জানিত। বিরক্তভাবে

বলিল—"ক'টা মানুষ দেখেছিস্ তুই মা ? ধাম বাবু, সব সময় ভাল লাগে না।"

ভাল যে তাহার লাগে না, হেমা তাহা নিজেও বুঝিত; সুতরাং চুপ করিয়া গেল।

*       *       *       *       *

লক্ষ্মী পাল্কী হইতে নামিয়া বাড়ী ঢুকিয়া শিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া দেখিল, মনোরমাও আসিয়াছেন। দেখিয়া সে প্রথমে তাঁহাকে, পরে নারায়ণীকে প্রণাম করিল। মনোরমা আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং নারায়ণী আপনার বধূমাতার মুখপানে চাহিলেন। ইঙ্গিত বুঝিয়া বৌমা লক্ষ্মীকে প্রণাম করিতে গেল, লক্ষ্মী তাহাকে মধ্যপথে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল— "থাক্ ভাই—আমাকে তোমার নমস্কার কর্‌তে নেই—"

নারায়ণী প্রতিবাদ করিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, লক্ষ্মী সে কথা চাপা দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা পিসি-মা, তোমার বৌমা আমায় চিন্‌তে পারে কি না জিজ্ঞেস্ কর'তো—"

"তুই নিজেই কর্‌না মা" এই বলিয়া নারায়ণী কেমন এক প্রকার দৃষ্টিতে বৌমার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন—"পার্‌বে পার্‌বে—মাকে আমার তোরা সব কি মনে করিস্ বল্‌দিকি ?"

লক্ষ্মী মুখ টিপিয়া-টিপিয়া হাসিতে-হাসিতে প্রশ্ন করিল—"কি ভাই, আমাকে চিন্‌তে পার ?"

এইবার মনোরমা কথা কহিলেন; স্নেহ-মিশ্রিত কৃত্রিম শ্লেষের স্বরে বলিলেন—"হায় হায়! শুধু চিন্‌তে পারে! সে দিকে মেয়ে আমাদের খুব গো। বাপের বাড়ী গিয়ে লক্ষ্মীর সুখ্যাতি মেয়ের মুখে ধরে না, জান দিদি।

বাপ যে অত টাকার গয়না দিলে, তুমি আমি যে দিলুম, তা'তে মেয়ের মন পেলুম না ;—সে-ই যে ওর চেয়ে একটু বড়, কাদের সেই সুন্দর বৌটী —বিয়ের সময় যে ওকে "কাপ" উপহার দিয়েছিল;—সে ওর কে হয় পিসি-মা , তাই ওকে ব'ল না !"

এই বলিয়া তিনি স্নেহমাখা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ভাইঝির আরক্ত মুখখানির পানে চাহিয়া বলিলেন—"সাধ ক'রে বলে, যে, মেয়েছেলের মত নেমকহারাম জাত আর দুনিয়ায় নেই।" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

এই সময় কি জানি কেন, লক্ষ্মীর মুখখানি ক্ষণেকের জন্য যে চুপ্ করিয়া শুকাইয়া গেল, কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না।

নারয়ণী বধূমাতার পক্ষ সমর্থন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন— "তা' এতে আর বৌমায়ের এমন দোষ কি হ'য়েছে দিদি ?" বলিয়াই জানিনা এ ঘটনার সঙ্গে কোন্ সাদৃশ্য থাকায় নিজের ভাজ স্বর্গীয়া কুসুমের কথাটী তাঁহার মনে পড়িয়া গেল ; হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিলেন,— "আমার কুসমিও কি ঠাকুর-ঝি ব'লে আমাকে কম ভালবাস্তো গো—"

এমন জানিলে ভাই-ঝির সঙ্গে এরূপ পরিহাস করিতেন না ভাবিয়া মনোরমা লজ্জিত ও ব্যথিত হইলেন এবং আর্দ্রকণ্ঠে দিদিকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ওদিকে লক্ষ্মী অমিয়ার হাত ধরিয়া ও-দিকের একটা ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

## [ ১৪ ]

মাস দেড়েক পরে একদিন দুপুর বেলা, নারায়ণী লক্ষ্মীর সাহায্যে বৌমাকে পত্র লিখিতে আদেশ দিয়া আপনার ঘরে যাইয়া শুইয়া পড়িয়া-

ছিলেন। এখন তাহারা যে ঘরটার মধ্যে বসিয়াছিল, তাহা বৌ-মায়ের ঘর বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

আজ কাল উভয়ের বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে অমিয়ার নামে লক্ষ্মীর বুকের ভিতরটায় কিসের যে সেই আশঙ্কা হইত, আজ কাল তাহা আর হয় না: যাহা হয়, তাহা পূর্ব্বের মত মারাত্মক নহে বরং প্রীতি-দায়ক। পূর্ব্বে লক্ষ্মী ভাবিত, অমিয়া হয় তো তাহার গতি-বিধি লক্ষ্য করিয়া-করিয়া তাহার প্রতি এমন একটা ধারণা করিয়া বসিবে যাহার ফলে সে প্রথম-প্রথম রাগ করিবে, তারপর তারপর—হয় ত এ বাড়ীর সঙ্গে লক্ষ্মীর সকল সম্পর্ক চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং ইহার-ই ফলে আরও যে কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে?—কিন্তু আজ কাল লক্ষ্মী ইহা বেশ বুঝিয়াছে যে, স্থান-কাল-পাত্রী হিসাবে সম্ভব হোক্ আর না-ই হোক্, অমিয়া কিন্তু কলিকালের মেয়ে নহে; লক্ষ্মীর কথাবার্ত্তা ও আচার ব্যবহারের মধ্যে দৈবাৎ একটু আধটু বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিয়া আন্দাজে কিছু একটা ধারণা করিয়া লইয়া তাহার প্রতি রাগ বা অন্য কিছু করা অমিয়ার দ্বারা কখনই সম্ভব হইতে পারে না;—উপরন্তু লক্ষ্মী যদি উপর্য্যুপরি তিনদিন এ বাড়ী আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করে, তবে, সে যে তাহার উপর অত্যন্ত অভিমান করিবে সে বিষয় লক্ষ্মীর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; সুতরাং, পাছে তাহার কোন কার্য্যের জন্য অমিয়ার মনে ব্যথা লাগে, এই ভয়ে, লক্ষ্মী আজকাল সদাই শঙ্কিত এবং সেই জন্যই সে আনন্দিত।

ঘরের সানের মেজের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া কোলের উপর চিঠির কাগজ এবং খাতাটী তুলিয়া লইয়া দোয়াতে

কলমটি ডুবাইয়া অমিয়া বলিল, "কি লিখ্‌বো ঠাকুর-ঝি ব'লে দাও না।"

লক্ষ্মী তক্তপোষের উপর ঘরের উত্তর দিকের খোলা জানালার ধারে কনুইয়ের সাহায্যে বালিসের মিথ্যা অভাব দূর করিয়া কাৎ হইয়া শুইয়াছিল এবং বাড়ীর উঠান হইতে যে-নিমগাছটা উঠিয়াছিল তাহারই একটা ডালে বসিয়া দুপুর রৌদ্রে যে-কাকটী বোধ করি বা আপনার সহচরীর বিরহে কাতর হইয়াই ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইতেছিল, তাহারই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। এখন সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল—"তুমি লিখ্‌বে—আমি ত'ার কি ব'লে দোবো ভাই ?"

অমিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে-হাসিতে দিদির মুখখানি দেখিবার চেষ্টা করিতে-করিতে বলিল—"এ আবার কি—আমি বুঝি 'তুমি'—"

লক্ষ্মীও হাসিয়া উঠিয়া অমিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল—"তা'ও ধরিচিস্ বুঝি ?" বলিয়া পুনরায় গম্ভীর হইয়া বলিল—"তা' আমি তো ঠিক কথাই বলিচি অমি—তুই তোর স্বামীকে চিঠি দিবি, আমি ত'ার কি ব'লে দোবো শুনি ?"

"দেবেনা তো ?"

"তবু ছেলেমানুষি করে !—কি'রে, উঠ্‌চিস্ যে !—লিখ্‌বিনে ?"

"আমার লেখ্‌বার জন্তে দায় পড়ে গেচে—পিসি-মা যখন জিজ্ঞেস ক'রবেন, আমি তখন সত্যি কথা ব'লে দোবো।"

লক্ষ্মী হাসিতে-হাসিতে বলিল—"কি ব'লে দিবি ?"

"সে আমি যাই বলিনা—না ভাই, ব'লবে তো বল, না হয় আমি এ সব তুলে ফেলি—"

"আচ্ছা-আচ্ছা বোস্—"

অমি বসিয়া আবার লিখিবার জন্য প্রস্তুত হইল, কিন্তু অভিমান তখনও তাহার মুখখানির উপর চলিয়া বেড়াইতেছিল। বসিয়া বলিল—"বল' কি লিখ্‌বো—ও ঠাকুর-ঝি—"

"এঁ্যা—লেখনা দিদি, লেখ্‌না—গোড়ার কথা লিখ্‌লি ?"

লক্ষ্মীর মুখ দেখিয়া অমিয়ার নিজের উপর একটু রাগ হইল। সে বুঝিল, সে তাহার উপর হঠাৎ রাগ করিয়া উঠিয়া চাইতেছিল বলিয়াই তাহার ঠাকুর-ঝির মনে বোধ করি ব্যথা লাগিয়াছে। সে তখন অতিশয় বিনয়ের সহিত বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি দিদি—কি লিখ্‌বো বল'না।"

লক্ষ্মী নিজের মন সংযত করিয়া সহজকণ্ঠে বলিল,—'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় লিখে তারপর প্রথমে যা লিখ্‌তে হয় তা' লিখিচিস্ ?"

অমিয়া খুসি হইল, বলিল—"তারপর কি লিখ্‌তে হয় দিদি ?"

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল—"এত বড় মেয়ে, তা'ও বুঝি জান, না—তোর নেকামো দেখে সত্যি বল্‌ছি অমি, এক এক সময়ে আমার গা জ্বলে যায়। সত্যি জানিস্ নে—?"

"জানি-জানি-জানি—আমার মামাতো বোন গিরি যখন তা'র বরকে লিখ্‌তো, আমি তখন দেখ্‌তুম।"

"আচ্ছা তবে লেখ।"

লেখা হইলে লক্ষ্মী বলিল,—"কি লিখ্‌লি পড় ত শুনি।"

অমিয়া নিতান্ত ছেলে মানুষ নয়, তাই তাহার লজ্জা হইল, বলিল,—

"যাঃ—এ নাকি পড়তে আছে—আমি বুঝি আর জানিনে, না? এই দেখো—"বলিয়া সুমুখে ধরিল।

লক্ষ্মী পড়িল,—"প্রানেশ্বর"—মুখ টিপিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল—" "তবে রে হাবী, তুই নাকি কিছু জানিস্ নে?"

অমি বলিল,—"তুমি-ই তো বল ও কথা—"

"আচ্ছা, তুই লেখ" এই বলিয়া লক্ষ্মী বলিয়া যাইতে লাগিল এবং অমি তাহা লিপিবদ্ধ করিতে লাগিল। কয়েক ছত্র লিখিবার পর অমিয়া একবার মুখ তুলিয়া লক্ষ্মীর মুখপানে চাহিতেই লক্ষ্মী বলিল,—"যা বলি, তুই লেখ না—"অমি তখন পুনরায় কলম চালাইল। কিছুক্ষণ পরে অমি বলিল,— "আঃ—এত তাড়াতাড়ি কি লেখা যায়, একটু আস্তে-আস্তে বল না ভাই।" মিনিট তিনচার পরে অমি আরও একটু অধিক বিরক্ত হইয়া বলিল—"তুমি যে সেই ঘুগুকাঁদের জো ক'রলে দিদি—তা' ব'লে এত আস্তে—বল, তারপর কি?" ইহার পর অমি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া হঠাৎ কাগজ কলম গুটাইয়া লইয়া উঠিয়া পড়িল। দেখিয়া লক্ষ্মী বলিল—"কিরে, এখনও তো শেষ হয়নি, উঠ্লি কেন?"

ঠাকুর-ঝির প্রতিও অমিয়ার বড় কম রাগ হয় নাই। আহত কণ্ঠে বলিল,—"নেই হোক্‌গে যাওঃ, তোমার তো ভারি অন্যায় ঠাকুরঝি—অসুখ-ই যদি ক'রেচে, তা' হ'লে আজ না হয় না-ই হোতো—পিসি-মা তো আর বলেননি, যে আজকেই লিখ্‌তে হবে।" লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, —"দূর পাগ্‌লি,—সাধ ক'রে কি তোর নাম রেখেচি 'হাবী'—কে তোকে ব'ল্লে, আমার অসুখ করেচে?"

অমি আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল,—"ও—বুঝিচি,

তুমি ইচ্ছে ক'রে মুখখানা অমনি ক'রে ও-দিক তাকিয়ে ছিলে, না ?—তুমি কিন্তু বেশ তো পার ঠাকুর ঝি—আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, তখন তোমায় যে দেখ্‌তো, সেই ও কথা ব'লতো—"

"আচ্ছা তুই লেখ—শীগ্‌গীর শেষ ক'রে ফেল্।"

এই কথায় অমি আবার নূতন করিয়া ভুল করিতেছে কিনা, তাহাই বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিল। তারপর পত্র লেখান' শেষ করিয়া লক্ষ্মী বলিল—"ইতি, তোমার শ্রীচরণের দাসী, তারপর তোর নাম দিয়ে কি লিখ্‌লি পড় তো, শুনি—"

অময়া পড়িতে লাগিল ;—

শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়।

প্রানেশ্বর !

আমি তোমার অমিয়া পিসি-মা আমায় লিখিতে বলিলেন তাই তোমায় পত্র দিতেছি আমার কোন দোষ নাই আর তোমায় পত্র দিব তাহাতে আমার দোষ কি। পিসিমা যে কয়েকটী কথা লিখিতে বলিয়াছেন তাহা পরে বলিতেছি প্রথমে নিজের কথাগুলি বলিয়া লই। তুমি তো জান যে আজ প্রায় দেড় মাশ হইতে চলিল আমি এখানে আসিয়াছি ভাবিয়াছিলাম এবার তুমিও শিঘ্রই একবার আসিবে যুগলে দেখিয়া পাড়ার লোকের চক্ষু জুড়াইবে। একটী আশাও করিয়াছিলাম কি শুনিবে মনে হইয়াছিল আর পড়ার চাপে নিতান্তই যদি না আসিতে পার তাহা হইলে নিশ্চয়

তোমার একখানি পত্র পাইব। এবং তাহাতেই জানিব তুমি দয়া করিয়া আমাকে দু একটি ভার লইতে বলিয়াছ এমন শ্রীছাড়া আশাকে মনের মধ্যে স্থান দিয়া আমি যে কত বড় ভুল করিয়াছিলাম তাহা এখন বেশ বুঝিতেছি। যাহা হউক আশা করিয়াও তোমার কাছে যে ভার পাইলাম না পিসিমা কিন্তু তাহাই গ্রহন করিবার জন্য আমাকে অনেক করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার উপর রাগ করিও না। খতি হইবার ভয় নাই আর একটা কথা বলি। কলিকাতায় বসিয়া তোমার পাসের পর পাস দেওয়ার কি শেষ হইবে না। না হৌক পড়িতে তোমায় মানা করি না আর তাহা করিবারিবা আমার অধিকার কি। কিন্তু মাঝে মাঝে বাড়ী আসিয়া চোখের দেখা দিতেও কি পার না। পুরুষ মানুষ এমনিই বটে সব বুঝিয়াও যে না বোঝার ভান করে তাহাকে তো বোঝান যায় না বোঝাইবার চেষ্টাও তাই করি না।

পিসিমা বলিয়াছেন অনেকদিন হইল পত্র কেন দাও নাই। আরো বলিয়াছেন যত শিগ্র পার একবার বাড়ী আসিবে তিনি ও আমি ভাল আছি। তুমি কেমন আছ লিখিবে। পিসিমা লক্ষ্মী ঠাকুরঝির কথাও লিখিতে বলিয়াছেন সে মাঝে মাঝে এ বাড়ী আসিয়া দেখা করিয়া যায়। অধিক আর কি লিখিব আমার প্রণাম জানিও নিবেদন ইতি—

তোমার শ্রীচরণের দাসি
অমিয়া সুন্দরী।

পত্রপাঠ শেষ করিয়া অমিয়া বলিল,—"একি রকম চিঠি দিদি—আমি তো সব কথা—ওকি! সত্যিই তোমার অসুখ ক'রেছে নাকি?"

লক্ষ্মী বলিল—"হুঁ বোধ হয়—দেখি-দেখি কি রকম লিখ্‌লি"— পত্রটী তাহার হাত হইতে লইল। অমিয়ার পড়ার দোষে সমস্ত কথা ঠিক্ বুঝা যায় নাই বলিয়া আর একবার মনে-মনে পাঠ করিল। লেখার দোষেই হোক অথবা আর যে কোন কারণেই হউক এবারেও সব কথা স্পষ্ট বুঝা গেল না। আবার পড়িতে আরম্ভ করিল। কতকটা পড়া হইয়াছে, এমন সময় অমিয়া বলিয়া উঠিল—"থাক্ দিদি, তোমার অসুখ ক'রেছে— ও যা' হয়েছে তাই ভাল। আজ না লিখ্‌লেই হ'তো—ওকি!"

লক্ষ্মীও হঠাৎ তাহার সুরে সুর মিলাইয়া—"হ্যাঁ অমি, তুই ঠিক্ বলিচিস্—অসুখ হ'লে কি চিঠি লেখা যায়—আজ লিখতে না বস্‌লেই হোতো—দূর এ চিঠি ঠিক্ হয় নি—" বলিয়াই ফাঁৎ করিয়া ছিঁড়িয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল।

অমিয়া ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলিল—"হয়েছিল তা' আবার ছিঁড়্‌লে কেন ভাই—যা' হ'য়েছিল তা'ই পাঠিয়ে দিলেই তো হোতো—তুমি যেন ভাই কি!"

লক্ষ্মী বলিল—"দূর্ ও-চিঠি যে ভাল হয় নি।"

## [ ১৫ ]

গ্রামে ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে অবিনাশ পণ্ডিতের পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছিল। তিনি এখন 'গুরুম'শাই'এর পরিবর্ত্তে নবম শ্রেণীর ছাত্রদের নিকট 'স্যার' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জমিদার মহাশয়ের স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর নামানুসারে এই স্কুলের নাম হইয়াছে—'জ্ঞানেশ্বরী হাই স্কুল।' এই পাঁচ বৎসরের মধ্যেই স্কুলটী যে এতটা উন্নত হইতে পারিবে, এমন আশা জমিদার মহাশয় স্বপ্নেও করিতে পারেন নাই।

গত বৎসর গোকুল বি, এ, পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলে, জমিদার মহাশয় তাহাকেই ৫০৲ টাকা বেতনে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তারপর গুণ দেখিয়া তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, আপনি অবসর লইয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহাকেই আপনার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। এ মাত্র পনের দিনের কথা—বিগত ১লা জানুয়ারী হইতে গোকুল 'হেড্‌মাষ্টার' হইয়াছে।

আজ কিসের একটা ছুটী ছিল। অবিনাশ পণ্ডিত বেলা প্রায় ৩টার সময় লক্ষ্মীদের বাড়ী ঢুকিয়া দেখিলেন, খেঁদীর মা উঠানের একধারে বসিয়া গরুর বিচালি কাটিতেছে। বলিলেন,—"কিগো খেঁদীর মা—দিদিমণি এখনও ঘুমুচ্চে নাকি?"

লক্ষ্মী আপনার ঘরের মধ্যে কি করিতেছিল;—ব্রাহ্মণ যে নিঃস্বার্থে এতখানি পথ হাঁটিয়া আসেন নাই, লক্ষ্মী তাহা বেশ বুঝিল। কিন্তু বুঝিয়াও বলিল,—"কেন দাদাঠাকুর—এই যে আমি এই ঘরে—এ দিকে এস' না।"

লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বরে প্রীত হইয়া হাসিতে-হাসিতে কাছে আসিয়া দাদাঠাকুর বলিলেন—"'কেন' কি দিদি—দরকার ছাড়া কি আর আস্‌তে নেইরে? এলুম, কেমন আচিস্ দেখ্‌তে।"

আজ কাল লক্ষ্মী যেন দিন-দিন অতিশয় বিনম্রী ও ক্লান্ত হইয়া

পড়িতেছিল, বলিল,—"সে তো ঠিক কথা দাদা ঠাকুর—তোমরা ছাড়া আর আমার আপনার লোক কে আছে বল।—মামার কথা যদি বল'—তা' সে এখন বেঁচে আছে কিনা তাও তো—"

"সে তো সবই জানি দিদি—এমন মতিচ্ছন্নও কি মানুষের হয়?—তোর ঘর দোর সবই পড়ে রইল, তুই কিনা—আচ্ছা, আজ দেড় বচ্ছর তার আর কোন চিঠি-পত্র পাস্‌নি, না?"

লক্ষ্মীর চক্ষুদ্বয় ছল্-ছল্ করিয়া উঠিল, বলিল—"না, সেই যে শেষ চিঠিতে লিখেছিল,—'তোরা মনে কষ্ট ক'রবি ব'লে এতদিন তোদের টাকা নিলুম আর কিন্তু তা' নোবো না, টাকা আর পাঠাস্‌নে'—সেই থেকেই আর তা'র খোজ নেই;—টাকা পাঠালে ফেরত আসে, চিঠি দিয়েও উত্তর পাইনে—বোধ হয় সেখানে আর নেই—" বলিয়াই আঁচলে মুখ ঢাকিল।

অল্পক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল,—"আজ কি দাদা-ঠাকুর?"

"কিসের দিদি?"

"এই আজ তোমাদের ইস্কুলের এত সকাল-সকাল ছুটী হ'য়ে গেছে তাই ব'লচি—"

"ওঃ—হ্যাঁ তা' সকাল-সকাল নয় তো দিদি—আজ একেবারেই ইস্কুল বন্ধ ছিল; কি জানি কে ম'রেচে তাই আজ একটু বেঁচেচি—খাটুনি কি কম গা! বল' কি, সেই দশটার সময় গিয়ে সারা দিনটা ছোঁড়াদের সঙ্গে ব'কে ব'কে গলা শুকিয়ে যেন কাঠ হ'য়ে যায়—তা' একটু যে জিরুবো দিদি, তার কি জো-টি আছে, গোকুল বাবাজি তা'হলে ক্ষেপ্পা হ'য়ে

যাবে—" বলিয়াই গোকুলের সমস্ত কাজকর্ম্মগুলি বৃদ্ধের মানসপটে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেই তিনি খাট গলায় বলিয়া উঠিলেন—"সাধ ক'রে কি আর এক কথায় 'হেড্‌মাষ্টার' হ'য়ে গেল—এত খাটতেও পারে, বাপ্‌; দিন-দিন চেহারাও হ'চ্ছে তেম্‌নি, দেখতে তো পাচ্ছিস্‌?"

লক্ষ্মী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় চুপ করিয়া দাদাঠাকুরের কথাগুলি শুনিয়া যাইতে লাগিল। একটুখানি বলিয়া থামিয়া যাওয়া বৃদ্ধের স্বভাব নয়—তা' সে যে কথাই হোক্ না কেন। তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"সে দিন দু'জনে বাড়ী ফির্‌তে-ফির্‌তে আমি বল্লুম—'গোকুল, অমন একটু আধটু দোষের জন্যে অত লোকের সুমুখে বুড়োকে কি এম্‌নি ক'রে ব'লতে হয় বাবা?'—ছোঁড়ার কিন্তু মনটা খুব ভাল, জানিস্‌ লক্ষ্মী? ঐ কথা ব'ল্‌তেই টপ্‌ ক'রে নীচু হ'য়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে কি ব'ল্লে জানিস্‌?—ব'লে 'পণ্ডিত মশাই, ও বিষয় আমাকে মাপ ক'র্‌বেন, বাইরে আমাদের যে-সম্পর্কই থাক না কেন—ইস্কুলের কাজে আমার পক্ষে সকলেই সমান—আমি নিজেও যে কি ক'চ্ছি দেখ্‌তেই তো পাচ্চেন।"

লক্ষ্মী ঘরের ভিতর দিকে মুখ করিয়া শুনিতেছিল। তাই হঠাৎ ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ হইল, সে হয় তো মন দিয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিতেছে না। বলিলেন,—"শুন্‌চিস্‌ তো দিদি?" লক্ষ্মী বলিল,—"খুব শুন্‌চি—তুমি বল' না দাদাঠাকুর—"

বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"কথাটা অস্বীকার ক'র্‌তে পার্‌লুম না দিদি,—বল্লুম,—'হ্যাঁ বাবা, এ কথা তো আমরাও বলি গোকুল; তা' তুমি যাই-ই বল বাবাজি, অতটা কিন্তু ভাল নয়—কারুর নাম কর্‌বার দরকার দেখিনে—ওতে কিন্তু কোন মাষ্টার-ই তোমায় ভাল

বলে না বাবা।—"জমিদারকে কাজ দেখাচ্চে"—এ কথা বলা লোকের তো অন্যায় নয় ব'লবেই যে—'লোকের বাপ্-মা-মরা দায় পড়লেও, অমন ক'রে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তোমার মত নিজের শরীর পাত কেউ করে না বাবা—স্পষ্ট কথা ব'লবো, তাতে তুমি রাগ-ই কর, আর মনে কোন' কষ্টই কর—"

লক্ষ্মী মুখ ফিরাইয়া বৃদ্ধের মুখপানে চাহিয়া বলিল,—"এ কথায় কি ব'ল্লে সে ?"

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"ব'লবে আবার কি—মাথা হেঁট ক'রে থাক্‌তে হ'ল—আর তা' হ'বেই যে, কথাটা তো কিছু মিথ্যে বলিনি ; দোতোলার সেই কোণের ঘরে ব'সে দশটা থেকে সেই যে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে পড়াতে আরম্ভ ক'র্‌বে সেই চার্‌টে পর্য্যন্ত—ওর চেঁচিয়ে পড়ানর জন্যে নীচে ব'সে আমাদের কাণে তালা ধ'রে যায়, আশ্চর্য্য ওর কিন্তু গলা ধরে না ; তবে হাঁ—এইবার বোধ হয় শিক্ষা হ'বে ; শরীর বই কল তো নয় দিদি যে যা' সয়াবে তা'ই সইবে ? তারপর আমি বল্লুম—'আচ্ছা বাবা, ওতে তোমার কষ্ট হয় না ?"

লক্ষ্মী এতক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া শুনিতেছিল, এইবার মুখ তুলিয়া চাহিল। বৃদ্ধ বলিতেছিলেন,—"* * * ব'ল্লে—'না কষ্ট আর এমন কি, তবে ক'দিন থেকে বুকটার ভেতর কোথায় যেন একটু ব্যাথা হ'য়েছে—তা' সেটা চেঁচানর জন্যে হ'য়েচে কি ঠাণ্ডা লেগে হ'য়েছে, তা' ঠিক বুঝ্‌তে পারিনে' আমি ব'ল্লুম—ও লক্ষ্মী উঠ্‌লি যে—"

ঘরের একটা কোণ হইতে লক্ষ্মী কোন গতিকে জবাব করিল,—"যাই এই অষুধটা খেয়ে নিয়ে ব'সচি—"

"আবার বুঝি জ্বর হ'য়েছে ?"

লক্ষ্মী আপনাকে সংযত করিয়া বলিল,—"না পষ্ট এখনও হয়নি—তবে ঘরে যখন অসুখটা রয়েছে, তখন আগে থেকে সাবধান—"

বাধা দিয়া দালান হইতে বৃদ্ধ বলিলেন—"হাঁ লক্ষ্মী, খুব ভাল কাজ করিচিস্—যে দিনকাল পড়েচে—ও ছোড়াকেও সেই কথাই ব'ল্লুম কিনা—বলি, হাঁ, তোমাকে ঠাণ্ডা লাগাও তো কিছু আশ্চর্য্য নয় ;—ও আবার একটা কোচিং ক'রেচে যে,—"

লক্ষ্মী কোণ হইতে বাহির হইতে-হইতে বলিল,—"হাঁ সে তো আমিও জানি—"

বৃদ্ধ সে-কথায় কাণ না দিয়া নিঃস্বার্থেই বকিয়া যাইতে লাগিলেন,—"আমিও তাই বল্লুম কিনা, বলি, দেখ' বাবা, ঠাণ্ডা যে লাগ্‌বে এর আর আশ্চর্য্য কি বল ?—আজকাল তো রুদ্দুর থাক্‌তে থাক্‌তেই হিম পড়তে আরম্ভ হয় ব'ল্লেই চলে ; এ অবস্থায় সমস্ত দিন খাটার পর দু'দণ্ড ব'স্‌তে না ব'স্‌তেই তো সাড়ে পাঁচটা বেজে যায় ; তখন আবার ইস্কুলে ছুটে গিয়ে তিন ঘণ্টা কোচিং ক'রে রাত্তিরে বাড়ী ফেরা ; এর ওপর মাঝে-মাঝে আরও দু'একটা উপসর্গও তো আছে তোমার।"

উপসর্গের কথাটি লক্ষ্মীর নিজেরও জানা ছিল এবং তাহা যে যথার্থই খুবই "মাঝে-মাঝে" সে বিষয়েও তাহার কোন সন্দেহ না থাকায় এ কথায় ব্রাহ্মণকে সে বাধা দিল না। ব্রাহ্মণ তখন বলিতেছিলেন—"* * * * মশাই, প্রথম বছরেই ছেলেগুলো যদি সব ফেল হ'য়ে আসে, তা' হ'লে ইউনিভারসিটীর কাছে, দেশের লোকের সুমুখে আমার যে মুখ দেখানো ভার হ'য়ে উঠ্‌বে।' এ কথায় আমি আর কি বলি ব'ল ?—কাজেই,

'আচ্ছা বাবা, যা' ভাল' বোঝ তাই কর'— ব'লে বাড়ী ঢুকে পড়লুম।— সেও ঠুক্-ঠুক্ ক'রে বাড়ী চলে গেল—" বলিয়া শেষটা একটা হাঁপ ছাড়িতে-ছাড়িতে—"ছোঁড়ার চেহারাটা কি হ'য়েছে দেখ্‌চিস্ তো ?" বলিয়া চুপ করিলেন।

ইহার পর আরও অন্যান্য বিষয় দু'একটী বাজে কথা কহিবার পরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আজ সংসারের দুইটী অতি অপূর্ব্ব সত্য উপলব্ধি করিয়া মনে-মনে আপনাকে ধন্যবাদ দিলেন।—মানুষের ভাগ্যে যেদিন যাহা প্রাপ্য থাকে, পাইবার জন্য তাহার নিজের এতটুকু মতলব ও চেষ্টা না থাকা সত্বেও সে তাহা নিশ্চয়-ই পায়—ইহাতে ভুল নাই। ইহাই হইল প্রথমের সত্যটি এবং বাকীটি ইহার-ই একটী জের-স্বরূপ। তাহা এই যে, এতদিন তাঁহার ধারণা ছিল যে, মানুষ পাইবার জন্য-ই বুদ্ধি খরচ করে, কিন্তু আজ তিনি বুঝিলেন, প্রথম সত্যটি বজায় থাকিবার জন্য জগতে এমনও ঘটিতে পারে যে, মানুষ নিজের দান সঙ্গত করিবার জন্যও কত 'ছুতা-নতা' মাথা ঘামাইয়া বাহির করে। আজ তিনি হাসিমুখে বাড়ী ফিরিলেন।

লক্ষ্মী একটা মস্ত ভুল করিয়াছিল। এবং ইহার-ই জন্য আজকাল সে আর পূর্ব্বের মত ঘন-ঘন গোকুলদের বাড়ী যাইতে পারে না। সে বুঝিয়াছে, সর্ব্বপ্রথম সে অমিয়ার সম্বন্ধে যে ভয় করিয়াছিল তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। অর্থাৎ অমিয়া সরল প্রকৃতির স্ত্রীলোক সত্য, কিন্তু সে তাহাকে ভুল করিয়া যতটা সরল বলিয়া ধারণা করিয়াছিল, ততটা সরল সে যে কখনই নয় তাহার প্রমাণ আজ কিছুদিন হইল সে পাইয়াছে। মানুষের বয়সেরও যে একটা বুদ্ধি আছে লক্ষ্মী তাহা ভুলিয়াছিল। গোকুল

বি, এ, পাশ করিয়া বাড়ী আসিলে লক্ষ্মী প্রথম-প্রথম চার পাঁচ দিন অন্তর তাহাদের বাড়ী যাইত, তারপর যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই ও-বাড়ী যাওয়া তাহার কম পড়িতে লাগিল। শেষ একদিন দুপুরবেলা অমিয়া কথাপ্রসঙ্গে নিজের স্বাভাবিক সরলতার সহিত হাসিতে-হাসিতে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিল, সেগুলি অপরের পক্ষে ততটা মারাত্মক না হইলেও লক্ষ্মী কিন্তু তাহা শুনিয়াই নিদারুণ বিস্ময়ে আপনাকে ধিক্কার দিয়া মনে-মনে বলিয়াছিল,—"এই তো—এখনও তবু এক বছরও পূরো হয়নি।" সেই দিন হইতে লক্ষ্মী সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—গোকুলদের বাড়ী আর যায় নাই। বলা বাহুল্য যে ইতিমধ্যে অমিয়া লোক দিয়া দিদিকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, লক্ষ্মী শরীরের অসুস্থতার দোহাই দিয়া এবং 'যাইব-যাইব' করিয়াই এতদিন কাটাইয়া দিয়াছে।

আজ অবিনাশ পণ্ডিত যাহা কিছু বলিয়া গেলেন লক্ষ্মী তাহার কিছু কিছু জানিত; কিন্তু বুকে ব্যথা, চেঁচিয়ে পড়ান'—এ সব সে জানিত না। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে খেঁদীর মা বিচালি কাটা শেষ করিয়া কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া বিনাদোষে মুখঝাপ্টা খাইয়া অবাক্ হইয়া লক্ষ্মীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। সন্ধ্যার কিছু পরে শরৎবাবু অন্যান্য দিনের মত দালানে বসিয়া লক্ষ্মীকে তামাসা করিয়া কি একটা বলিতে গিয়া ধমক খাইয়া হাসিতে-হাসিতে বলিলেন—"আমি আজ সকালে তোমার সেই ভক্তির জোর দেখে তখন থেকেই এর জন্যে তৈরী হ'য়ে ছিলুম লক্ষ্মী"—

এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি। আজকাল শরৎবাবুর মনে কেমন করিয়া জানি না, লক্ষ্মীর সম্বন্ধে একটী ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

ধারণাটা এই যে, তিনি অনেক সময়, লক্ষ্মীর, সহানুভূতিপূর্ণ হইলেও, ছেলেমানুষী খুঁটিনাটি কথার অবাধ্য হইতে বাধ্য হন বলিয়া, লক্ষ্মী ঠিক দশ বছরের বালিকাটির মতই মনের মধ্যে বৃথা কষ্ট অনুভব করিয়া বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি অত্যন্ত অভিমান করিয়া বসে; ফলে এই হয় যে, একটা অস্বাভাবিকতা আসিয়া লক্ষ্মীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং তাহারই জন্য সে কখনও বা শ্রান্ত হইয়া অপূর্ব্ব সেবাপরায়ণা, এবং কখনও বা বিরক্ত হইয়া নিষ্ঠুর মুখরা স্ত্রীর ভূমিকা অভিনয় করিতে থাকে। এ ধারণা বৃদ্ধ নিজের মনেই করিয়াছিলেন, লক্ষ্মীকে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই।

আজ এখন তাঁহার উপরিউক্ত কথায় লক্ষ্মী গুম্ হইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল দেখিয়া তিনি তাহাকে কথা কহাইবার চেষ্টায় অমনি-ই সব ঠাট্টা করিয়া আরও কত কি বলিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী কিন্তু কোন-ই জবাব করিল না; বোধ করি তখন তাহার সে ইচ্ছা বা সাহসও ছিল না। তাহার কারণ, বৃদ্ধের সহজও স্নেহমাখা পরিহাসটির মধ্যে লক্ষ্মীর মনে ভাবান্তর ঘটাইবার যে সূক্ষ্ম শক্তিটি প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা অতিশয় অভিনব ও অপূর্ব্ব। "* * * ভক্তির জোর দেখে তখন থেকেই এর জন্যে তৈরী হ'য়েছিলুম লক্ষ্মী"—এ কি কথা আজ তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল? এমন ধারণা তাঁহার মনে উপস্থিত হইল কেমন করিয়া? তবে কি তিনিও অমির মত তাহার মনের অবস্থাটি ধরিয়া ফেলিয়াছেন? না-না, তাঁহার মুখ দেখিলে তা' তো মনে হয় না। তা' হোক্, আর না হোক্ আজ হইতে ইহার জন্য তাহাকে কিন্তু বিশেষ করিয়া——

এই সময় শরৎবাবু বলিয়া উঠিলেন—"ওঃ—কথা না কইলে তো

ব'য়ে গেল ;—এবার কোন দিন পা টিপ্‌তে চাইলে হয়, ভাল ক'রে টিপ্‌তে দোবো—"

ইহাও আজ তাঁহার মুখে নূতন কথা। এইবার লক্ষ্মী কথা কহিল, মুখ তুলিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল—"না দিলে আমার কি ক্ষেতি হ'বে ?"

বৃদ্ধ সেইভাবে—"বেশ-বেশ হয় কি না হয় তখন দেখা যাবে—এখন সে কথার দরকার কি ?" বলিতে-বলিতে ঘরে ঢুকিলেন। এই সময় আমিরার সেদিনকার সেই কথাগুলিও লক্ষ্মীর মনে পড়িয়া গেল ; তাহার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া, হয় স্বামীর পায়ে মাথা খুঁড়িয়া, না হয় বুড়ার দাড়ি ধরিয়া টানিতে-টানিতে বলে—"তুমি আমায় কি মনে কর বল দেখি ?"

বৃদ্ধ মনে-মনে যাহা অনুমান করিয়াছিলেন তাহাই হইল। সেদিন রাত্রে তাঁহার পা টিপিতে চাওয়া ত দূরের কথা, লক্ষ্মী ভাল করিয়া কথাও কহিল না। ইহাতে বৃদ্ধের কিন্তু আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাঁহার প্রতি স্ত্রীর এইরূপ অভিমান দেখিয়া মনে-মনে হাসিলেন এবং মন তাঁহার থাকিয়া থাকিয়া কেবলি বলিতে লাগিল—কত জন্ম তপস্যা ক'রেছিলুম, তাই এ বয়সে এমন স্ত্রী পেয়েচি। কিন্তু পরক্ষণেই লক্ষ্মীর দুর্ভাগ্যের কথাটা স্মরণ করিয়া অন্ধকার ঘরে, লক্ষ্মীর অলক্ষ্যে, শয্যার একপ্রান্তে শুইয়া নিঃশব্দে মাথার বালিশটি ভিজাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। তারপর একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে-মনে বলিলেন,—"এর জন্যে মা জগদম্বা ওর মনে শান্তি দেবেন—নিশ্চয়ই দেবেন।"

এমনি করিয়া ভাবিতে-ভাবিতে তিনি তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। হঠাৎ ঘরের ঘড়াতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিতেই তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া

গেল। অস্ফুটে বলিলেন,—"দু'টো—" মৃদুকণ্ঠে ডাকিলেন—"লক্ষ্মী—" অকাতরে ঘুমাইতেছে বুঝিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া আলোটি জ্বালিলেন। আলো জ্বালিয়া দেখিলেন সত্যই সে ঘুমাইতেছে। তিনি তাহার সহিত রঙ্গালাপ করেন বটে, কিন্তু একটানা বেশীক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিতে পারেন না; একটা নিদারুণ ব্যথা ও কেমন একপ্রকার অব্যক্ত সঙ্কোচ আসিয়া তাঁহার হৃদয়খানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাড়াতাড়ি চোখ দু'টী নামাইয়া ফেলেন।

আজ এখন বোধ করি ভাল করিয়া স্ত্রীর মুখখানি দেখিবার আকাঙ্ক্ষাটী বৃদ্ধ স্বামীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল। লক্ষ্মীর মাথার পশ্চাতের দেওয়ালের গায়ে 'ওয়াল-ল্যাম্প'টী আঁটিয়া দিয়া কাছে আসিয়া লক্ষ্মীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার মুখখানি দেখিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মী এখন বেশ একটী স্বপ্ন দেখিতেছিল।—স্বামী তাহার অন্তর্য্যামী বলিলেই হয়;—কেননা, তাঁহার মত মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় সন্ধ্যাহ্নিক করিতে পারে কটা লোক? মোট কথা, স্বামীর, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকার জন্য, লক্ষ্মী মনে-মনে যাহা কিছু করে, তিনি তাহা টের পান। তাই তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আজ তিনি একজন ব্রাহ্মণকে আনাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ আসিয়া কি সব পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন। শেষটা তিনি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে কত কি বলিয়া মন্ত্র-তন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী সেগুলি শুনিতে লাগিল বটে, কিন্তু, বোধ করি মন্ত্র বলিয়াই বুঝিতে পারিল না। শেষটা ব্রাহ্মণ স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—"স্বাহাঃ"। ইহার পর লক্ষ্মী পূজা শেষে গলবস্ত্র হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া ক্লান্তস্বরে যেমন

বলিল,—"আর তো অমন হ'বে না ঠাকুর ?" অমনি ব্রাহ্মণ তাহার চোখে মুখে পবিত্র গঙ্গাজলের ছিটা দিতেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ চাহিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে অতিশয় বিস্মিত হইয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বামীর অশ্রুসিক্ত মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল। কোন কথাই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না। স্বামী উচ্ছ্বাস-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"আমার কথায় রাগ ক'রেছ লক্ষ্মী—ছিঃ—এমন রাগ তো কখনো করোনি তুমি—মুখখানা যে কালী হ'য়ে গেছে।"

লক্ষ্মী মুহূর্তে আপনার ব্যাকুলতাপূর্ণ হৃদয়মন সংযত করিয়া লইয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—"কেমন, আর আমায় অমন ক'রে ব'লবে ?" স্বামী যে আজ এখনও ঘুমায় নাই, তাহা লক্ষ্মী তাঁহার মুখ দেখিয়াই অনুমান করিয়া লইয়াছিল। তাই এই কথার উপর স্বামী যখন সম্মতি জানাইয়া কি একটা বলিতে গেলেন, লক্ষ্মী তখন বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"থাক্ থাক্, আর বোক্‌তে হ'বে না; তুমি শোও—আমার যতক্ষণ না ঘুম আসে, তত ক্ষণ তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই—" স্বামী প্রতিবাদ করিয়া কি বলিতে গেলেন, লক্ষ্মী ঠোঁটের কোণে হাসি টানিয়া আনিয়া স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিল,—"আবার !" স্বামী পরাস্ত হইলেন।

[ ১৬ ]

"কেমন আছ পিসি-মা ?"

"কে লক্ষ্মী—আয় মা বোস্—তোরা কেমন আচিস্ তাই বল্; আমার কথা আর জিজ্ঞেস করা কেন বাছা, আমি এখন যেতে পারলেই বাঁচি।"

লক্ষ্মী যেন শেষ কথাগুলি শুনিতে পাইল না, এমনি ভাবে বলিল—"তোমার আশীর্ব্বাদে আমি এখন ভাল আছি পিসি-মা।"

"তাই সব থাক্ বাছা—ভগবান্ করুন, তোদের যেন সব ভাল দেখে মরতে পাই—সত্যি ব'লচি লক্ষ্মী বাঁচবার ইচ্ছে আর আমার এতটুকু নেই।"

"ওকি কথা পিসি-মা ?"

"না বাছা—আজ যদি আমার মৃত্যু হয় তো কাল চাইনে—গোকুল আজকাল কি সব ক'রে বেড়াচ্চে শুনিচিস্ ?"

"হ্যাঁ পিসি-মা কাল দাদাঠাকুরের মুখে সব শুনলুম; তাই তো আজ—"

"তবেই বল্ দিকি বাছা, আরও কি আমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছে হয়রে ?"

লক্ষ্মী সে কথায় কাণ না দিয়া বলিল,—"তা তোমরা তা'কে বারন কর্‌তে পার না পিসি-মা ?"

এই কথায় পিসি-মা যাহা-যাহা বলিলেন লক্ষ্মী তাহাতে বলিয়া উঠিল,—"তা' ব'ল্লে চল্‌বে কেন পিসি-মা ? আরও কি ওর লজ্জা ক'র্‌লে চলে ? তুমি নিজে না হয় তোমার বাতের জন্যে উঠ্‌তে পার না ব'লেই, হাতে-হেতেলে গোকুলদার সঙ্গে পেরে ওঠ না—ওরও কি তা' না পা'ল্লে চলে ? শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সতোরো বছর বয়েস হ'ল, বুঝ্‌তে তো সব-ই পাচ্ছে ?"

"তা তো পাচ্ছে বাছা কিন্তু পেরে কি ক'র্‌বে বল'—সেদিন আমি ওকে ঐ কথাটাই বলতে ও কাঁদ'-কাঁদ' হ'য়ে কি ব'ল্লে জানিস্—বলে, 'আমি কি ক'র্‌বো পিসি-মা, ও কি আমার কথা শোনে—যা' একটু ভয়

ক'রে সে লক্ষ্মী ঠাকুর-ঝিকে, কিন্তু এমনিই আমাদের কপাল যে, সেও এখন আর আস্‌তে পারচে না।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া লক্ষ্মীর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন—"কথাটা বৌমা কিন্তু ঠিক্-ই বলেচে লক্ষ্মী—তুই যদি ওকে একটু বুঝিয়ে বলিস্, তা' হ'লে ও তোর কথা হয় তো শুন্‌লেও শুন্‌তে পারে—না শোনে আমি তোকে ব'ল্‌চি, তুই জোর ক'রে শোনাবি—"

লক্ষ্মী মাথা হেঁট করিল। ঠিক্ এই সময় অমিয়া চোখ ঘষিতে-ঘষিতে আসিয়া এই ঘরে প্রবেশ করিল। সে এতক্ষণ ঘুমাইতেছিল বুঝিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল—"তুই তো বেশরে অমি, বুড়ী পিসি-মার শরীর খারাপ আর তুই কোন্ আক্কেলে—"

নারায়ণী শশব্যস্তে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"না বাছা না—অমন কথা ওকে বল' না—ওর এতে একটুও দোষ নেই লক্ষ্মী—আমি-ই ওকে জোর ক'রে এ সময় একটু শুতে বলি। ছেলে মানুষ সকাল থেকে রান্না-বান্না প্রায় ওকেই তো সব ক'র্ত্তে হয় তা' তো জানিস? তারপর দু'টীখানি নাকেমুখে গুজেই, আবার আমাকে নিয়ে বসা, ব'সে প্রায় একঘণ্টা দু'ঘণ্টা ধ'রে বাতে মালিস্ করা; এ সব কি কম পরিশ্রমের কাজ বাছা—ব'স্ মা ব'স্, এইখানে ব'স্—বৌমা আরজন্মে আমার মা ছিল, জানিস্ লক্ষ্মী?"

কিছুক্ষণ পরে অমিয়া নিজের ঘরে ঢুকিতে-ঢুকিতে পিসি-মায়ের শেষ কথাটার পুনরুল্লেখ করিয়া বলিল—"হ্যাঁ, ঠাকুরঝি—তোমাকেই এভারটা নিতে হবে কিন্তু। আমাদের কথায় ও কাণ দেয় না—"

লক্ষ্মী বলিল—"তোর এক কথা অমি—পিসি-মা ব'ল্লে ব'লে তুইও কোন্ লজ্জায় ওকথা ব'ল্‌চিস্—আমি না হয় মুখেই দু-কথা বুঝিয়ে ব'ল্‌তে

পারি কিন্তু শুধু মুখের কথায় যে কোন কাজ হ'বে আমার তো তা' বোধ হয় না; ওর সঙ্গে এখন দিনরাত যে রকম ক'রে ব্যাভার করতে হ'বে—সেটা তো তোর-ই কাজ,—আমি তো আর তোর হ'য়ে সেগুলো ক'রে দিয়ে যাবো না—আচ্ছা তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি—বিকেল বেলা পড়িয়ে বাড়ী এলে ওকে কি খেতে দিস্ বল্‌তো ?"

অমি হঠাৎ কুণ্ঠিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"দেখ' দিদি, আমি তোমায় সেই দিনই ব'লে দিয়েচি যে, আগে তুমি আমায় যতটা 'হাবা' ব'লে ভাবিতে—তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আজকাল ততটা আর ভেবো না। এটা যেন তোমার মনে থাকে যে, এখন আমি বড় হ'য়েচি, আর অন্য কিছু বুঝি আর নাই বুঝি, কিন্তু স্বামী যে কি জিনিস্ তা' এখন খুব বুঝ্‌তে শিখিচি—এ তুমি বেশ জেনো ঠাকুর-ঝি।—আমি যা দিয়ে যাই, তা'র আদ্দেকও যে খায় না—" অমিয়া নিজের মনেই কেমন যেন একপ্রকার ঝোকের উপরেই জোর দিয়া-দিয়া কথাগুলি বলিয়া গেল। হঠাৎ লক্ষ্মীর মুখপানে নজর পড়িতেই সে ব্যথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ঐ দেখ' দিদি—ঐ তোমার কেমন দোষ—আমার কথায় রাগ করলে তো ? এই জন্যেই তো তোমার কাছে সব কথা ব'ল্‌তে আমার ভয় হয়—সব সময় সব কথা বলিও না তাই, কাজেই আমাকে তুমি ঠিক্ চিন্‌তেও পার' না; আচ্ছা ভাই বেশ্ আমার কথায় রাগ ক'র্‌লে তো—"

লক্ষ্মী বলিল,—"না ভাই রাগ কেন ক'র্‌বো বল", তুমি তো কিছু মন্দ কথা বলোনি—তুমি ঠিক্ সত্যি কথাই ব'লেচ—নিজের স্বামীকে কায়মনে সেবা না করে কে বল' ? তবে যা'রা করে না, কিম্বা যেটুকু করে সেটা ঠিক্ লোক দেখান'ই হোক্ কিম্বা আর যে জন্যেই হোক্, কিন্তু মনের সঙ্গে

ঠিক্ করে না, ক'র্‌ত্তে পারে না—তা'দের মতন পাপিনী কি সংসারে আর আছে বোন্—তুই তো ঠিক্ কথাই বলিচিস্ দিদি—" আবেগ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথাগুলি বলিতে-বলিতে সে সহসা অমিয়াকে টানিয়া লইয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। অমিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, ঠাকুর ঝির দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

সহসা লক্ষ্মীর চোখে জল দেখিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও অমি যখন নিজের মনের মধ্যে তাহার এই কান্নার প্রকৃত কারণটা খুজিয়া পাইল না, তখন তাহার মনে হইল, নাজানি নিজের অজ্ঞাতে লক্ষ্মীর মনে কতটা আঘাত করিয়াছে। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"চুপ কর' দিদি, আমার অন্যায় হ'য়েচে—আজ থেকে আমি আর কথ্‌খনো তোমার সঙ্গে তর্ক ক'র্‌বো না—ছোট বোনটির কথায় মনে কোন কষ্ট ক'রোনা দিদি—তোমার পায়ে—"

লক্ষ্মী—"আঃ—কি ছেলেমো কর বৌদি' বলিয়া টপ্ করিয়া তাহার পায়ে হাত ঠেকাইয়া সেই হাত আপনার মাথায় ছোঁয়াইল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—"কিরে—অবাক্ হ'য়ে রৈলি যে, —তুই তো আমার বৌদিদিই হোস্—" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

অমিয়া অভিমান করিয়া বলিল—"যা ঠাকুর-ঝি, যাওঃ—তুমি ভারি ইয়ে, সে যাক্ তুমি এখন ওকে ঠিক্ সোজা ক'রে দেবে কিনা বল'—এক তুমি ভিন্ন ওতো আর কারুর কথা মান্‌কে না ?"—অমির মুখ হইতে শেষের কথাটা কেমন যেন বেঁকা ভাবে বাহির হইল বলিয়া লক্ষ্মীর মনে হইল।

হঠাৎ লক্ষ্মীর হাসি থামিয়া গিয়া মুখখানি ছপ্ করিয়া কালী হইয়া গেল। অমির মনের কথাটা স্পষ্ট করিয়া শুনিবার কল্পনা করিতেই কি

এক অপূর্ব্ব আশঙ্কায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্ঠকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা শুনিবার জন্যও তাহার মনে যে কৌতূহল পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, সে তাহা কোন ক্রমেই দমন করিতে পারিল না। গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিল—"কেন, কারুর কথা মান্‌বে না—আমার কথাই মান্‌বে, আমি কি ?"

উত্তর পাইবার জন্য একটা নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তা লক্ষ্মীর মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া অমিয়া ভয়ে-ভয়ে বলিয়া ফেলিল—"তুমি যে ওকে ভালবাস।"

"লক্ষ্মীর হৃদয়-মন ক্রমেই শক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। অমিয়ার সঙ্গে আজ সে স্পষ্ট করিয়া যাহা হয় একটা 'বোঝা-পড়া' করিয়া লইতে চায়—তা' এই 'বোঝা-পড়া'র ফলটা যতই কেন বীভৎস ও মারাত্মক হোক না। তাই সে সহজ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"তা' বাস্‌লেইবা, তাই ব'লে আমার কথা মান্‌বে তার কি মানে আছে ?"

"বাঃ—নেই তো কি—সেও তো তোমায় বাসে—আচ্ছা বল দিকি, সে যদি তোমায় একটা কথা বলে, তুমি কি শুন্‌বে না ?"

"না শুনবো না—আচ্ছা-আচ্ছা শুন্‌বো, হাঁ তা' কি হ'য়েছে কি ?"

অমিয়া বিরক্তি-কাতরকণ্ঠে বলিল,—"তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রে পার্‌বো না দিদি—তুমি যদি শোনো তো সে-ও তোমার কথা শুন্‌বে না কেন ? ভালবাসা থাক্‌লেই পরস্পর এমন শুনে থাকে।"

লক্ষ্মী চঞ্চলকণ্ঠে বলিল,—"বেশ ভাল কথা,—কিন্তু তুইও তো তোর স্বামীকে ভালবাসিস্‌, আর গোকুল দা'ও তোকে বাসে, তবে তোর কথাইবা সে শুন্‌বে না কেন ?"

অমিয়া একটু মুস্কিলে পড়িয়া গেল। পরক্ষণেই একটুখানি হাসিবার

চেষ্টা করিয়া বলিয়া উঠিল,—"তা' কি জানি ভাই তুমি কি রকম বাস,—আমি তোমার মতন অত বেশী বাস্‌তে পার্‌লে কি আর তোমায় সাধি ?" বলিয়াই ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিল।

লক্ষ্মী অতিশয় আচম্বিতে গর্জ্জিয়া উঠিল—"বল্লিস্ কিলো—কে তোকে ব'ল্লে, আমি তোর ভাতারকে ভালবাসি ?"

অমিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া টপ্ করিয়া দুই হাতে তাহার পাদু'টী চাপিয়া ধরিয়া ভীতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"মাপ কর দিদি—আমি ওসব কিছু বুঝিনে"

লক্ষ্মী কিন্তু তখনকার মত এবার আর তাড়াতাড়ি পাদু'টীও সরাইয়া লইল না, কিম্বা অন্যান্য দিনের মত, পায়ে হাত দেওয়ার জন্য, তাহার মুখে হাত দিয়া চুমাও খাইল না,—কুপিতা ফণিনীর মত তাহার পানে চাহিয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। সাপ যে 'গোঁজরায়' অমিয়া কেবল লোকের মুখেই শুনিয়াছিল, নিজের কাণে কখনও শুনে নাই; আজ লক্ষ্মার নিঃশ্বাসের শব্দে তাহার মনে হইতে লাগিল, ইহা অপেক্ষা সে 'ফোঁস্‌ফোঁস্' শব্দ বোধ করি কোন অংশেই ভীষণতর নহে। ভয়ে বিস্ময়ে আকুল হইয়া পাদু'টী ছাড়িয়া দিয়া দুই হাতে লক্ষ্মীর গলাটী জড়াইয়া ধরিয়া—"দিদি গো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। লক্ষ্মীও সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কেমন একরকম স্বর করিয়া বলিল—"অমি, তুই কি এখনও সত্যিই আমায় দিদির মতন দেখিস বোন্?" এই বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল, অমিয়াও তাহার কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়াছিল,—কোন উত্তর করিল না।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া যাইবার পর তাহাদের মধ্যে আর একটী

তর্ক আরম্ভ হইল। এবার অমিয়ার মুখ দিয়া এমন কয়েকটী কথা বাহির হইল, যাহা শুনিয়া লক্ষ্মীর মিথ্যা ধারণার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিল। নিজের মনের দুর্ব্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য লক্ষ্মীর অনুতাপের সীমা-পরিসীমা রহিল না; সে এখন বেশ বুঝিতে পারিল যে, অমিয়া অতিশয় অপূর্ব্ব ও নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক চিত্তেই পূর্ব্বের কথাগুলি বলিয়া গিয়াছিল; সুতরাং এমন সরল চিত্ত অমিয়ার প্রতি তেমন বিশ্রী সন্দেহ করিয়া কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে যে-সর্ব্বনাশ ঘটাইতে বসিয়াছিল, মানস-চক্ষে তাহার-ই বিষময় ফল অবলোকন করিয়া মনে-মনে শিহরিয়া উঠিল এবং নিজের প্রতি নিদারুণ ঘৃণায় অস্থির হইয়া মনে-মনে বলিল,—"এতেই বলে চোরের মন!" আর অমিয়া? সে দিদির সেইরূপ ভীষণ মূর্ত্তির প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না, এবং তাহা করিবার জন্যও মিছামিছি মাথা ঘামাইবার আবশ্যকতা বোধ করিল না। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহাই বুঝিয়া লইল যে,—এই ঠাকুরঝিটীকে সে তো কোন দিনই বুঝিতে পারে নাই, সুতরাং আজিও যে পারিবে না, ইহা আর বড় কথা কি?

লক্ষ্মী আজ অনেক দিনের পরে পূর্ব্বেকার সেই 'দগ্ধিয়া মরার' হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। এবং অমিয়াকে পুনরায় সেই পূর্ব্বের মত-ই সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহের চক্ষে দেখিতে পারিয়া অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিয়া আপনার ইষ্টদেবতাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিল। অমিয়াও কিছুদিন হইতে নিজের প্রতি দিদির স্নেহের কিছু অভাব অস্পষ্টভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছিল; আজ তাহার কেবল-ই মনে হইতে লাগিল, সে যেন পূর্ব্বের ঠাকুরঝিকে আবার ফিরিয়া পাইয়াছে; সুতরাং বলা বাহুল্য যে, সে-ও আজ কম আনন্দ পাইল না।

লক্ষ্মী বলিল,—"সে সব তুই কি ঠিক্ পারবি ?"

অমিয়া বলিল,—"বেশ ত, আমায় কি ক'রতে হ'বে শিখিয়ে দাও—দেখো, আমি ঠিক্ পারবো।"

স্বামীর সঙ্গে অমিয়াকে যে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, লক্ষ্মী তাহাই তাহাকে শিখাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু এ কি হইল? সব কথা সে তো তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিতেছে না। যাহা দু'একটী বলিতেছে, তাহাতেও যেন কত কি খুঁত্ রহিয়া যাইতেছে। লক্ষ্মী নিজে হইলে কেমনভাবে কি যে সব করিত, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিতেছে, কিন্তু সেগুলি এত চেষ্টা করিয়াও অমিয়াকে শিখাইয়া দিতে পারিতেছে কৈ? কাজেই বুঝাইয়া দিতে দিতে কখনও বা হাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল, কখনও বা অকারণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল, আবার কখন বা বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল,—"দূর, মুখে ব'লে আর কত শিখানো যায়?" এইরূপ থাপছাড়া রকমেই তাহার উপদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন হইল। যাহা হউক, অমি কিন্তু দিদির দু'একটী উপদেশ খুব সাহস ও আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিতে পারিয়া দিদির প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় গলিয়া পড়িল; তবে এই সঙ্গে দিদির প্রতি আজ তাহার একটী নূতন সন্দেহ জাগিল; সে কিন্তু সে সন্দেহকে নিজের মনের মধ্যে বড় একটা আমল দিল না।

শেষটা লক্ষ্মী বলিল,—"আচ্ছা অমি, এখন যাই—কর্ত্তা আজ সকাল-সকাল আসবে বলে গেছে—বোধ হয় এতক্ষণ এসে পড়েচে—আজ আমি পাঁচটার পর আর একবার আসবোখন্।"

অমিয়া বলিল—"এখন যাচ্ছ—ঠাকুর জামাই আবার আসতে দেবেন তো ?"

এই কথায় লক্ষ্মী একটু হাসিয়া বলিল,—"দেয়না-দেয়, সে ভাবনায় তোর কাজ কি—গোকুল দা'র কাণ্ডগুলো শুনলে দেওয়া তো দূরের কথা, পাঠিয়ে তবে ছাড়বে।"

"আচ্ছা ভাই তবে এখন এস—কিন্তু দেখো দিদি, আসতে যেন ভুল' না—রাত্রেও যে বড় কিছু খেতে পারে না, আর তা ছাড়া ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও ওর যে ছেলে পড়ান'র কামাই নেই তা'তো সব শুনে গেলে—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া স্বামীর উদ্দেশে শ্লেষ করিয়া বলিল,—"তারপর উঁনি আবার গরিব-দুঃখীদের বিনিপয়সার মস্ত ডাক্তার তা'ও তো জান—আসবে তো ঠিক্ ঠাকুর-ঝি ?"

লক্ষ্মী শিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিল—"আচ্ছা রে আচ্ছা।"

[ ১৭ ]

লক্ষ্মী সেই দিন বৈকালে ৫টার পর গোকুলদের বাড়ী গিয়াছিল এবং গোকুলের সঙ্গে দুই চারিটা কথাবার্ত্তা কহিয়া অমিয়াকে ডাকিয়া গোকুলের সঙ্গে দু-একটী কথা মুকাবিলা করিয়া দিয়াছিল। তারপর বাড়ী আসিয়া রান্না-বাড়া সারিয়া আহারাদির পর শয্যায় বসিয়া আপনার 'স্বামী সেবার' আকাঙ্ক্ষাটী কড়াক্রান্তি হিসাবে মিটাইয়া লইবার ফলে, বৃদ্ধ স্বামী বেচারির হাঁপ ধরাইয়া দিয়াছিল। ইহার পর উপর্য্যুপরি আরও দুই তিন দিন এমনি করিয়াই সেবা করিয়াছিল। কিন্তু আজ প্রায় সাত দিন হইতে সে উৎপাত আর মোটেই নাই।

আজ ছিল রবিবার। গোকুলের ইস্কুল ও কোচিং দুই-ই বন্ধ ছিল। সপ্তাহের মধ্যে এ-দিনটায় গোকুল প্রায় বাড়ীতেই থাকিয়া কোন দিন হয়ত ডাক্তারি পুস্তক অধ্যয়ন করিত আবার কোন দিন বা সিদ্ধি খাইয়া একটু স্ফূর্ত্তি করিত। বলা বাহুল্য যে, কলিকাতা হইতেই তাহার এ অভ্যাস হইয়াছিল।

এদিকে শরৎবাবুও আজ আর বাটীর বাহির হন নাই।—সমস্ত দিন যা-হোক করিয়া কাটাইয়া দিয়া সন্ধ্যার প্রায় ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে স্বামীর 'সচ্ছন্দ-হুকুম' পাইয়া লক্ষ্মী গোকুলদের বাড়ী আসিয়া উপরের বারান্দায় গিয়া বসিয়াছিল। অমি পিস্-শাশুড়ী সন্ধ্যাহ্নিকের জায়গা করিয়া দিয়া লক্ষ্মীর পাশে আসিয়া বসিল; উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

নীচেকার সেই পড়ার ছোট ঘরটাই গোকুলের আজকাল দাতব্য-চিকিৎসালয় রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সে এতক্ষণ সেখানেই বসিয়াছিল। এখন কি জন্য উপরে আসিল। লক্ষ্মী যে আজ এমন সময় তাহাদের বাড়ী আসিয়াছে গোকুল পূর্ব্বে জানিতে পারে নাই। তাই হঠাৎ তাহার সুমুখে আসিয়া পড়িয়া-ই তাহার বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। এদিকে অমিয়া শশব্যস্তে মাথার কাপড়টি টানিয়া দিয়া উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইল—লক্ষ্মী একটুখানি পাশ দিল মাত্র কিন্তু সরিয়া দাঁড়াইবার প্রয়োজন বোধ করিল না। গোকুল মাথা হেঁট করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তারপর কি ভাবিয়া জানিনা, বলিয়া উঠিল—"কিরে লক্ষ্মী, আজ আবার এমন সময় কি মনে ক'রে?" বলিতে-বলিতে বিছানার উপর পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল।

লক্ষ্মী অমিয়াকে অল্প খাটো গলায় বলিল,—"আজ আবার সিদ্ধি খেয়েচে, না?—তুই বেটে দিলি কেন?"

অমিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল—"না দিদি, তোমার দিব্যি ব'ল্‌ছি—আমাকে দিয়ে বাটায় নি—"

গোকুল ও-দিকে লক্ষ্মীর কথাটি শুনিতে পাইয়া লজ্জাটা বোধ করি হাসি-তামাসার ভিতর দিয়া উড়াইয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াই হাসিতে-হাসিতে বলিল,—"নাঃ—লক্ষ্মীই আমার বৌটার মাথা খেলে দেখ্‌চি ;—খোকাটাকে এমন অবাধ্য ক'রে তুলেচে—আজকাল আবার আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌তে শিখেচে—চোখ রাঙালে ভয় করেনা—এ তোর ভারি অন্যায় কিন্তু লক্ষ্মী—"

লক্ষ্মী সেইখান হইতেই অল্প বিরক্ত হইয়া কৃত্রিম ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল—"থাক্ আর তোমার মাত্‌লামোয় কাজ নেই—ছিঃ বুড়োবয়েসে ছেলেমানুষি ক'র্‌তে যে একটু লজ্জা হয় না মানুষের আমি তাই খালি ভাবি—ছিঃ-ছিঃ—"

এই ভাবে লক্ষ্মীর মুখে অকস্মাৎ 'ছি-ছি'র ভিড় পড়িয়া যাইতে শুনিয়া জানিনা চঞ্চল মস্তিষ্ক গোকুলের মনের অবস্থা ঠিক কেমন হইল। সে চোখ পাকাইয়া বালিস হইতে সবেগে মাথা তুলিয়া বলিয়া উঠিল—"তুই ছিঃ—আমি নাকি বুড়োরে?" এই বলিয়া এক মুহূর্ত্ত থামিয়া তুলনা করিয়া বলিল— "তোর সেই শরৎ ঘোষের মতন।—'লক্ষ্মী ঠাকুর-ঝি তোমাকে খুব ভালবাসে'—ছাই বাসে! এক ফোঁটা বৌটার সুমুখে এম্‌নি ক'রে আমাকে অপমান ক'চ্ছে উনি আবার আমাকে ভালবাসে!" শেষের কথাগুলি একদমেই বলিয়া গেল।

লক্ষ্মী যেখানে বসিয়াছিল সেখান হইতে গোকুলকে বেশ দেখা যাইতেছিল বলিয়া অমিয়া তাহার কাছ হইতে একটু তফাতে আড়ালে আসিয়া বসিয়াছিল। তাই স্বামী সেদিনকার রাত্রের তাহার মুখের সেই কথাটা লক্ষ্মীর সুমুখে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে বলিয়া দেওয়ায় অমিয়ার মুখখানি কেমন বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সে কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল ইহাও বটে, তাহা ভিন্ন এখন কতকটা অন্ধকারও হইয়া আসিয়াছিল, সেই জন্য লক্ষ্মী তাহা দেখিতে পাইল না। লক্ষ্মীর ইহা ভালই হইল; সে ভাবিল, অমি ও-কথাসরল ভাবেই বলিয়াছিল, কিন্তু কথাটা গোকুলের মুখে শুনিয়া লক্ষ্মীর নিজের মুখের যে ভাব হইল, অমি তো তাহা দেখিতে পাইল না!

লক্ষ্মী মুহূর্ত্তে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া শ্লেষ করিয়া যেন অমিকে শুনাইয়াই বলিল,—"গেছে-গেছে—ও একেবারে বয়ে যেতে ব'সেচে; দেখ্‌চিস্‌নে নেশা ভাঙ্‌ ক'রে-ক'রে ওর কি আর মন মাথার স্থির আছে?"

এখন ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে দৃষ্টি চলিতেছিল, কিন্তু বাহির হইতে ঘরের বড় একটা কিছু দেখা যাইতেছিল না। গোকুল বোধ করি লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়াই বলিল,—"ছাখ্‌, লক্ষ্মী, একটু মুখ সাম্‌লে কথা ব'ল্‌বি ব'ল্‌চি—ফের যদি এমন কথা বলিস্‌ তা' হ'লে, মনে আছে তো সেই ছেলেবেলাকার কথা, একেবারে চিরদিনের জন্যে তোর সঙ্গে কথা কওয়া বন্ধ ক'রে দোবো, তা' জানিস্?" স্বর পাল্টাইয়া বলিল,—

"আচ্ছা লক্ষ্মী, সত্যি-সত্যিই তা' যদি হয় তা' হ'লে এখনো তোর মনে সেই রকম কষ্ট হয়?—না কি ঘোড়ার ডিম্?"

ঠিক্ এই সময় উঠান হইতে কে ডাকিল—"বাবু আছেন?"

স্বর শুনিয়া গোকুল চিনিতে পারিল; টলিতে-টলিতে ঘর হইতে বাহির হইতে-হইতে বলিল,—"কেরে স্বুরো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—একবার নেমে আসুন তো।"

"দাঁড়া যাচ্চি" বলিয়া পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল,—"আঃ—দু' দুটো মানুষ ব'সে রয়েচে—ঘরে এখনও সন্ধ্যে পড়লো না—হিঁদুর ঘরের পাকা গিন্নী কিনা সব।

'সত্যই ত' এই ভাবিয়া অমিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরে আলো জ্বালিতে যাইতেছিল, লক্ষ্মী তাহার আঁচল টানিয়া ধরিয়া বলিল,—"কোথায় যাচ্ছিস্—যেতে হ'বে না, তুই ব'সে থাক্।" অমিয়া দিদির কথায় আশ্চর্য্য হইয়া বসিয়া পড়িল।

ইহাতে গোকুল জ্বলিয়া উঠিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল—"কি হ'বে আলো নিয়ে—এখন শোও না।"

"বাঃ—আমায় বুঝি বেরুতে—জামাটা—ওরে এই—"

"জামা নেই—কি কত্তে বেরুবে শুনি—ঐ ও-পাড়ার গয়লা পাড়ায় কা'র বুঝি ভেদবমি আরম্ভ হ'য়েছে—তাই মস্ত ডাক্তার সেজে জল অষুধ দিয়ে ছোট লোকদের কাছে নাম কিনতে যাবে? আচ্ছা এ তোমার কি স্বভাব বল দিকি?—তুমি ডাক্তারির কি জান'?"—বলিতে-বলিতে টপ্ করিয়া কপাটে শিকলটা তুলিয়া দিয়া জানালা দিয়া বলিল,—"তোমার পায়ে পড়ি গোকুল দা'—চেঁচামেচি ক'রে পিসিমার

আহ্নিক ভাঙিয়ে ছেলে মানুষি ক'রো না—আমি ঘুরে এসে দোর খুলে দিচ্চি" বলিয়াই তাড়াতাড়ি বারান্দা পার হইয়া নীচে নামিয়া গেল। অমি অবাক-বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। অসাবধানে অস্ফুটে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল—"বাবা, বুকের কি পাটা!"

লক্ষ্মী বরাবর নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিল উঠানে কে দাঁড়াইয়া; অন্ধকারে ঠিক চিনিতে পারিল না। বলিল,—"কে দাঁড়িয়ে গা?"

চাষাপুত্র সুরো তাহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া থতমত খাইয়া গেল। সে গোকুল এবং লক্ষ্মীর বাল্যকালের প্রধান সহচর—অনেকদিন পরে আজ এই প্রথম এবাড়ী ঢুকিয়াছিল। সেই গোকুলের বিবাহের সময় একদিন মাত্র এবাড়ী আসিয়া ক'নে দেখিয়া আহার করিয়া গিয়াছিল, আর আসে নাই। এখন মনে-মনে বলিল,—"বাবা, সেই মেয়েটা এমন ধারা হয়েচে?" তারপর ভদ্রলোকদের সকলি-ই সম্ভব ভাবিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল,—"আজ্ঞে আপনি আমায় চিন্‌বেন না—বাবু—"

"কে সুরো?"

এইবার সুরো সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—"কে লক্ষ্মী দিদি নাকি?"

"হাঁরে—আমায় চিন্‌তে পাচ্চিস্‌রে?—কেমন আচিস্ তোরা—আমাদের ওদিকে যাস্‌নে কেনরে?"

"কি যাবো দিদি—তুমি আর ডাকো না, তা' যাবো কি?"

"সেকি কথারে—না না যাস্, জানিল্?"

সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলে লক্ষ্মী বলিল,—"হাঁ মাঝে-মাঝে যাস্ বুঝ্‌লি?—তারপর গোকুলদাকে কোথারে?"

"রোগী দেখ্‌তে—আমাদের পাড়ায়, শুনোচো বোধ হয়—কি এক রকম বমি হ'য়ে জ্বর হ'চ্ছে—বাবু ছিল ব'লে. তবু সাতজন বেঁচে উঠেচে—নৈলে দশ জনই মোরে যেতো বোধহয়—"

"তা' তোদের পাড়ায় হ'বে না তো হ'বে কোথায় বল্—যে নোঙ্‌রাতে থাকিস্ তোরা! সে যা' হোক্—এখন কি গোকুল দাকে ডাক্‌তে এসেচিস্ নাকি?"

"হ্যাঁ, আহা মাগীর আর কেউ নেই গো দিদি—" বলিতে-বলিতে এখুনি লইয়া যাইবার জন্য তাহার মন যেন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

লক্ষ্মী কতকটা আপন মনে-ই বলিল,—"না স্থরো, কোন মতেই তা' যেতে দিতে পারিনে; শুন্‌তে পাই সেটা নাকি ভারি ছোঁয়াচে—"

"হ্যাঁ দিদি—ছোঁয়াচে তো বটেই—আর সেই জন্যেই তো আমি বাবুকে কেবলি সাবধান ক'রে দিই—নেহাৎ যেটুকু ছোঁয়ানেপা না ক'র্‌লে নয়, তাই ওঁকে ক'র্‌তে হয়—বাদবাকী আমরাই সব করি?"

" 'আমরা' কে?—তুই আর গদাই?"

গদাই স্থরোর সহোদর। বাল্যকালে সেও মাঝে-মাঝে ইহাদের খেলায় যোগ দিত।

স্থরো একটু লজ্জার স্থরে বলিল—"না আমি একলা—দাদার ও সবে ভারি ভয়।—সে যা' হোক্ দিদি—তুমি বাবুকে গিয়ে শীগ্‌গীর আস্‌তে বল'—আহা বুড়ীর কেউ—"

এই কথায় লক্ষ্মী শেষ পর্য্যন্ত একভাবেই যাহা বলিয়া যাইতে লাগিল তাহাতে স্থরো সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া মনে-মনে এই রমণীটির প্রতি ভারি চটিয়া গিয়া ক্ষুণ্ণ মনে বাটীর বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় আর

একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"তা'র কিন্তু কেউ নেই দিদি—দাঁড়াবো ?"

লক্ষ্মী লজ্জায় তাহার মুখপানে চাহিতে না পারিয়া কোনগতিকে—"না ভাই, তুমি যাও—আর শুধু আজ নয় এজন্মে আর অন্য কোন দিনও ডাক্‌তে এস না—" বলিতে-বলিতেই উপরে উঠিয়া গেল। বারান্দায় উঠিয়া স্তব্ধ অমিয়ার প্রায় কাছাকাছি হইয়া একটু হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিল,—"খুলে দিস্‌নি ?"

অমি অস্ফুটে বলিল—"না—"

লক্ষ্মী সেইভাবে বলিল—"বেশ ক'রিচিস্‌ ?"

বলিয়া দরজা খুলিয়া দিল। দেখিল, গোকুল অন্ধকারে বোধ করি গুম্‌ হইয়াই বসিয়া আছে। লক্ষ্মী ভাবিয়াছিল, ইহার জন্য না জানি সে তাহাকে কত কথাই শুনাইয়া দিবে; তবে ইহা সে জানিয়া-বুঝিয়াই করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, দু'টা রূঢ় কথা শুনিলে তাহার গায়ে কিছু ফোস্কা পড়িবে না, কিন্তু তাহার বিনিময়ে যে অমঙ্গলের হস্ত হইতে সে উদ্ধার পাইবে, তাহার জন্য দু'টা কথা সহ্য করা ত দূরের কথা, সে আরও যে কত কি করিতে পারে, তাহার হিসাব নাই। এখন সে প্রস্তুত হইয়াই দরজা খুলিল, কিন্তু একি হইল, গোকুল তো তাহাকে ভালমন্দ কিছুই বলিল না। যেমন চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তেম্‌নিই রহিল—বোধ করি একটীবার মুখ তুলিয়া লক্ষ্মীর পানে চাহিলও না। ইহাতে লক্ষ্মী কিছু বিস্মিত হইল, একটু ভয়ও পাইল।

গোকুলের এরূপ গুম্‌ হইয়া বসিয়া থাকিবার দু'একটী বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমতঃ লক্ষ্মী যে এতটা ধৃষ্টতা করিতে পারিবে ইহা সে ভাবিতে

পারে নাই। তারপর, যেমন করিয়াই হো'ক, সে যখন তাহাকে অমন করিয়া অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া' গেল, গোকুল তখন ভাবিল, এখুনি স্ত্রী আসিয়া খুলিয়া দিবে,—'খুলে দাও' এমন কথা ব'লার অপেক্ষাও করিবে না; কিন্তু সে আশায় সে যখন নিরাশ হইল তখন স্ত্রীর উপর তাহার ক্রোধের সীমা পরিসীমা রহিল না। শেষটা তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া যত রাগ পড়িল নির্ব্বোধ আপনার এবং দুর্ব্বিনীত ও অত্যাচারী লক্ষ্মীর উপর। নিজের উপর রাগ হইল,—কেননা সে লক্ষ্মীকে এতটা আস্কারা দেয়, বিশেষতঃ আজ আবার ইতিপূর্ব্বে তাহার কি দুর্ম্মতি হইয়াছিল তাই, এমন করিয়া তাহার সহিত ঠাট্টা-তামাসা করিতেছিল বলিযাই সে না অতটা বাড়াবাড়ি করিতে সাহস পাইল! তাহা না হইলে এতটা করিবার সাহস সে পাইত কোথায়?—আর লক্ষ্মীর উপর রাগ হইল, তাহার কারণ এই যে, সে দিন-দিন তাহার মাথার উপর চড়িতেছে এবং তাহার সহবাসে থাকিয়া যে-অমিয়া এতদিন তাহার কথার কত বাধ্য ছিল, কত সরল ছিল—সেই অমিয়া দিন-দিন তাহার-ই মত অবাধ্য ও দুর্ব্বিনীত হইয়া পড়িতেছে। ইহা কি লক্ষ্মীর তাহার সহিত যেমন-তেমন শত্রুতা করা হইতেছে? না না, সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তাহার প্রতি লক্ষ্মীর এমন আধিপত্যটা এমন নির্ব্বিবাদে সহ্য করিয়া যাওয়া তো গোকুলের পক্ষে কখন-ই যুক্তি সঙ্গত নয়। আজ সে এমন করিয়া গেল, তাহার দেখা-দেখি কাল আবার অমিয়াও যে এমন করিবে না তাহার প্রমাণ কি?

গোকুল এইরূপে চঞ্চল মস্তিষ্কে অনেক কথাই ভাবিয়া যাইতেছিল, এমন সময় লক্ষ্মী আসিয়া দরজাটা খুলিয়া দিল। গোকুলের মনে হইল,—লক্ষ্মী হয় তো বা দয়া করিয়াই খুলিল। আর অমিয়া বোধ হয় কপাটের

পাশে দাঁড়াইয়া তাহার অবাধ্য পাগলা স্বামীর সহিত ইহাই উপযুক্ত ব্যবহার হইয়াছে ভাবিয়া লক্ষ্মীর মুখপানে চাহিয়া একটিবার মুখ টিপিয়া হাসিল।

যেমন শেষ কথাটী মনে হইল অমনি গোকুল অতিশয় আচম্বিতে স্ত্রীর উদ্দেশে নিষ্ঠুর ভাবে ধমক দিয়া বলিল—"ওরে এই জানোয়ার—কখন থেকে ব'লচি যে আলোটা জেলে দিতে ?"

অমিয়া ও লক্ষ্মী উভয়েই চম্‌কাইয়া উঠিল। অমিয়া ভয়ে কাঁপিতে-কাঁপিতে ঘরে ঢুকিয়া দেশলাই খুজিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি খোঁজার ফলে, দেশলাইটী খুজিয়া পাইতে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল ততই যেন তাহার 'ডাক ছাড়িয়া' কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম হইতে লাগিল। গোকুল অন্ধকারে রাগে—কাঁপিতে-কাঁপিতে আর একবার চীৎকার করিয়া উঠিল,—"দেশলাইটা কোথায় ফেলো হুস্ থাকেনা, দিন রাত আড্ডা নিয়েই মেতে থাকো ?"

আজকাল নারায়নীর বাতের ব্যথা কম পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি এখন আহ্নিক সারিয়া গঙ্গাজল লইয়া নীচে গিয়াছিলেন, তুলসী তলায় সন্ধ্যা দিতে। উঠান হইতে হাকিয়া বলিলেন—"কি হ'লোরে ?

এদিকে লক্ষ্মার বুঝিতে কিছুমাত্র বাকী ছিল না, তিরস্কারের ঝাঁজটা ঠিক্ কাহাকে দগ্ধ করিবার চেষ্টা লইয়া 'গোকুলের মুখ হইতে বাহির হইলন সহসা গোকুলের এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া লক্ষ্মী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। এখন দ্বিতীয় ধমকে অমিয়া আরোও অধিক অস্থির হইয়া পড়িয়াছে বুঝিয়া, কাছে গিয়া, বলিল,—"সর্-সর্ আমি দেখ্‌চি—এই তো রয়েচে—"এই বলিয়া দেশলাইটা তুলিয়া অমিয়ার হাতে দিল। অমিয়া

আলো জ্বালিলে দেখা গেল, এতক্ষণ গোকুল যেন নিজের অপেক্ষা দশগুণ অধিকতর শক্তিশালী কোন পালোয়ানের সহিত কুস্তি করিতেছিল। লক্ষ্মী একটীবার আড় চোখে গোকুলের মুখখানি দেখিয়া লইয়াই অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এই সময় উঠান হইতে সুরো আবার ডাকিয়া উঠিল—"বাবু একটী বার শুনে যাননা।"

গোকুল "হ্যাঁ যাইরে" বলিয়া—তাড়াতাড়ি মোটা কোর্ট জামাটী ও শালখানি টানিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লক্ষ্মী একবার ভাবিল,—যাক্ বাধা দিবে না; কিন্তু সেই অজ্ঞাত বুড়ীর রোগটা যে নিতান্তই সাংঘাতিক হইয়াছে, তাহা, সুরো ফিরিয়া আসাতেই সে বুঝিয়া লইল। সুতরাং যে রোগী মরণের সঙ্গে যুঝিতেছে, তাহারই আজ ডাক্তারী করিতে চলিয়াছে ভাবিয়া, কোন ক্রমেই আপনাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না। পশ্চাৎ হইতে ছুটিয়া আসিয়া যেমন তাহার হাতটী চাপিয়া ধরিল, অমনি গোকুল অতিশয় ঘৃণা ভরে—"যাও-যাও" বলিয়া হাতটী তাহার জোর করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়া দ্রুতগতি চলিয়া গেল। এদিকে বারান্দার লোহার রেলিংএ হাতটী গিয়া লাগায় লক্ষ্মীর হাতের কাঁচের চুড়ীগুলি ঝন্‌ঝন্ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সৌভাগ্য-বশতঃ, কাটিয়া গিয়া রক্ত না পড়িলেও আঘাতটা কিন্তু কম হইল না। লক্ষ্মী "মাগো" বলিয়া হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

অমিয়া ছুটিয়া কাছে আসিয়া ব্যথিতস্বরে বলিল,—"কোথায় লাগ্‌লো দিদি?"

লক্ষ্মী উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,—"ওর কি এটা ভাল

কাজ হ'ল অমি,—বিনাদোষে একজন সধবার হাতের চুড়ী ভেঙে আজ কিন্তু ও ভাল কাজ ক'র্‌লে না—এই সন্ধ্যেকালে ব'ল্‌ছি, এর ফল ওকে পেতেই হ'বে, এ তুই—" শেষটা কাঁদা থামিয়া গিয়া চোখ দুটী যেন দপ্‌-দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

অমিয়ার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে সভয়ে হাত দিয়া দিদির মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"ছিঃ—এ সময় অমন কথা মুখ দিয়ে বের কোরো না দিদি—তা'তে তোমার জ্বালা বাড়্‌বে বই কম্‌বে না তো ভাই—তুমি আমাকে ক্ষমা কর—"

লক্ষ্মী কি একটা বলিতে চাহিল, অমি তাহার মুখ চাপিয়াই রহিল।

* * * * *

আজ রাত্রে সামান্য দু'একটী পরিহাসের ফলে সহসা ব্যাপারটী এতটা গড়াইবে জানিলে শরৎবাবু বোধ হয় আজিকার রাতটী চুপ করিয়াই কাটাইতেন। লক্ষ্মী রাঁধিতেছিল, অদূরে দালানে বসিয়া শরৎবাবু অন্যান্য দিনের মত স্ত্রীর সহিত পরিহাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী সহজকণ্ঠে দু'একটী কথার বাদ-প্রতিবাদ করিতে-করিতে হঠাৎ স্বামীর একটী কথার উপর উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"স্বাথ' তোমার পায়ে পড়ি, আমার চোখের সাম্‌নে, এমন ক'রে আমার সর্ব্বনাশ ক'রো না; তোমার জন্যে তোমায় বারন করিনে, তা' যদি ক'রতুম, তা' হ'লে তুমি কি আমার কথা না শুনে আমার অপমান ক'র্‌তে পার্‌তে? মানুষ হ'য়ে কথ্‌খন' তা' পার্‌তে না; কিন্তু তুমি জান' আমি নিজের জন্যেই বলি, আর সেই জন্যেই তো এমন ক'রে—" বলিতে-বলিতে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শরৎবাবু এ সকল কথার একটীও ঠিক্ বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। আশ্চর্য্যটা কিছু বেশী পরিমাণেই হইয়াছিলেন, কেননা স্ত্রী কাঁদিয়া ফেলিয়াছে বুঝিতে পারিয়াও তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিলেন না। সেই খানে বসিয়া থাকিয়াই বলিলেন—"কি ব'লছ' লক্ষ্মী—আমি তোমার কি করিচি?"

লক্ষ্মী গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"কি কোরোচো—আমি তোমাকে আজ ক'দিন ধ'রে ব'ল্ছি না যে, এ-বয়েসে তোমাকে আর কাজে বেরুতে হ'বে না—স্বাধ' তোমার জীবনের সঙ্গে আমার যদি কোন সম্পর্ক না থাক্তো —তা' হ'লে তুমি যা'ই কেন ক'রে বেড়াতে না, আমি তোমায় বাধা দিতে যেতুম না—এ তুমি বেশ জেনো।"

স্বামী বিহ্বলের মত বলিলেন,—"তা' এ তো তুমি সেদিন রাত্রে কেবল সেই একবার ব'লেছিলে লক্ষ্মী—আর তার জন্যে তোমার অপমান যে কি ক'রেছিলুম তা' তো বুঝিনে—"

"তা' আর বুঝ্বে কেন বল? বড় মুখ ক'রে ব'লতে গেলুম, তুমি শুন্লে না, এ-ই তো অপমান করা হ'ল; সে যা' হোক, এবার যদি বুক ফেটে মরেও যাই তবু আর তোমাকে বাধা দিতে যাবো না; স্বাধ', শরীরটা তোমার দিন-দিন যেরকম হ'য়ে পড়্চে সে দিকে নিজে কোন লক্ষ্য কর' কি? কিন্তু দেখে শুনে আমার যে ভয়ে বুকটা শুকিয়ে যায়—তার ওপর আজ কাল আবার নেশা ক'র্তে সুরু ক'রেচ—ছিঃ—আমার মনে কষ্ট দিয়ে তোমার কি ভাল হ'বে তুমি মনে কর?"

একদমে কথাগুলি বলিয়া গিয়া লক্ষ্মী একটী দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

স্বামীর বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাইতেছিল। বলিলেন,—"নতুন নেশা আর কি ক'চ্চি লক্ষ্মী ?"

"আপিনের আবার নতুন অনতুন কি ? আর তা' ছাড়া আজ কাল আবার দু'বেলা চা খাওয়া ধোরেচ, তা'র পর তামাক চুরুট তো আছেই—এগুলোও কি নেশা নয় তুমি ব'লতে চাও—এতে শরীরের অনিষ্ট হয় না ?"

এইবার লক্ষ্মীর প্রতি শ্রদ্ধা, স্নেহ ও সহানুভূতিতে বৃদ্ধের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন—"হ্যাঁ লক্ষ্মী, তুই এগুলোকে নেশা ব'লতে পারিস বটে ; কিন্তু স্থাপ্ আমিও তোকে একটা কথা ব'লে রাখি শোন্—দিন-দিন আমার বয়েসটা বাড়্ছে বই কম্‌ছে না তো—তাই তোর মনে হয়, আমি রোগা হ'য়ে যাচ্চি—কিন্তু সত্যি ব'লছি আমার দেহতে কোন অসুখ নেই ; বরং কাজ-কর্ম্ম না ক'রলে, আমার ভয় হয়—পাছে পটু ক'রে বাতে ধ'রে, জানিস্ ?"

লক্ষ্মী বেলা-লুচি ঘিয়ের কড়ায় ছাড়িতে-ছাড়িতে বলিল—"হুঁ"

ইহার পর আজ আবার ৭।৮ দিন পরে শয্যায় শুইয়া স্ত্রীর স্বামী সেবার ক্ষুধিত ও তৃষিত আকাঙ্খাটা মিটাইয়া লওয়ার ফলে বৃদ্ধ অস্থির হইয়া পড়িলেন।

## [ ১৮ ]

লক্ষ্মী অনেকটা স্পষ্ট করিয়াই অমিয়াকে বলিয়া আসিয়াছিল,—আর সে এ বাড়ী আসিবে না, অমি যেন তাহাকে বৃথা ডাকিতে পাঠাইয়া মনে কষ্ট না করে। অমিয়া ইহাতে কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিয়াছিল, ইহাতে তাহার কি দোষ, সে তাহাকেও ত্যাগ ক'রতেছে কেন ? লক্ষ্মী ইহাতে

তাহার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিয়াছিল, যে, না, অমির ভালবাসা চিরদিন তাহার মনে থাকিবে। ইহার পর বাটী হইতে বাহির হইবার সময় আর একটি কথা বিশেষ করিয়া তাহাকে বলিয়াছিল, কথাটী এই যে, অমি যেন ইহার পর হইতে স্বামীর সহিত পূর্ব্বের মতই বিনয়ের ব্যবহার করিতে সুরু করে, যে কারণেই হোক্; স্বামীকে অতিশয় বিনয়-নম্র কণ্ঠে অনুরোধ করা ব্যতীত তাহার সুমুখে আজ-কাল-কার মত জোদ যেন কখনও না করে, কেননা, তাহাতে গোকুলের দ্বারা তাহার বিশেষ নির্যাতিত হইবার সম্ভাবনা আছে। শেষটা অমি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াই দিদির হাত দু'টী চাপিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল যে, ভাল, সে না হয় তাহার সকল কথাই মানিয়া লইল, কিন্তু বুড়ী পিসি-মা কি দোষ করিলেন যাহার জন্য এবাড়ী না আসিয়া তাঁহার মনে সে কষ্ট দিবে? এই কথায় লক্ষ্মী তাহাকে আশ্বাস দিয়া, বোধ করি গোকুলের উপর রাগ করিয়াই বলিয়াছিল,—"সে তো সত্যি, পিসি-মা যতদিন আছেন ততদিন মাঝে-মাঝে নিজের ইচ্ছে মত আমার এবাড়ী ঢোকা বন্ধ করে এমন সাধ্য এ বাড়ীর কা'রো নেই।"

যাহা হউক, আজ প্রায় দশ এগার দিন কাটিয়া গেল, তথাপি নিজের ইচ্ছা মত গোকুলদের বাড়ী গিয়া পিসি-মার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা লক্ষ্মীর হয় নাই, সুতরাং সে যায়ও নাই। আজ দুপুর বেলা সুরো আসিয়া বলিয়া গেল যে, গোকুলবাবুর ভারি অসুখ, পিসি-মাও বাতের জন্য শয্যাগত সুতরাং অমি একা তাঁহাদের লইয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য গোকুল সুরোকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছে,

সংবাদ পাইবামাত্র লক্ষ্মী যেন তাহাকে দেখিতে আসিতে কিছুমাত্র বিলম্ব না করে।

সংবাদ শুনিয়া লক্ষ্মী দুই চক্ষে অন্ধকার দেখিল। উদ্বেল-অশ্রু যথাসাধ্য সংবরণ করিয়া সুরোকে বলিল—"তুই এখন কোথায় যাবি, সুরো?"

সুরো বলিল—"গোঁদল পুরের উমেশ ডাক্তারের কাছে।"

"তিনিই এখন দেখ্‌চেন বুঝি? হ্যাঁ, ভাল কথা, অসুখটা কবে থেকে হ'য়েছে রে?"

"আজ নিয়ে প্রায় হ'প্তাখানেক হ'বে।"

লক্ষ্মী মনে-মনে হিসাব করিয়া দেখিল, "তেরাত্রির" মধ্যেই তাহার কথা ফলিয়া গিয়াছে। ভাবিতেই, কি যেন তাহার বুকের ভিতরটায় কামড়াইয়া দিল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"স্থাখ্, সে ডাক্তারের কম্ম নয়—তুই এক কাজ কর্ ভাই—উমেশবাবুকে পাঠিয়ে দিয়ে অম্‌নি মুড়োমুড়ি হুগ্‌লি চলে যাবি; সেখানে গিয়ে আমার মাকে যে-ডাক্তার দেখেছিলেন, তাঁর বাড়ী তো তুই চিনিস্?—তাঁ'কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌গে—এই নে গাড়ী ভাড়া—কোথাও দেরী করিস্ নে?"

ইহার পর সুরো বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলে, লক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়া বিছানার উপর লুটিয়া পড়িল। অস্ফুটে বলিল,—"এই কথাটাই আগে থেকে জানিয়ে দেবার জন্তেই কি ডান চোখ আজ সেদিন থেকে অমন ক'রে নাচ্ছিল ঠাকুর?—এ কি হ'ল—কাল-মুখ দিয়ে যা' বা'র হ'য়েছিল, তা'ই যে সত্যি হ'ল। কিন্তু ও-কথা না ব'লে আমি যদি ব'লতুম,—সে আমার রাজা হোক্, তা' হ'লে সে কি তা'ই হোতো?—তা' যখন হ'তো

না, তখন এমনি বা ঘটালে কেন মধুসূদন?" বলিয়া সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে খেঁদীর মার ঘুম ভাঙ্গিল। লক্ষ্মী কি জানি কেন, আরও কিছুক্ষণ কাটাইয়া দিয়া পরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিল,—"কর্ত্তা যদি আজ সকাল-সকাল বাড়ী আসেন, তা' হ'লে বলিস্, আমি মিত্তির বাড়ী গেচি—গোকুল দা'র ভারি ব্যায়রাম—বুঝ্লি হেমা?"

হেমা শশব্যস্তে বাধা দিয়া বলিল,—"তোমারও তো আজ ক'দিন জ্বর-জ্বর—"

লক্ষ্মী ক্লান্ত স্বরে বাধা দিয়া বলিল,—"তুই আর এ সময় জ্বালাস্নে হেমা—আশীর্ব্বাদ কর্ বাছা, গোকুল দা'র বালাই নিয়ে আমি যেন শীগ্গির-শীগ্গীর তা'কে ভাল ক'রে তুল্তে পারি—হ্যাঁরে, ওরা ভিন্ন আর আমার আপনার লোক কে আছে হেমা?" বলিতে-বলিতে আঁচলে মুখ ঢাকিল। লক্ষ্মীর এখনকার মুখের করুণ ভাব দেখিলে পাষাণও বুঝি গলিয়া যায়, তাই হেমাও সহানুভূতির স্বরে বলিয়া উঠিল—"তা' তো বটেই মা, হাসি মুখে 'কিরে লক্ষ্মা কেমন আছিস্?' ব'লে যখন বাড়ী ঢোকে, তখন কে ব'ল্বে যে তোমরা দু'জন ভাই-বোন্ নয়।"

এ-বাড়ী ঢুকিয়া শিড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া লক্ষ্মী প্রথমে পিসি-মার ঘরে ঢুকিল। কিছুক্ষণ পরে বারান্দা দিয়া ঘুরিয়া গোকুলের ঘরের দরজার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই অমিয়া বলিল,—"এস দিদি—বাঁচলুম—"

গোকুল চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। চোখ চাহিয়া বলিল,—"আয় আয়—ঘরে ঢুকে ব'স্ ঐ চেয়ারটায়—দাঁড়িয়ে রৈলি যে রে—ভয় নেই,

ভয় নেই, এ আলাদা রোগ, ছোঁয়াচে নয়—ছোঁয়াচে রোগকে যে তোমার ভয়—"

লক্ষ্মী আছড়াইয়া পড়িবার মত হইয়া আপনাকে টানিয়া ঘরে ঢুকাইয়া গোকুলের শীর্ণ মস্তকের পার্শ্বে থপ্ করিয়া বসাইয়া দিয়া বিরক্তিপূর্ণ কাতরকণ্ঠে বলিল,—"ছাখ' গোকুল দা—ফের যদি এমন কথা বল' তো সত্যি ব'ল্‌চি—তোমার পায়ে মাথা খুঁ'ড়ে মর্‌বো।"

কি জানি এই ক'দিনের মধ্যেই কেন অমিয়ার লজ্জাটা অনেক 'পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। সে ঠাকুরঝির সুরে সুর মিলাইয়া স্বামীকে বলিল—"হঁ্যা, তোমার এক কথা?"

গোকুল স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া বলিল,—"তা' তো বটেই—'দিদিকে ডেকে পাঠাও—তুমি না ডাক্‌লে সে আস্‌বে না'—এখন বুঝি দিদিকে পেয়ে দু'জনে মিলে আমাকে ধমক দেবার খুব মজা হ'য়েচে?—হ্যাঁ ভাল কথা,—হ্যাঁরে লক্ষ্মী, সেদিন তোর চুড়ী ভেঙে দেবার জন্যে শরৎবাবু আমার ওপর খুব চ'টে গিছ্‌ল, নারে?"

গোকুলের শেষ কথাগুলি লক্ষ্মীর কাণে গেল না। "দিদিকে ডেকে পাঠাও—তুমি না ডাক্‌লে সে আস্‌বে না" গোকুলের মুখে অমিয়ার এই কথাটি লক্ষ্মীর বুকের মধ্যে কেমন একটা অভিমান আনিয়া দিল; তাহাকে ডাকিয়া পাঠানর মধ্যে অমিয়াও যে ছিল, ইহা সে নিজের ঘরে বসিয়াই অনুমান করিয়াছিল, কিন্তু গোকুল যে কেবল স্ত্রীর অনুরোধেই তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিল; এমন কথা সে ভাবিতে পারে নাই; তাই তাহার অভিমান হইল। কিন্তু অভিমানের ফল যাহা, তাহা ত তাহার সুমুখেই পড়িয়া রহিয়াছে, সুতরাং এ-অভিমান তাহার মনে বেশীক্ষণ

স্থান পাইল না। তাই বিরক্তভাবে অনুরোধ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"তুমি এত বকচ কেন গোকুল দা',—অসুখ হ'লে কি ব'কৃতে আছে?"

অমিয়া বলিল,—"হ্যাঁ দিদি, ডাক্তারবাবু ব'লে গেচেন বকাই এ-রোগের প্রধান দোষ—এত বারন করি, তবু শোনে না।"

গোকুল স্ত্রীর দিকে চোখ পাকাইয়া বলিল,—"আরে ব'কে কি সাধ ক'রে—লক্ষ্মীর আক্কেলটা কি দেখ দিকি? কি রোগ কি বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস্ করা নেই, থপ্ ক'রে বিছানায় এসে বস্'লো—এর মত ছোঁয়াচে রোগ কি আর দু'টা আছে নাকি? ওকে যদি ধরে?"

শেষ কথাটায় লক্ষ্মীর মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই মুখখানি শুকাইয়া গেল। মনে-মনে বলিল,—"এখন না, আগে তুমি সেরে ওঠ'।" মুখে বলিল,—"তা' ধ'রে ধ'রবে—তোমার পায়ে পড়ি গোকুল দা, তুমি একটু চুপ কর।"

গোকুল বোধ করি আপনার ঝোঁকেই বকিতে লাগিল,—"হাঁ চুপ ক'র্বো বৈ কি?—তারপর তোর সেই বুড়োটা যখন তোর দুঃখে মাথা পাগ্‌লা হ'য়ে গিয়ে আমার নামে দোষ দেবে, তখন কি হ'বে?—হ্যাঁরে লক্ষ্মী, বুড়ো তোকে খুব ভালবাসে, নারে?—না-না, এ কথা জিজ্ঞেস্ ক'রে কাজ নেই বাবা—তোর মনে পড়ে লক্ষ্মী, ঠিক্ এই কথাটার জন্যে-ই একদিন তুই আমাকে পাগল ব'লেছিলি। যাক্, কি ব'ল্‌বো যে শেষটা মাসি-মার মুখে শুনেছিলুম, তোর কোন দোষ ছিল না—বিয়ের আগে তুই নাকি আমাকে চিঠি দিয়াছিলি—নৈলে মা ম'লে তোর দোরস্থ হ'তে যেতে আমার বয়ে যেতো—এ তুই বেশ দেখ্‌তিস্—"

অমিয়া দিদির মুখপানে চাহিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—"এ দিদি, আবার কাল রাত্রের মতই বক্‌তে আরম্ভ ক'রেচে—ডাক্তার অনেক ক'রে বারন করে গেচে—"

গোকুল বলিল—"ওঃ—ভারি ডাক্তার—লক্ষ্মী আমাকে সে দিন যা' ব'লেছিল', তা' ঠিক্—সে কিন্তু আবার আমার চেয়েও এককাটি সরেস—জানিস লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী বিরক্তভাবে বলিল—"তুমি চুপ ক'র্‌বে কিনা বল গোকুল দা—এমন যদি কর তো বল আমি যাই" বলিয়া সত্যই উঠিয়া পড়িতে উদ্যত হইল দেখিয়া গোকুল উজ্জ্বল চক্ষে তাহার মুখপানে চাহিয়া কেমন একটু হাসিয়া বলিল,—"পার্‌বি ?" তারপর পর-মুহূর্ত্তেই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা-আচ্ছা বোস্—আর ব'ল্‌বো না।"

লক্ষ্মী বসিলে পুনরায় আস্তে-আস্তে যেন আপন মনেই বলিল—"ভালবাসে—ছাই বাসে। ভালবাসলে নাকি কথায়-কথায় চলে যাবো ব'লে ভয় দেখায় !

লক্ষ্মী বলিল—আবার !"

গোকুল একটীবার "যা-যাঃ" বলিয়া সেই যে চুপ করিল, আর কোনও কথা বলিল না।

কিছুক্ষণ পরে উমেশবাবুকে সঙ্গে লইয়া প্রায়-অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ হরিপদ যখন লাঠি ধরিয়া উপরে আসিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"ডাক্তারবাবু এসেচেন" তখন অমিয়া মাথার কাপড়টি টানিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লক্ষ্মী বসিয়া রহিল। উমেশবাবু আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গেলেন যে, রোগটা দিন-দিন কঠিন হইয়া

পড়িতেছে। এখন তাঁহার অপেক্ষা ভাল ডাক্তার আনাইয়া রীতিমত চিকিৎসা করানর বিশেষ আবশ্যক। ইত্যাদি ইত্যাদি—

রোগটা যে সত্য সত্যই অত্যন্ত বাঁকা, তাহা হুগলি হইতে যিনি আসিলেন তিনিও বলিলেন; তবে কিছু দিন ভোগানো এবং কিছু অর্থ নষ্ট করা ভিন্ন আর কোন ক্ষতিও যে করিতে পারিবে না, সে-বিষয় ও তিনি খুব জোর-দিয়াই আশ্বাস দিয়া গেলেন।

তাহার পর কয়দিন কাটিয়া গিয়াছে। অমিয়া আজকাল আর নিতান্ত ছেলেমানুষটি নাই; তাহার নিজের ভাষাই তো তাহাকে একদিন স্পষ্ট করিয়া ধরাইয়া দিয়াছে যে, অন্ততঃ স্বামী যে কি-বস্তু সে তাহা বুঝিতে বেশ শিখিয়াছে। ইহা ভিন্ন, লক্ষ্মী সেই দিন হইতে পুনরায় তাহাকে যতটা সরল বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে—আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, ততটা সরল আজকাল সে কখন-ই নয়। কেননা, তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এমন ধারণাটী কখনই তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া থাকিত না যে, লক্ষ্মী যদি নিজে-হাতে তাহার স্বামী গোকুলের সেবা-যত্ন করিতে পায়, তাহা হইলে সে বোধ হয় মনের মধ্যে শান্তি পায়।

অমিয়ার মনের সরলতার প্রতি এমন ভাবে অবিশ্বাস করা হইতেছে শুনিলে অমিয়া নিশ্চয়ই ইহার তীব্র প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। সে বলিবে—না, ঠাকুর-ঝির উপর তাহার মনে এমন ধারনা হওয়া সত্বেও সে সরল; কেননা ঠাকুর-ঝির মনের ভাবটী বুঝিয়া লওয়ায় তাহার নিজের কোন কৃতিত্বও নাই, বিশেষ পাকা হইবারও আবশ্যক হয় নাই। ঠাকুর-ঝি সেদিন সেই ভীষণ সাপের "ফোঁস্-ফোঁস্" শব্দ বদ্ধ-

করার পরে, স্বামী-সেবার সম্বন্ধে তাহাকে উপদেশ দিবার কালে মাঝে-মাঝে মুখ চোখের ভাব যেরূপ করিতেছিল এবং এমন দু'একটী কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, যাহার জন্য আপনা হইতেই ও ধারণা তাহার মনে আসিয়াছিল। এবং একটী পাঁচবছরের মেয়েও যদি সে সময় তাহাদের সেই ঘরে থাকিত, তবে,—অমিয়া বাজি রাখিয়া বলিতে পারে যে, সে-ও তাহা অনুমান করিতে পারিত।—তবে হাঁ, এ কথা বলিলে সে সহ্য করিবে যে, সে নিহাৎ দু'বছরের কচি খুঁকী নয়, কিন্তু সরল নয়, পাকা ধূর্ত্ত, এমন কথা বলিয়া তাহাকে গালি দিলে সে তাহা নীরবে সহ্য করিতে কখন-ই পারিবে না।

তা তো পারিবে না, কিন্তু এ-কথায় অমিয়া কি জবাব করিবে যে, দিদির সম্বন্ধে যে-ধারণাটি তাহার মনের মধ্যে দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে, সে তাহা দিদিকে প্রকাশ করিয়া বলে নাই কেন? এবং সে যদি সরল, তবে একদিন বলিতে গিয়াও অমন করিয়া চাপিয়া গিয়াছিল কেন? ইহা ব্যতীত, ইহার জন্য দিদির প্রতি প্রথম-প্রথম তাহার মনে কেমন একপ্রকার ঘৃণা ও কিসের একটা আশঙ্কার-ই বা উদয় হইয়াছিল কিসের জন্য? এগুলি তো সরল মানুষের উপযুক্ত স্বভাব নয়!

সে যাক্ এখন বলিবার কথা এই যে, অমিয়া কি বুঝিয়া কি ভাবিয়া নিজের মনের মধ্যে কি যে সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা ঠিক্ করিয়া বলা সুকঠিন। তাহার আজকালকার আচার ব্যবহার, চলা ফেরা দেখিয়াই একথা বলিতেছি। কেননা, আজকাল এ বাড়ীতে একটী নূতন নিয়ম হইয়াছে—লক্ষ্মী সমস্ত দিনটী গোকুলের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে এবং অমি অধিকাংশ সময়-ই পিস্-শাশুড়ীর কাছে থাকিবে। এ নিয়ম

স্থাপন করিবার প্রধান কর্ত্রী অমিয়া। সে একদিন লক্ষ্মীকে বলিয়াছিল—"আমি ভাই ওর কাছে থাকতে পারবো না—বিশেষ দিনের বেলায় তোমাকেই এবাড়ী এসে ওকে দেখতে শুনতে হ'বে—আমি খালি মাঝে-মাঝে দেখতে আসবো।" তাই আজ দু'দিন হইতে লক্ষ্মীই গোকুলের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। আজ দুপুর বেলা ডাক্তার চলিয়া যাইবার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে গোকুলের ব'কুনিটা কিছু বাড়িয়া উঠিল। লক্ষ্মী ঘরের এক কোণে বসিয়া 'ষ্টোভ্' জ্বালিয়া দুধ গরম করিতেছিল, এবং অমি স্বামীর শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল।

গোকুল হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে-হাসিতে বলিল,—"ডাক্তার বাবু আজ আমাকে ভয় দেখিয়ে গেলেন। ইংরাজি ক'রে ব'লে গেলেন, তাঁ'র কথা না শুনলে আমার মাথা খারাপ হ'য়ে যাবার ভয় আছে—আমি বুদ্ধিমান্, সুতরাং এমন ছেলেমানুষি আমাকে করতে নেই। হা-হা—আমি তো হ'বো—কিন্তু যা'র ওপর আমার সেবার ভার দিয়ে যান তিনি যে আবার বদ্ধ পাগল, সেটা আর বুঝতে পারেন না।"

লক্ষ্মী ধমক দিয়া বলিল—"আবার ব'কচ?"

গোকুল বলিল,—"আমি তো শুধু বোকচি লক্ষ্মী, আর তুই নিজে কি ক'চ্চস্ বল দিকি? আমার বোধ হয় পাগলা গারদে যারা থাকে তা'দেরও কেউ তোর মত পাগলামো করে না—আমার সঙ্গে বিয়ে না হওয়ায় তোর কোন ক্ষেতি হ'য়েচে বলে আমার তো বোধ হয় না, আর যদি আমার কথা বলিস্, তা' আমার-ই বা মন্দ কি হ'য়েচে, দেখ' দিকি, অমি আমার মাথায় কেমন হাত বুলিয়ে দিচ্চে—"

কথাটা গোকুলের মুখ হইতে বাহির হইয়া ঘরের মধ্যে ভারি একটা কাণ্ড বাধাইয়া দিল।

অমিয়ার মুখখানি ছপ্ করিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিল। স্বামীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল, হাত তাহার অবশ হইয়া থামিয়া গেল। এবং ওদিকে যে গরম দুধের বাটিটা ঠকাস্ করিয়া লক্ষ্মীর হাত হইতে পড়িয়া গিয়া লক্ষ্মীর পায়ের একস্থান অল্প পুড়াইয়া দিয়া দুধ গড়াইয়া বারান্দায় চলিয়া গেল, আর লক্ষ্মী যে "উঃ—"করিয়া যন্ত্রণায় পা ঝাড়িয়া ফিরিতে লাগিল, সে দিকে অমিয়ার দৃষ্টি ছিল অথবা ছিল না, এ দু'য়ের যাহা বলা যাইবে তাহাই ভুল হইবে, এম্নি ভাবেই অমিয়া বিহ্বল হইয়া বসিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে, ও-ঘর হইতে পিসি-মা যেমন ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন—"ও বৌ-মা—"অম্নি বৌমা যেন বদ্ধ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার অবকাস পাইয়াই জড়িত কণ্ঠে—"হাঁ যাই" বলিতে বলিতে অতি দ্রুতগতি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

সে চলিয়া গেলে লক্ষ্মী ছুটিয়া আসিয়া গোকুলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার রোগ-বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখের পানে প্রজ্জ্বলিত দৃষ্টিতে চাহিয়া অতিশয় নিষ্ঠুরভাবে বলিল,—"ত্যাখো, এত পাগল এখনো তুমি হওনি, যা'র জন্যে ওর সুমুখে আজ আমাকে এমন ক'রে অপমান ক'র্লে—ফের যদি সে সব কথা মুখে আন্বে তো—" এই সময় তাহার মন আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল যে, আর আনিলেই বা কি—যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, না হইলে অমিয়া কেন অমন করিয়া——হঠাৎ দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্ফুট-স্বরে বলিয়া উঠল "বেশ হ'য়েছে—বুঝ্তে পেরেচে ভালই হ'য়েচে—এতদিন যে বোঝেনি, সে ওর

নিজেরই ভালর জন্যে—যেটুকু বাধা ছিল, তা'ও আর থাক্‌বে না।—বেশ হ'য়েচে—ভালই হ'য়েচে—" বলিয়াই পুনরায় গোকুলের মুখপানে চাহিয়া নিরতিশয় বিকৃত কণ্ঠে বলিল,—"বেশ ক'রেচো—না-না, তোমায় বারন কচ্চিনে—তুমি যত পার ব'লো—আমি কিচ্ছু ব'লবো না—"

গোকুলের জ্বরের ঝোঁকটা একেবারেই কাটিয়া গিয়াছিল। এখন লক্ষ্মীর মুখ দেখিয়া ভয় পাইয়া বলিল,—"আমায় ক্ষমা কর্ লক্ষ্মী—আমি বুঝ্‌তে পারিনি।

লক্ষ্মী তখন পুনরায় গুম্ হইয়া দুধ গরম করিতে বসিয়াছিল—কোনই জবাব করিল না।

এদিকে অমিয়ও ঠিক সেই অবস্থা। এতদিন যাহা তাহার পক্ষে ঝাপ্সা ও অস্পষ্ট ছিল, স্বামীর কথাগুলি শুনিয়া তাহা-ই সহসা তাহার সম্মুখে ঝপ্ করিয়া সুপষ্ট হইয়া যাওয়ায় আজ তাহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিয়াছে। স্বামীর সহিত লক্ষ্মী ঠাকুর ঝির বিবাহ হইবার কথাটা ইতিপূর্ব্বে অমিয়া যে শুনে নাই তাহা নহে; লোকের মুখে আভাষে শুনিয়া অমিয়া একদিন হাসিতে-হাসিতে ঠাকুরঝিকে যখন ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, লক্ষ্মী তখন সহজ কণ্ঠে বলিয়াছিল—"হাঁ সে আমি যখন পাঁচ বছরের—তখন ঐ বলে আমাদের সব রাগাত'—" অমির তাহাই বিশ্বাস হইয়াছিল, ফলে, তাহার পর হইতে যে কেহ তাহাকে ঐকথা বলিতে আসিত, অমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিত—"হাঁ ঠাকুরঝির মুখেই আমি তা শুনেচি—"

সে যাহা হউক অমিয়া এতদিন জানিত, লক্ষী-ই কেবল তাহার

'গোকুলদা'কে খুব ভাল বাসে; তাহার গোকুলদা কিন্তু সংসারের মধ্যে অমিয়াকে যতটা ভালবাসে, তেমন আর কাহাকেও না। আজ তাহার অকস্মাৎ সকল ভুল ভাঙ্গিয়া গেল—তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, এতদিন এমন প্রমাণ সে কি পাইয়াছিল, যাহার জন্য অমন মিথ্যা ধারণা-গুলি তাহাকে বিভোর করিয়া মাতাইয়া রাখিয়াছিল? কৈ, স্বামী তো তাহাকে একটি দিনের জন্যও এমন কথা বলে নাই? তবে সে অমন বিশ্বাস পাইয়াছিল কোথায়?—তাহাকে 'হাবী' বলিয়া লক্ষ্মীর পরিহাস করাটির মধ্যে যে জ্বলন্ত সত্যটি প্রচ্ছন্ন আছে আজ সে তাহা স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। সে 'পিসি-মা'য়ের পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে মনে-মনে বলিল,—"গ্যাখ দিকি, অ'ম আমার মাথায় কেমন হাত বুলিয়ে দিচ্চে" এ কি পরের মত কথা? তবে কি স্বামীর মতে, স্বামীর জন্য সে যাহা কিছু করে তাহাই তা'র "কেমন" করা হয়—যেহেতু সে তাহার পর। আর লক্ষ্মী? সে তাহার আপনার বলিয়া সে যাহা কিছু করে, তাহতে তাহাকে "কেমন" বলিয়া প্রশংসা করার আবশ্যক হয় না; কেননা তাহা যে লক্ষ্মীর কর্ত্তব্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এইরূপ ভাবিতে-ভাবিতে তাহার মনে হইতে লাগিল, এখুনি ছুটিয়া গিয়া ঠাকুরঝির পা ধরিয়া বলে, সে যেন আর এবাড়ী না আসে; তাহার স্বামীর ভাল হোক্ আর মন্দই হোক্, সেজন্য তাহার কোন চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু এ-বাসনা কার্য্যে পরিণত করে কেমন করিয়া? অন্ধ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া দিদির মনে শান্তি দিবার ইচ্ছাতেই যেদিন সে যে স্বেচ্ছায় তাহার হাতে স্বামীর সকল ভার অর্পণ করিয়া আপনার

সর্ব্বনাশ আপনি টানিয়া আনিয়াছে! এখন তাহাকে ও-কথা বলিতে গেলে, সে যখন বলিবে, কেন? তখন আমি কি উত্তর দিবে? যেমন এই কথাটী মনের মধ্যে উদয় হইল, অমনি উত্তেজনায় অস্ফুটে বলিয়া উঠিল—"কেন, স্পষ্ট কথা খুলে ব'ল্‌বো—" বলিয়া ফেলিয়াই সভয়ে চাহিয়া দেখিল,—পিস্‌-শাশুড়ী শুনিতে পান নাই, তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। তাহার বুক দূর্‌-দূর্‌ করিতে লাগিল। এবং ইহা ভিন্ন আরও যে কি সব করিতে লাগিল, তাহা ভাষার সাধ্য কি, ঠিক্‌ করিয়া বুঝাইয়া বলে।

* * * * *

তাহার পর কুড়ি দিন কাটিয়া গিয়াছে।

একজনের হৃদয়-রাজ্যের সকল খবর অন্যের পাওয়া যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে বোধ করি সংসার চলিত না। অনেক সময় এমনও হয় যে, নিজের মনের অবস্থা কখন কি ভাবে ফিরিতেছে মানুষ নিজেই তাহা ঠিক্‌ করিতে পারে না; সুতরাং অপরে যে পারিবে না, সে কথার পুনরুল্লেখ করাই বাহুল্য। অমিয়া এবং লক্ষ্মীর মনের অবস্থারও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেদিন তাহারা উভয়েই প্রথম যতটা অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, আজকাল আর মোটেই সেভাব তাহাদের নাই। অমিয় দিদিকে বাড়ী ঢুকিতে নিষেধ ত' করেই নাই, উপরন্তু ঠাকুরঝির প্রতি এক অপূর্ব্ব করুণা ও সহানুভূতিতে হৃদয়টী তাহার পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

আর লক্ষ্মী? সে যখন দেখিল, অমিয়া আশানুরূপ বাড়াবাড়ি করা ত দূরের কথা, বরং তাহার পর হইতে হাসি মুখেই তাহার সহিত

কথবার্ত্তা কহিতে লাগিল, তখন, অমির প্রতি তাহার মনের সেই হিংস্র ভাবটা ক্রমেই কম পড়িয়া আসিতে লাগিল। শেষটা একদিন ভাবিল, মরন আর কি তাহার, ঐটাকে ভয় করিয়া কোন্ আক্কেলে সে কোমর বাঁধিয়া মরিয়া হইয়া দাঁড়াইতে উদ্যত হইয়াছিল! ভাগ্যে সে সেদিন কোন শক্ত কথা বলিয়া ফেলিয়া বেচারির মনে ব্যথা দেয় নাই! কিন্তু সে যা হোক্ অমি কি তবে সত্যই কিছু বুঝিতে পারে নাই? না, নিশ্চয়-ই পারিয়াছে—না হইলে, সেদিন তাহার মুখ চোখের ভাব অমন হইয়াছিল কেন?—অমি যে এখন বলিতেছে, স্বামীর মুখে ডাক্তারের্ কথা শুনিয়া এবং স্বামীকেও কি সব ভুল বকিতে দেখিয়া শুনিয়াই ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছেল,—তাহার এ-কথা কি বিশ্বাস যোগ্য?—নাকি সে সমস্ত বুঝিয়াও তাহার সহিত চতুরতা খেলিতেছে? না-না, ইহাই বা কেমন করিয়া সম্ভব?—তেমন মেয়ে সে তো নয়! পরিশেষে লক্ষ্মী মনে-মনে এই বলিয়া এ চিন্তায় বিরত হইয়াছে যে, চুলায় যাক্ অমি সব কথা বুঝিয়াছে কিনা সে কথা লইয়া নিজের মনে দগ্ধিয়া মরিবার তাহার আবশ্যক কি?—সেই দিন হইতে লক্ষ্মী আবার হাসিমুখে অমির সহিত কথা কহিতে পারিয়াছে।

যাক্, যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি।—কুড়ি দিন কাটিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীর প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষার ফলে কিছুদিন হইতে গোকুল অল্পে-অল্পে সারিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে, সে কেবল প্রাণ লইয়া; কেননা আজকাল তাহার চেহারা অতিশয় খারাপ হইয়া গিয়াছে;—মাথার চুলগুলি উঠিয়া যাইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং চোখদু'টী হলুদের মত ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে; ইহা ভিন্ন কণ্ঠস্বর তাহার এতই

ক্ষীণ হইয়াছে যে, দশ হাত দূর হইতে তাহার কথা স্পষ্ট বুঝা যায় না।

লক্ষ্মী প্রতিদিন প্রত্যহ এগারটার পর এ বাড়ী আসিয়া সারা দুপুরটি গোকুলের সেবা করিয়া কাটাইয়া কোনও দিন স্বামী বাড়ী আসিবার পূর্ব্বে সন্ধ্যার কিছু আগেই নিজের বাড়ী ফিরিয়া যাইত, আবার কোনও দিন বা সন্ধ্যার পরে বাড়ী যাইয়া দেখিত, স্বামী তাহার অপেক্ষায় দালানে বসিয়া ধূমপান করিতেছেন।

সে যাহা হউক্, ইদানীং কিছু দিন হইতে লক্ষ্মীর মনে ভারি একটা গোল• বাধিয়াছিল। সে যেন দিন-দিন এমন একটা অব্যক্ত ও অসহ্য যন্ত্রণার জালের মধ্যে বিশেষ ভাবে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, যাহার গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এক একদিন রাত্রে সে বিছানায় শুইয়া মনে-মনে কল্পনা করিত—কিছুদিনের জন্য স্বামীকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া অন্য কোথাও পালাইয়া যায়; এবং পরদিন সকালে স্বামীর নিকট এ প্রস্তাব করিবে বলিয়াও মনকে দৃঢ় করিয়া ফেলিত, কিন্তু ফল যাহা হইত তাহা ঠিক্ নেশা খোরের প্রতিজ্ঞা করার-ই মত।—সে-যন্ত্রণার মধ্যে বোধ করি বিশেষ কিছু মাদকতা ছিল, কেননা সেই যন্ত্রণার সম্মুখিন হওয়ার নিদৃষ্ট সময় উপস্থিত হইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই লক্ষ্মী উৎগ্রীব হইয়া বসিয়া থাকিত। কখন এগারটা বাজিবে—কখন সে গোকুলের ঘরে গিয়া দেখিবে, সে বালিশে ঠেস দিয়া তাহারই আগমন প্রতিক্ষা করিতেছে —রোগ-ক্লিষ্ট রক্তহীন মুখের বোধ করি কেমন একটা শক্তি আছে; দেখিলেই মায়া হয়, ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে। লক্ষ্মীও বোধ করি এই

অদম্য শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। তাই সে যখন তখন আপনাকে ভুলিয়া গিয়া এক দৃষ্টে গোকুলের নিদ্রিত পাণ্ডুর চোখ মুখের পানে পিপাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত এবং জানি না কেন, সহসা অমন করিয়া চকিত হইয়া উঠিত। সে যে কি ভাবিত তাহা সে-ই জানে অথবা সে নিজেও ঠিক্ জানে না।

অন্যান্য দিনের মত আজিও দুপুর বেলা গোকুল নিদ্রিত হইয়াছিল, এবং অমিকে রাত জাগিতে হয় বলিয়া সেও যথাসময়ে লক্ষ্মীর অনুরোধে ও-ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। লক্ষ্মীর বুকের তৃষ্ণাটা আজ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। তাহার রক্তপূর্ণ ওষ্ঠদ্বয় গোকুলের পাংশু গণ্ড দু'টীকে স্পর্শ করিবার জন্য বোধ করি অতিশয় অসংযমী হইয়া উঠিল। লক্ষ্মী ঠিক্ চোরের মতই একপা-একপা করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া ক্রমে যখন মাত্র অর্দ্ধ হস্তের ব্যবধানে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার বুকের ভিতরটা সজোরে দুলিয়া উঠিল। কেহ যদি বিশ্বাস করিয়া কাহারও হাতে চাবিটী ছাড়িয়া দেয় এবং সে লোক যদি চুপি-চুপি ঘরে ঢুকিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া মোহরের থলিটী চুরি করিয়া লইবার জন্য টানিয়া বাহির করে, তাহা হইলে সেসময় তাহার মনের অবস্থা যেমন হয়, এখন লক্ষ্মীর মনের ভাবটীও ঠিক সেইরূপ হইল। ছিঃ-ছিঃ এত নীচ!—পোড়ো-সম্পত্তি চুরি করিয়া ধরা সে পড়ুক্ আর নাই পড়ুক্, সে কিন্তু নিজের কাছেও এ-কথা স্বীকার করিবে কেমন করিয়া?—এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা না করিয়া গলায় কলসী বাঁধিয়া জলে ডুবিয়া মরা তো ইহা অপেক্ষা ঢের ভাল। ভাবিতে-ভাবিতে হঠাৎ তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল এবং মুখ খানি তাহার নিদারুণ যন্ত্রণা-কাতর

মৃতব্যক্তির মুখের মত বিকৃত ও বিবর্ণ হইয়া উঠিল—সে ঘন-ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল।

ঠিক্ এই সময় অমি আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া দিদিকে তদবস্থায় দেখিয়া একটু ভয় পাইয়া বলিল,—"কি হ'য়েচে দিদি?" দিদি মুহূর্ত্তে মনের ভাব সংযত করিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল—"এঁ্যা—না হয়নি কিছু—কি একটা কুস্বপ্ন দেখ্‌ছিল, তাই কাণ পেতে শুন্‌ছিলুম।"

লক্ষ্মীর চোখমুখের ভাব দেখিয়া কথাটা অমির বিশ্বাস হইলেও, লক্ষ্মীর কিন্তু নিজের প্রতি অত্যন্ত রাগ হইল, এবং লজ্জায় তাহার মাটির সহিত মিশিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল; ইহা ভিন্ন মাথা খুড়িয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিবার বাসনাটীও তাহার বড় কম হইল না।

অমিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে গোকুল যে একটীবার আড় চোখে লক্ষ্মীর মুখপানে চাহিয়া দেখিল, লক্ষ্মী তাহা টের পাইল না।

## [ ১৯ ]

প্রায় মাসখানেক হইল গোকুল আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তবে এখনও যে তাহার দেহ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া উঠে নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য।

আজ ও-পাড়ার বোসেদের বাড়ীতে মনোরমার ভাজের ছোট মেয়ের বিবাহোপলক্ষে 'বাই নাচ' হইবে। গ্রামের পাঁচ বছরের মেয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া আশীবছরের বৃদ্ধারাও দেখিতে যাইবেন।

সন্ধ্যার প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে মনোরমার দাসী পক্ষী, পাল্কী লইয়া লক্ষ্মীর বাড়ী আসিয়া হাজির হইল। লক্ষ্মী দেখিয়াই বুঝিতে পারিল,

মনোরমা গাড়ী করিয়া মিত্তির বাড়ী আসিয়াছেন। এখন তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, সে যাইলেই তিনি তাহাকে, অমিকে এবং নারায়ণীকে লইয়া যাইবেন; কেননা, পূর্ব্ব হইতে এই কথাই ছিল।

পঙ্কা বাড়ীর উঠানে পা দিয়াই ডাকিল—"কৈ গো—দিদিমণি—তোমার আর দেরী কত?"

লক্ষ্মী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেই দাসী হঠাৎ গালে হাত দিয়া বলিয়া উঠিল—"ওমা, এ কি গো—কাপড় ছাড়া মাথায় থাক—এখনও চুল বাঁধাও যে হয়নি তোমার—তবে যে মা ব'ল্লে—"

লক্ষ্মী তাহাকে বাধাদিয়া বলিল,—"হাঁা, তুমি ব'লোগে, সে আস্‌তে পার্‌বে না, তার অসুখ ক'রেচে—"

দাসী দু'একবার বৃথা অনুরোধ করিয়া পাল্কী ফিরাইয়া লইয়া গেল।

বৈশাখ মাস—কিছুক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই একখানি-একখানি করিয়া আকাশের গায়ে মেঘ জমা হইতেছিল। পাল্কী লইয়া দাসী খানিক দূর গিয়াছে, এমন সময় ঝুপ্-ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি নামিল। আজ পাড়ায় বড় একটা কেউ ছিল না, সুতরাং মাপিয়া-মাপিয়া ধান দেওয়া ত দূরের কথা, পাড়ার কোন্ ছেলে মেয়ে বৃষ্টিকে যে একমুষ্টি মুড়ি দিতেও রাজি হইয়াছে, সে বিষয়ও লক্ষ্মী আজ নিশ্চিত হইতে পারিল না।

বেহারারা পাল্কী উঠাইয়া লইয়া কিছুদূর চলিয়া গেলে একটিবার লক্ষ্মীর মনে হইয়াছিল, তাহাদের ফিরিতে বলে; শেষটা মনে মনে বলিল,—দূর হোক্‌গে, ওরা কি আর শুন্‌তে পাবে—হেমা থাক্‌লেও না হয় ডেকে আন্‌তো—যাক্‌গে আবার এখুনি ঘুরে আস্‌বেখন, বোধ হয়।

ইহার পরেই জল আসিল; লক্ষ্মী কিছুক্ষণ এঘর-ওঘর করিয়া অবশেষে

কি ভাবিয়া জানি না, আয়না চিরুণী লইয়া দালানে বসিয়া চুল বাঁধিতে আরম্ভ করিল। চুলবাঁধা শেষ হইল, ওদিকে বৃষ্টিও থামিয়া গেল। লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িতে, গয়না পড়িতে লাগিল। উদ্দেশ্য, এবার আর লক্ষ্মীকে যেন দাঁড়াইয়া থাকিতে না হয়।

কাপড়ছাড়া হইয়া গেলে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, ক্রমে নীল আকাশের গায়ে পূর্ণিমার চাঁদটি হাসিয়া উঠিল।—তথাপি পাল্কী আর আসিল না। লক্ষ্মী আশায়-আশায় থাকিয়া শেষটা বলিয়া উঠিল—"চুলোয় যাক্—আমার অত সথ নেই—যা'দের আছে তা'রা তো গেছে—"

তারপর জামা, কাপড় এবং তোলা-গহনাগুলি ছাড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইতেই তাহার মন যেন কাহার উপর রাগ করিয়াই জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—"কেন, শুধু-শুধু কি আর পড়তে নেই নাকি?" ইহার পর একলা ঘরে মনটা তাহার হাঁপাইয়া উঠায় শিঁড়ি বাহিয়া ছাতে উঠিল। ছাতের যে দিকটায়, বাহির হইতে একটী ফুলগাছ উঠিয়া আপনার ডাল-পালা ছড়াইয়া দিয়াছিল, সেইদিকে আসিয়া একটা সরু ডাল ধরিয়া অনতি উচ্চ আলিসার উপর বসিল। বসিয়া বসিয়া সম্মুখের যে বহুদূর বিস্তৃত ফাঁকা মাঠটির পানে চাহিয়া রহিল, তাহা যেন আজ ঠিক্ তাহারই মতই নিঃসঙ্গ হইয়া চাঁদের আলোয় গা-ঢালিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল! এবং বহুদূরে কতকগুলি তালগাছের সারি যেন কোন্ এক অজানা দৈত্যপুরীর চারিদিক ঘিরিয়া সুদৃঢ় প্রাচীরের মতই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এই সময় এক একটা উদাস বাতাস আসিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া যাওয়ায় তাহার মনে হইতে লাগিল,—এ যেন তাহারই বুকের জমাট বাঁধা রুদ্ধশ্বাস। এবং চারিদিকের নিস্তব্ধতা এক সঙ্গে যোগ

দিয়া বিশ্বস্তরের ভর লইয়া যেন তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল।

সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না; উঠিয়া পড়িয়া অনেক চেষ্টার ফলে পাড়ার পরিচিত পাল্কী বেহারা 'বোনোমালী'কে ডাকাইয়া আনিয়া বোসেদের বাড়ীর উদ্দেশে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। আজ শরৎ বাবু বলিয়াই গিয়াছিলেন যে, বাড়ী ফিরিতে আজ তাঁহার দেরী হইবে; এবং ইতিমধ্যে লক্ষ্মী যদি ফিরিয়া আসে ত কথাই নাই, আর যদি না আসে তাহা হইলে তিনি লোক পাঠাইয়া দিয়া সদরের চাবিটী আনাইয়া লইবেন।

সে যাহা হউক পাল্কী আসিয়া যখন মিত্তির বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন হঠাৎ গোকুলের কথাটা লক্ষ্মীর মনে পড়িয়া গেল;—আহা সে বেচারা,—তাহাকে একা ফেলিয়া অমিয়া ও পিসিমা যে ও-বাড়ী চলিয়া গিয়াছে সে বিষয় তাহার কোনই সন্দেহ রহিল না। লক্ষ্মীর বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া উঠিল।—তাহাদের কি একটুও বিবেচনা নাই? এখন যদি ভগ্নদেহ গোকুলের বিশেষ কোন কিছুর দরকার পড়ে, তাহা হইলে এসময় তাহার পরিচর্য্যা করিবে কে? লক্ষ্মী নিজের প্রাণ দিয়া আজ কিছুদিন হইল, মরণের মুখ হইতে যাহার প্রাণ ফিরাইয়া আনিয়াছে, এখন যদি তাহার জল পিপাসা পায়, তাহা হইলে দুর্ব্বল শরীরে তাহাকেই তো নিজে হাতে জল গড়াইয়া খাইতে হইবে?—অন্য কোন বিশেষ দরকার পড়া তো দূরের কথা! এমনিই সব আরও কত কথা স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ভাবে তাহার মনে উদয় হওয়ায় লক্ষ্মী বেহারাদের থামিতে বলিল।

এখন প্রায় দেড় ঘণ্টা হইল সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রালোকে ক্ষুদ্র বক্‌নাহাটী গ্রামখানি ধব্-ধব্ তক্-তক্ করিতেছে।

গোকুল এখন আপনার নীচেকার ক্ষুদ্র ডিস্‌পেনসারী ঘরের পাশের রোয়াকে বসিয়া আপন মনে গলা কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া গাহিতেছিল—

—"সময়" যে যায়, ডাক' বিধাতায়

এ অন্তিমে যদি চাস্‌রে—"

হঠাৎ গান থামাইয়া বলিল,—"কে গা ?"

বাড়ীর উঠানের নিমগাছের ডালপালা ভেদ করিয়া চাঁদের আলো উঠানের গায়ে নিপুণভাবে আলোর গুল্ বসাইয়া দিয়াছিল। লক্ষ্মী গরদের চাদর গায়ে জড়াইয়া বাড়ী ঢুকিতে-ঢুকিতে কেমন একপ্রকার স্বরে বলিল,—"আমি—"

গোকুল দৃষ্টি কিছু তীক্ষ্ণ করিতে-করিতে বলিল,—"আমি ?—কে

"হ্যাঁ আমি—চিন্‌তে পারচ না নাকি ?"

কিছুদিন হইতে পাড়ার দু'একজন দুষ্ট লোক এই দু'জনের নামে একটা কুৎসা রটাইয়া বেড়াইতেছিল। গোকুল তাহা জানিত। এখন বাধা দিয়া শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল—"তুমি এমন সময় এ-বাড়ীতে কেন লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী গোকুলের উত্তেজনার ভাব বুঝিয়া ধীর এবং গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইতে-হইতে বলিল,—"হ'লেই বা—দোষ কি ?"

গোকুল ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল,—"মা এখন বাড়ী নেই।"

"জানি, শুধু সে কেন, গ্রামের আজ অনেকেই ঘোষেদের বাড়ী—"

তথাপি অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া গোকুল কুণ্ঠিত হইয়া বাধা দিয়া বলিল,—"পিসি-মাও—"

বারবার বাধা পাইয়া লক্ষ্মীও বোধ করি অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেও তাহার কথার মধ্যপথে বাধা দিয়া প্রায় সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া স্পষ্ট করিয়া বলিল—"হ্যাঁ, তাই তো এলুম—মনোরমা পিসি যে দু'জনকেই নিয়ে গেছেন—তা' জানি।"

"তারা এখন শীগ্‌গীর আস্‌বে না।"

"তা'ও জানি—আর তা জানি ব'লেই—" গোকুল নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না। সঙ্গে-সঙ্গে, সেদিনকার তাহার অর্দ্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় লক্ষ্মীর মনের সেই নীচ প্রবৃত্তির কথাটা গোকুলের মনে পড়িয়া গেল। ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় অস্থির হইয়া তীব্র কণ্ঠে বলিল,—"তবু তুমি এগুচ্ছ কি জন্যে—যাও, এখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও—"

সহসা কাহারও সুমুখে টোটা ভরা বন্দুক উচাইয়া ধরিলে সে যেমন করিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, গোকুলের ঐ কথায় লক্ষ্মীও ঠিক্ তেম্‌নি করিয়াই দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার চোখ দু'টী যে দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল গোকুল তাহা দেখিতে পাইল না। তারপর গোকুলের কথাটী যেন গ্রাহ্য করিবার উপযুক্তই নয়, এম্‌নি ভাবে বাকী দূরত্বটুকু শেষ করিয়া দিবার ইচ্ছায় যেমন আর এক পা আগাইতে গেল, অম্‌নি গোকুল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তর্জ্জনি সঙ্কেত করিয়া বলিয়া উঠিল—"তবু এগোচ্ছ, যাও বল'ছি—শীগ্‌গীর বেরিয়ে যাও—"

লক্ষ্মী ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত ফোঁস করিয়া উঠিল—"আর যদি না যাই—

তা' হলে বুঝি অপমান করে তাড়াবে—না না, এর বেশী আর তা হ'য়ে কাজ নেই—আমি যাচ্চি—" এই বলিয়া' এম্নি ভাবেই বাটীর বাহির হইয়া গেল, যাহাতে গোকুল প্রথমটা কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল ; তারপর হঠাৎ কি ভাবিয়া জানিনা, ফিরাইয়া আনিবার ইচ্ছায় সদর দরজায় আসিয়া হতাশ হইয়া পুনরায় বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বরাবর উপরের ঘরের বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িল।

লক্ষ্মীর 'বাই-নাচ' দেখিতে যাওয়া হইল না—বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল স্বামী তখনও বাড়ী ফিরেন নাই।

সে বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িল। আজ গোকুলের নিকট হইতে বিদায় লইবার পর হইতে এই একটী কথাই সে বারংবার আপনার মনকে প্রশ্ন করিতেছিল—কেন ? পাল্কীতে বসিয়া সে কয়েকবার অস্ফুটে বলিয়াও ফেলিয়াছিল—কেন-কেন ? এখন বিছানায় শুইয়াও ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া ঐ এক কথাই ভাবিতে লাগিল—কেন-কেন, আজ সে গোকুলের কাছে গিয়াছিল কেন ?—সে যদি পবিত্র-চিত্তেই গিয়াছিল, তবে তাহাকে গোকুলের কাছে অপমান হইয়া ফিরিতে হইল কেন ?—ঘরের বাজা ঘড়ীটিও যেন সজীব হইয়া তাহার মনের সুরে সুর মিলাইয়া তালে-তালে বলিতে লাগিল—কেন-কেন, কেন-কেন ; জানালার পাশে রাস্তার উপর একটী বিড়াল বসিয়াছিল, সে-ও যেন ইহাদের কথাটী কাড়িয়া লইয়া গাহিতে লাগিল—কেন-কেন। এক কথায় যেখানে যে কোন শব্দ হইতে লাগিল, তাহাই যেন 'কেন'র সৃষ্টি করিয়া তাহার 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া দিল।' এবং

এই 'কেন'র প্রকৃত উত্তর বা কারণ খুঁজিয়া না পাওয়ার ফলে, আপনার হৃদয়টাকে দুই হাতে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার ইচ্ছাটা লক্ষ্মীকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল।

সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।—মাথায় খানিকটা তিলের তেল মাখাইয়া চাপ্ড়াইয়া-চাপ্ড়াইয়া জল দিল—বুদ্ধি ক'রিয়া চোখ মুখেও জলের ঝাপ্টা দিয়া পুনরায় উঠিয়া বসিল। এতক্ষণ তাহার চোখ, মুখ, কপাল এবং মাথা দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল। এইরূপে চঞ্চল মন ও মস্তিষ্ক একটু ঠাণ্ডা করিয়া পুনরায় ভাবিতে বসিল—ভাল, সে যে কোন কারণেই গিয়া থাকুক না কেন,—গোকুল তাহাকে অমন করিয়া তাড়াইয়া দিল কেন?—তবে কি সে তাহার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিয়াছে?—এই কথাটা ভাবিতেই তাহার চোখ দুটী আবার একবার দপ্-দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দাঁতে-দাঁতে চাপিয়া অস্ফুটে বলিয়া উঠিল,—"এত তেজ, এত অহঙ্কার—আমি দুষ্টচরিত্র, আমি গিছ্লুম ওর কাছে * * * * ভিক্ষে ক'র্তে—এত বড় বুকের পাটা গোকুল মিস্ত্রিরের!" এই বলিয়া রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া বালিশের উপর আছ্ড়াইয়া পড়িল। তাহার ঘন-ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে ঘরের ভিতরটা যেন গুম্-গুম্ করিতে লাগিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বৃদ্ধ স্বামী বাড়ী ঢুকিতেছে দেখিয়া লক্ষ্মী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পা দু'টী চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—"ওগো তোমার পায়ে পড়ি গো—এমন ক'রে আমার সর্ব্বনাশ আর তুমি ক'রো না; তুমি ছাড়া ত্রিসংসারে আর যে আমার আপনার ব'লতে দু'টী নেই, তা' কি তোমার মনে থাকে না?" বলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া

উঠিল। বৃদ্ধ অবাক্ হইয়া গেলেন; তারপর স্ত্রীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া উঠান হইতে ঘরে লইয়া গেলেন।

দিন তিনেক পরে শুক্রবারে দুপুর বেলা ইস্কুলের ছুটী থাকায় অবিনাশ পণ্ডিত লক্ষ্মীর বাড়ী মাথা গলাইয়াই ডাকিলেন—"ও গোকুল বাবাজি—শোন' বাবা, তোমার সঙ্গে বিশেষ একটা কথা আছে, তখন ব'ল্‌তে—"

লক্ষ্মী ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া মুখের ভাব অতিশয় বিশ্রী করিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল,—"এখানে গোকুল কোথা—এটা কি গোকুলের বাড়ী তাই তা'কে এসেচ এ বাড়ীতে খুঁজ্‌তে—"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিদারুণ বিস্ময়ে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন,—"ব'লিস্ কিরে লক্ষ্মী। আর তা' নয় তো কি?—এই মাষ্টার আমাকে ব'লে এল, লক্ষ্মীর বাড়ী যাচ্চি, তাই না তোর দরজায় আসা, নইলে সেই সেদিন থেকে আর তোর বাড়ী কবে এসিচি-রে?"

লক্ষ্মী তাহার শেষ কথাগুলিতে কাণ না দিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল,—"কি ব'ল্‌লে? এ বাড়ী তা'র?"

কথাটা ধরিয়াছে দেখিয়া বৃদ্ধ বিরক্ত ভাবে "তা'র কি না তা' তুই-ই জানিস্—আমি কি ক'রে ব'ল্‌বো—"বলিতে-বলিতে গড়্-গড়্ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

দুই দিন পরে রবিবারে রাজ্যের ভিখারি ভিড় করিয়া দরজার সুমুখে দাঁড়াইয়া—"দাও না মা—আমাদের আবার আর পাঁচ বাড়ী ঘুর্‌তে হ'বে তো—" ইত্যাদি বলিয়া হাঁকাহাঁকি জুড়িয়া দিলে, লক্ষ্মী ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বিরক্ত ভাবে বলিল,—"যাওনা বাছা যেখানে ইচ্ছে—তোমাদের তো কেউ ধ'রে রাখেনি?"

তাহাদের এমন নিরীহ 'মা'টার মুখে আজ সহসা এমন রাগের আভাষ পাইয়া একজন প্রৌঢ়া একজন কানা বৃদ্ধকে ধমক দিয়া, 'মা'কে মিষ্টি করিয়া বলিল—"ও আজ নতুন এবাড়ী আস্‌চে মা—ও কিছু জানে না, ওর কথায় তুমি—"

"সে জানুক্ আর না জানুক্—তোমরা অন্য বাড়ী দেখ'—"

"এ বাড়ীতে কি দুটি খেতে পাবো না জননি ?"

"না, তোমরা যাও বাছা—বেশী বিরক্ত কোরোনা আমাকে।"

এইবার প্রৌঢ়াও বিরক্ত হইয়া 'কত্তাম'শাই'-এর দিকে চাহিয়া বলিল,—"ওমা, যাবো কি গো!—রবিবারে আমাদের যে পাওনা—"

লক্ষ্মী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—"পাওনা! এ বাড়ীতে কিছু গচ্ছিত রেখে গেছ নাকি, তাই পাওনা—মরণ দশা আর কি, কথা শোনোনা, বলে,—পাওনা।"

এইবার প্রৌঢ়াকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া একটা বার তের বছরের ছোক্‌রা বলিল,—"না গো মা, তা' নয়—তবে কি রবিবারে এ বাড়ীতে ভিক্ষে দেওয়া হয় কি না!"

"হঁ্যা হয় তা' জানি—কিন্তু আর তা' হ'বে না।"

এইবার শরৎবাবু কথা কহিলেন, বলিলেন—"আহা দাওনা লক্ষ্মী—আমার ওপর রাগ ক'রে ও বেচারাদের আর অন্নটা মা'র কেন—ওরে ও হেমা—"

হেমা নিজের ঘরের ভিতর হইতে রাগভরে বলিল,—"আমি আর কি ব'লবো বাবু—ভাঁড়ারের চাবি আজ ক'দিন থেকে কি আমার কাছে আছে, যে বার ক'রে দোবো—সে তো সেদিন মা নিয়ে নিয়েচে।"

লক্ষ্মী শ্লেষ করিয়া বলিল,—"তোর তা'তে ভারি অসুবিধে হ'য়েচে, না ?" বলিতে-বলিতে ভাঁড়ার ঘর খুলিতে গেল। হেমা এদিকে চীৎকার করিয়া উঠিতেই লক্ষ্মী আচম্বিতে এমন ধমক দিয়া উঠিল যাহার পর হেমা আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

[ ২০ ]

অমি বাড়ী আসিলে গোকুল তাহাকে আজ যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই বলিল। শুনিয়া অমিয়া সুশীলা স্ত্রীর উপযুক্ত তিরস্কার করিয়া স্বামীকে যখন বলিল যে, ইহা তাহার অত্যন্ত অন্যায় কাজ হইয়াছে, তখন, গোকুল ইতিপূর্ব্বে নিজেও কতকটা তাহা বুঝিয়াছিল বলিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল এবং মনের একটা অস্বাভাবিক বিহ্বলতার বশে আজ হঠাৎ অমির কাছে কথাগুলি বলিয়া ফেলার জন্য নিজের প্রতি তাহার অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল।

স্ত্রীর কিন্তু মৃদু ভর্ৎসনা চলিতেই লাগিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষটা গোকুল অস্থির হইয়া উঠিয়া, ইতিপূর্ব্বে নিজের মনকে যে-কথা বলিয়া বুঝাইয়াছিল, স্ত্রীকেও তাহাই বলিল। শুনিয়া অমিয়া বলিল,—"ছাখো,—আমিও কচি খুকী নই—দিদিকে আমি যেমন চিনিচি, এমন চেনা তুমিও ঠিক্ চিন্‌তে পারনি—তা' যদি পার্‌তে, তা' হ'লে দিদিকে অকারণ অত নীচ ভেবে অমন করে তাড়িয়ে দিতে কখন-ই সাহস পেতে না—এ কথা নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক ক'র্‌তে পারি ;—আমি নিজে তা'র সঙ্গে কি রকম ক'রে কথাবার্ত্তা কই, তা' দেখেও কি বুঝ্‌তে পার না ?—তবে হাঁ, তোমাদের মতে আমি আবার

একটা মানুষ তা' আমার আবার ধারণা—কি বল'—এই না তোমার মনের কথা ?"

গোকুলের নিজের মাথার কিছু ঠিক্ ছিল না ;—অপরাধীর মত বলিল,—"আচ্ছা ও এসেছিল কেন—তবে কি তুমি ব'ল্‌তে চাও, ওর মনে কোন গোলমাল নেই ?"

"সে কথা ব'ল্‌তে চাইনে—গোলমাল ওর মনে যে কতটা আছে তা' সে বোধ করি ও নিজেও ঠিক্ জানে না ; কিন্তু তাই ব'লে আমরা যে ওকে ভয় ক'রে চল্‌বো, তা'রও কোন কারণ দেখিনে ; তা' যদি হ'তো আমি তা' হ'লে তোমার অসুখের সময়—যাক্ তুমি কিন্তু কাল-ই ওর বাড়ী যাও, গিয়ে যেমন ক'রে পার' ওকে এ-বাড়ী নিয়ে এস, বুঝ্‌লে, ভারি অন্যায় ক'রেছ কিন্তু—'লোকে নিন্দে ক'র্‌বে'—লোকের মিথ্যে নিন্দের কাণ দিতে গেলে, মানুষের তো জগতে বাস করাই চল্‌তো না। নাও এখন ঘুমোও—রাত ঢের হ'য়েচে।"

গোকুল আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল—এ কি সেই অমি ? কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে সে স্বামীর সহিত তর্ক করিতে শিখিয়াছিল বটে, কিন্তু সেগুলি ছেলেমানুষি তর্ক ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু আজিকার ইহা তো তাহার তর্ক নয়, এ যেন তাহার অনেক দিনের জমাটবাঁধা বুকের কথা, আজ কিসের একটা উত্তেজনায় মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল। লক্ষ্মীর মনে গোলমাল থাকা সত্বেও তাহাকে তাহাদের ভয় করিবার কারণ নাই,—লোকের মিথ্যা নিন্দায় কাণ দিতে গেলে জগতে বাস করা চলে না,—এ সব জ্ঞান সে পাইল কোথায় ?

সে যাহা হউক, তাহার পর—'যাবো-যাবো' করিয়া গোকুল তিনটী

দিন কাটাইয়া দিল। চার দিনের দিন শুক্রবারে অমি 'মাথামুড়' খুঁড়িয়া রক্তপাত হইয়া মরিবার ভয় দেখাইয়া স্বামীকে লক্ষ্মীর বাড়ী পাঠাইয়া দিল। গোকুল বরাবর আসিয়া অকারণ চাটুয্যে ম'শাইয়ের বাড়ীতে বসিয়া খানিক আড্ডা দিয়া পুনরায় বাহির হইয়া পড়িল। তারপর লক্ষ্মীদের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া ছাতাটা বন্ধ করিয়া পথের ধারে একটা অশ্বত্থ গাছের তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। অবশেষে কি একটা কথা মনে পড়িয়া যাইতেই হালদার মহাশয়ের বাড়ীর দিকে চলিল। ভাবিল সেখান হইতে ফিরিবার সময় লক্ষ্মীর বাড়ী ঘুড়িয়া যাইবে! কিন্তু জানি না কেন, সেদিন তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না।

তারপর আরো দুইটা দিন এমনি করিয়াই কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন অমিয়ার মুখ চাহিয়া গোকুল আর মিছামিছি বাড়ী ফিরিয়া যাইতে সাহস করিল না। বেলা আন্দাজ চারিটার সময় লক্ষ্মীদের উঠানে পা দিয়া মুখে হাসি আনিবার চেষ্টা করিতে-করিতে ডাকিল—"ও লক্ষ্মী—আমাদের ওদিকে আর—"

লক্ষ্মী ঘরের মধ্যে কি করিতেছিল। গোকুলের ডাকে মাথার কাপড়টা অস্বাভাবিক রকমে টানিয়া দিয়া দালানে আসিয়া বলিল—"আপনি এমন সময় এবাড়ী কেন—উনি এখন বাড়ী নেই—ঝিও তা'র মেয়ের বাড়ী গেছে"—সত্যই খেঁদীর মা বাড়ী ছিল না।

গোকুল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—"শোধ নিচ্চিস বুঝিরে? কর্ত্তা নেই আমিও তা জানি—" বলিতে-বলিতে হাসিয়া অগ্রসর হইতে গেল।

দেখিয়া লক্ষ্মী তীব্র কণ্ঠে বলিল,—"ভদ্র লোকের বাড়ী ঢুকে একি বেকামো ক'চ্চেন আপনি—ব'লছি যে, তিনি এখন বাড়ী নেই—তবু এগিয়ে আসা হ'চ্ছে কি অভিপ্রায়ে?"

গোকুলের হাসিমুখ মলিন হইয়া উঠিল। বহু চেষ্টা করিয়াও মুখের ভাব সে ঠিক রাখিতে পারিল না; যাহা হউক, লক্ষ্মী যে শোধ তুলিতেছে সেবিষয় কোন-ই সংশয় না থাকায় সে পুনরায় মলিন হাসি হাসিতে-হাসিতে পা চালাইল।

কতকটা বিঁধিয়াছে দেখিয়া লক্ষ্মী প্রাণপণে কণ্ঠস্বরে বিষের মাত্রা বিশগুণ বাড়াইয়া দিয়া মুখের কাপড় খুলিয়া অতিশয় কর্কশ কণ্ঠে বলিল—"হাস্‌তে তোমার লজ্জা ক'চ্ছে না? যদি আরও বেশী ক'রে অপমান হবার ইচ্ছে না থাকে, তা হ'লে শীগ্‌গীর ব'লছি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। একি স্বভাব তোমার? এই জন্যেই বুঝি লোকের বাড়ী-বাড়ী বিনা পয়সায় ডাক্তারি ক'রে বেড়াও—কত লোকের সর্ব্বনাশ ক'রেছ এমন ক'রে?" এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া রাগে থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

গোকুল আর কোন ক্রমেই আপনাকে সাম্‌লাইতে পারিল না। এক লাফে দালানে উঠিয়া একটি চড়ে লক্ষ্মীর কটুভাষ মুখদিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিবার বাসনাটী দমন করিয়া লইতে তাহার যে কি কষ্ট হইল তাহা সে-ই বুঝিল। রাগে, ক্ষোভে, একটা অসহ্য অপমানের জ্বালায় উন্মত্ত হইয়া আহত কণ্ঠে গোঁঙ্‌রাইয়া গোঙরাইয়া বলিল,—"দ্যাখ লক্ষ্মী, কি ব'লবো যে ছোট লোক হ'য়ে গেছিস্‌, নৈলে—যাক্‌, কিন্তু একটা কথা ব'লে যাই তোকে;—তুই জানিস্‌, তোর বিয়ে হ'বার পর থেকে

আমি তোকে ভুলে যাই, আর তুই পিশাচী, বার-বনিতাদের চেয়েও তোর মন নাকি নীচ, তাই তুই এতদিন আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছিলি,—নৈলে আমার অসুখের সময়ে এক দিন তুই যে ইত্‌রমো ক'র্‌তে এগিয়ে ছিলি, তা'কি আমি দেখিনি তুই মনে করিস্‌? এখন সেসব কথা ভুলে গিয়ে আজ আবার উল্টে আমাকেই কিনা এ বদ্‌নাম দিতে চাস্‌?—আর একটা কথা—বিশ্বাস ক'রিস—ফাঁসী যা'বার ভয়ে নয়, কিন্তু তোর দেহ স্পর্শ কর্‌লেও বুঝি নরকে যেতে হ'বে, সেই জন্যেই গোকুলের হাতে আজ্‌ তুই খুন হোলিনে"—বলিতে বলিতে অতি দ্রুতগতি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

লক্ষ্মী এতক্ষণ থাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া শান্তভাবে তাহার কথাগুলি শুনিতেছিল। এখন থপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িয়া আকুল দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। কেবল দু'চার ফোঁটা অশ্রু হয় ত বা তাহার অজ্ঞাতেই গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল!

আজ বোধ করি দৈবক্রমেই ঠিক্ এই সময় স্বামী বাড়ী ঢুকিতেছেন দেখিয়া লক্ষ্মী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পা দু'টী চাপিয়া ধরিয়া আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"ওগো, তুমি থাক্‌তে গোকুল মিত্তির আজ তোমার বাড়ী ঢুকে তোমার স্ত্রীকে একলা পেয়ে এমন ক'রে অপমান ক'রে যা'বে, আর তুমি তা' সহ্য ক'রে থাক্‌বে? ওর কুমতলব বুঝ্‌তে পেরে অপরাধের মধ্যে আমি কেবল ব'লেছিলুম—তিনি এখন বাড়ী নেই, তিনি এলে তুমি এস'। এই কথায় ও হাস্‌তে-হাসতে টল্‌তে-টল্‌তে আমাকে টিট্‌কিরি দিয়ে ব'ললে কিনা,—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ছঠ্‌কাইয়া উঠিল—"ওগো এর শোধ তুমি

যদি না তোলো তা'হলে আমার কাছে যে দু'ভরি আপিঙ আছে তা'ই খেয়ে ম'র্‌বো—এ তুমি বেশ জেনো—সে আজ মদ খেয়ে অমন মাতাল হ'য়ে পড়েছিল ব'লেই তা'র হাত থেকে রক্ষে পেয়েচি—"

বৃদ্ধ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। বলিলেন—"সে মদও খায় নাকি ?"

"খাক্‌ না খাক্‌ আজ তো খেয়েছিল—আমি কি তবে মিথ্যে ক'রে—"

বৃদ্ধ বাধা দিয়া বলিলেন,—"না না, তা' কেন ব'ল্‌বে—এতদিন কোন কথা বলনি আর আজ—সে যাক্‌ এখন ঘরে এসো—এসব কথা নিয়ে চেঁচামেচি ক'রোনা।"

ঘণ্টা দুই পরে সন্ধ্যা হয়-হয় এম্‌নি সময় লক্ষ্মী দালানে বসিয়া রাত্রের জন্য আনাজ কুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, শরৎবাবু অদূরে বসিয়া স্ত্রীকে মাঝে মাঝে গোকুল সংক্রান্ত দু'একটী প্রশ্ন করিতেছিলেন। শেষটা তিনি আপন-মনে অনুচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"তুমি বল কি লক্ষ্মী—গোকুল মিস্তির যে এমন বদ্‌ একথা তোমার মুখে শুনেও আমি যেন বিশ্বাস কর্ত্তে পাচ্ছিনে।"

লক্ষ্মী কুট্‌না কোটা ছাড়িয়া দিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন—"ছিঃ ছিঃ তা'র এই কাজ! এতেই বলে মানুষের ভালমন্দ কাজ দেখে, তা'র মনের কথাটা যদি বোঝা যেতো তা হ'লে আর ভাব্‌না কি—এর বিহিত আমায় ক'র্‌তেই হ'বে।"

লক্ষ্মী পায়ের তলা হইতে বঁটিটা সরাইয়া দিয়া ভাল করিয়া চাপিয়া বসিল। স্বামী বলিতেছিলেন—"কিন্তু ভারি একটা কেলেঙ্কারী হ'বে দেখ্‌চি—ছিঃ—তা' ছাড়া, গ্রামের মধ্যে ও যে-সমস্ত বড়-বড় কাজ ক'রে

বেড়ায়—আজ আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, স্বার্থ ওর যথেষ্ট আছে—কিন্তু তা হ'লেও লোকে কি আমাদের কথা বিশ্বাস ক'র্‌বে? তিন খানা গ্রামের লোক ওকে কি বলে জান,—বলে, গোকুল আর জন্মে দেবতা ছিল—আমারও তো এত দিন সেই ধারণাই ছিল—"

লক্ষ্মী এলো চুলে পাগ্‌লীর মত বসিয়া স্বামীর কথাগুলি যেন গিলিতে লাগিল। স্বামী কিন্তু সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তা' বলুক, আমি কিন্তু এবার ওকে বিশেষ শিক্ষা না দিয়ে ছাড়্‌বো না——"

লক্ষ্মী গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দিয়া বলিল,—"ছাড়্‌বে না?—কি ক'র্‌বে ওর শুনি?"

গোকুলের উপর রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"কি ক'র্‌বো—যখন ক'র্‌বো তখন দেখ্‌বে আমি ওর কি ক'র্‌বো—আমি কি এর জন্যে ওকে সহজে ছাড়্‌বো নাকি?"

লক্ষ্মী শ্লেষ করিয়া অল্প রূক্ষকণ্ঠে বলিল,—"ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও না—ওর কি ক'র্‌তে পার্‌বে তুমি সেইটাই বল'না শুনি?"

এ সময় স্ত্রীকে বেশী রাগাইতে সাহস না পাইয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—"গ্রামের মুরুব্বিদের ব'লে ওকে দেশ ছাড়া ক'র্‌বো—মকদ্দমায় যত টাকা লাগে কুচ্‌পরোয়া নেই—"

এই সময় বৃদ্ধ যদি একবার ভাল করিয়া লক্ষ্মীর মুখপানে চাহিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে স্ত্রীলোককে ভূতে পাইলে তাহার চোখ মুখের ভাব যে ঠিক কেমন হয়, তাহাই আজ চোখের সুমুখে দেখিয়া বোধ হয় তিনি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেন। সন্ধ্যার আব্‌ছা আলোকে দেখিতে পাইলেন না, ভাল-ই হইল।

লক্ষ্মী ধীর-গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিল—"কি ব'ল্‌বে মুরুব্বিদের ?"

স্বামী একটু আশ্চর্য্য হইয়া বিরক্তির স্বরে বলিলেন,—"কেন ও যা' ক'রেচে।"

লক্ষ্মী আর একটু অধিক উষ্ণস্বরে বলিল—"কি ক'রেচে ?"

এইবার স্বামী বুঝিলেন তিনি লোকের কাছে ঠিক করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারিবেন কিনা, পরীক্ষা করিবার জন্যই স্ত্রী ঐভাবে প্রশ্ন করিতেছে। তাঁহার যোগ্যতায় এক ফোঁটা স্ত্রীর এইরূপ অনাস্থা দেখিয়া তিনি এমন সময়ও মনে-মনে হাসিলেন ;—স্ত্রীর মত-ই চাল করিয়া উত্তর করিলেন—"তোমায় অপমান।"

"কে তোমায় ব'ল্লে, ও আমায় অপমান ক'রেচে ?"

এ আবার কি ছেলেমানুষি প্রশ্ন ? স্বামী বিরক্তভাবে বলিলেন—"যাও—মিছে তর্ক ক'রো না—আমি অত ব'কৃতে পারিনে।"

'না-না, আমি তোমার সঙ্গে তামাসা ক'রিনি—ওর নামে কোন কথা লোকের কাছে ব'ল্‌তে যেয়ো না তুমি—কেন বুড়ো বয়েসে লোকের কাছে অপমান হ'বে ?"

বৃদ্ধ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কি ঐ গোকুলোর ! বিরুদ্ধে, যে ডাক্তারী করবার ছলে কত লোকের কুলনাশ ক'রে বেড়াচ্চে তা'র বিরুদ্ধে ব'ল্‌তে গেলে লোকে আমায় অপমান ক'র্‌বে ?"

লক্ষ্মীর চক্ষুর্দ্বয় দপ্-দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—সবেগে স্বামীর সুমুখে আসিয়া দাঁতে-দাঁত চাপিয়া বলিল,—"হাঁ গো হাঁ, শুধু মুখে নয়—নামে ও কথা ব'ল্‌তে গেলে লোকে তোমার গালে চড় মার্‌বে, গায়ে থুতু

দেবে। বুড়ো হ'লে, এ বুদ্ধি এখনো হয়নি তোমার? নিজের স্ত্রীকে চিন্‌তে পার' না, তুমি আবার যাচ্ছ পরের নামে দোষ দিতে—আবার পর ব'লে পর, সেই গোকুল মিত্তিরের নামে—যা'কে দেবতার চেয়েও বড় ব'ল্লে ভুল হয় না, তা'র নামে এম্‌নি দোষ! ওগো, তুমি এতদিন অন্ধ হ'য়ে ছিলে ব'লে গ্রামের অন্য লোকে তা' যে নেই—তোমার মাগের গুণ কারুর কাছে যে চাপা নেই—শুন্‌বে তবে? সেদিন দাদাঠাকুর এসে তোমার উঠোনে দাঁড়িয়ে পষ্ট ক'রে বলে গেল, এ বাড়ী গোকুলের—লোকের মতে, আমি যে তোমায় বাঁদর নাচাই, এ তুমি বুঝ্‌তে পার না?" বলিতে-বলিতে দুম্ করিয়া শুইয়া পড়িয়া স্বামীর পা দু'টী বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"তাই ব'ল্‌চি—'তোমার পায়ে পড়ি তার নামে মিথ্যে কলঙ্ক দিতে গিয়ে বুড়ো বয়েসে লোকের কাছে দু'বার ক'রে অপমান আর হোয়োনা গো হোয়োনা—"

"অবাক্" "স্তম্ভিত" "স্তব্ধ" অথবা "বিস্ময়ের চরম সীমা" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা বৃদ্ধের এসময়ের মনের ভাবটির অতিশয় অল্প মাত্রই প্রকাশ করা যাইতে পারে। তিনি ধীরে-ধীরে পাদু'টী সরাইয়া লইলেন।

ভীষণ একটা ঝড় বহিয়া যাইবার পর প্রকৃতি যেমন শান্তভাব ধারণ করে, ইহার পর লক্ষ্মীর ভাবটীও ঠিক্ তেমনি হইল। অনেক দিনের পরে সে আজ মনের মধ্যে শান্তি পাইল। খুব ঘটা করিয়া কাহারও কোন গভীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেলে তাহার মুখে যেমন আহ্লাদের হাসিটি ফুটিয়া উঠে, লক্ষ্মীর মুখেও আজ বুঝিবা সেই হাসিটিই ফুটিয়া উঠিল।

দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত রান্না-বাড়া শেষ করিয়া স্বামীকে খাইতে

দিল। বৃদ্ধের আহারে প্রবৃত্তি ছিল না, তাই তিনি খাইতে বসিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া লক্ষ্মী উল্‌টা বুঝিয়া বৃদ্ধ স্বামীর পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল—"ব'সো গো ব'সো—দেহটা আমার অপবিত্র হয়নি, কেবল মনটা,—তা' সকলে জানে; ভয় নেই, তোমার জাত যাবে না।"

বৃদ্ধ শুধু—"না-না, তা' নয়" এই বলিয়া আহারে বসিলেন।

রাত্রে লক্ষ্মী স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল,—"কত জন্ম তপস্যা ক'রে তবে তোমার পায়ে স্থান পেয়েছিলুম—আশীর্ব্বাদ কর জন্ম-জন্ম যেন এই দু'টো পায়েই স্থান পাই—কি গো তুমি কাঁদ্‌চ—ছিঃ—"

*        *        *        *

রাত্রি আন্দাজ একটার সময় সদর দরজায় ঘা দিতে-দিতে কে মাতালের মত জড়িতকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল—"হরিপদ দা—ও হরিপদ দা—দরজাটা খুলে দাও না"

বৃদ্ধ হরিপদর ঘুম খুব সজাগ ছিল। তাহাতে আবার গ্রীষ্মের জন্য আজ সে ঘরের দোর খুলিয়া শুইয়াছিল। তিন ডাকের পর বলিল—"এত রাত্রে কেগা?"

"আমি লক্ষ্মী—দরজাটা খোলোনা।"

"এত রাত্রে লক্ষ্মী—কি দরকার দিদিমণি" বলিতে-বলিতে উঠিয়া আসিয়া দরজাটা খুলিয়া দিল। বাড়ী ঢুকিয়া লক্ষ্মী চাঁদের আলোয় টলিতে-টলিতে বরাবর উপরে উঠিয়া গিয়া পিসি-মার রুদ্ধ দোর পার হইয়া অমির ঘরের খোলা দরজার সুমুখে আসিয়াই ধুম্‌ করিয়া পড়িয়া গেল। অমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িতেই লক্ষ্মী জড়িত কণ্ঠে বলিল—

"অমি, গোকুলদাকে তুলে দে—মাথায় পায়ের ধূলো দিয়ে ক্ষম করে যাক্—"

ব্যাপারটী বুঝিতে পারিয়া অমি চীৎকার করিয়া উঠিল,—"দিদি-গো এ কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে গো—"

দেখিতে-দেখিতে বাড়ীতে মস্ত একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল।

পসি-মা উঠিয়া আসিয়া লক্ষ্মীর অহিফেণের ফেণসিক্ত ভূলুণ্ঠিত মস্তকটী আপনার কোলের উপর তুলিয়া লইয়া কহিলেন,—"তোদের এমন একটা বাধাবি মা, এ আমি সেই দিন-ই বুঝেছিলুম, যে দিন তোদের বিয়ের কথা ভেঙে গিছলো গো—" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

**সমাপ্ত।**

# পপুলার সিরিজ।

## সুলভ সংস্করণের মাসিক উপন্যাস।

প্রতি সংখ্যা ।৵০ সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৲

ষান্মাসিক মূল্য ২৲

১লা বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ হইয়াছে।

প্রকাশিত হইয়াছে,—

১। পয়লা নম্বর—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।
২। শোণিত সোপান—শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।
৩। নারীবিদ্রোহ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল
৪। ছদ্মবেশী—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে
৫। হারজিত—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম, এ,
৬। মাতাল—শ্রীমতী মালিনী দেবী
৭। বঙ্গসমাজ—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৮। রত্নবিনিময়—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, এম, এ,
৯। ধর্ম্মঘট—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল
১০। আরম্ভেই শেষ—শ্রীমতী সরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিশির পাবলিশিং হাউস্

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।